পাঁচুঠাকুর।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টিমপ্রেসে শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস,
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ঐ ঠিকানায় প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

—:—

ইলবার্ট বিল ভয়ে ইংলিশম্যান।

বাপ্‌রে কেলেগুলা কল্লে কি ?

পাঁচুঠাকুর।

তৃতীয় খণ্ড।

নববর্ষ।

নূতন বৎসর পড়িয়াছে, কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। এইরূপ বর্ষে বর্ষে বৎসর যাইতেছে, ক্রমে ক্রমে শরীরের রক্ত জল হইয়া আসিতেছে। ন আইনের ধমক, আঠারো আইনের চমক, অভাগার জন্ম, ভাগ্যবানের মরণ, চন্দ্রের উদয়, সূর্য্যের অস্ত, সংবাদপত্রের আবির্ভাব, মাসিকপত্রের তিরোভাব, ভাল মানুষের রপ্তানি, সাহেববাবুর আমদানি—এ সমস্ত যথানিয়মে হইয়া হইয়া পুরাতনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; তথাপি প্রতি বৎসরের "নূতন পঞ্জিকার" শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে—গুপ্তপঞ্জিকাই যে কত বাহির হইয়াছে, তাহাও ঠিক করা দুঃসাধ্য। এমন অবস্থায় পঞ্চানন্দের নূতনপঞ্জী বাহির না করা আর শোভা পায় না। অতএব পঞ্চানন্দের নূতনপঞ্জিকা।

কর্ত্তা প্রতি প্রিয়ভাষে কহেন গৃহিণী।
বৎসরের ফলাফল কহ গুণমণি॥
কোন গ্রহ হইল রাজা, কেবা মন্ত্রিবর।
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি প্রাণেশ্বর॥
কর্ত্তা কন গৃহিণীকে, যদি থাকে মন।
নবপঞ্জী ফলাফল করহ শ্রবণ॥

বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ায়াং সোমবারে সাতাশী সালের উৎপত্তিঃ। তত্র অবতারঃ মিষ্টার বাবু লালমোহন ঘোষঃ। (সভাগুলি বজায় থাকিলে) পুণ্যং পূর্ণং; (পিনাল কোড্ বাঁচাইয়া চলিতে পারিলে) পাপং নাস্তি। ইংলণ্ডনাম তীর্থং, জঠরাগ্নিকো ব্রাহ্মণঃ; কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ। (হ্যাটের মাথা পর্য্যন্ত মাপিলে) পাদোনচতুর্হস্তপরিমিতো মানবদেহঃ, প্রাণান্ত পর্য্যন্তং পরমায়ুঃ। ব্যবহার্য্য কাচ পাত্রং।

সাতাশী সালস্য লক্ষণং।

বক্তৃতায়াং রতো নিত্যং গৌরাণাং তুষ্টিসাধনম্।
উপাধি ব্যাকুলা লোকা রাজানঃ টেক্স-কারিণঃ॥

তারক ব্রহ্ম নাম।

গৌর ধর্ম্মো গৌর কর্ম্মো গৌর্ম্মে পরমন্তপঃ।
গৌর ভিন্নং ন জানামি গৌরেব মুক্তিদায়কঃ॥

অথ সাতাশী সালের স্থিতাব্দ।

মহাবিপ্লব সংক্রান্তি পর্য্যন্তং। গঙ্গার স্থিতাব্দা

মড়ার সংখ্যা শেষ হওয়া পর্য্যন্তং। জগন্নাথ দেবের স্থিতাব্দা যত দিন হোটেল্ থাকে সেই পর্য্যন্তং। পঞ্চানন্দের স্থিতাব্দা গ্রাহকবংশ ধ্বংস পর্য্যন্তং।

অথ রাজাদি কথনং।

অস্মিন বর্ষে রাজা শুক্রঃ—"রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং" সুতরাং চক্ষুলজ্জা নাই। 'রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ' সুতরাং তিনি কবি*, প্রকৃতিরা প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। দেবলোকে‡ দলবিপ্লব অতএব রাজ-পরিবর্ত্তনাশঙ্কা; ফলতঃ যিনিই হউন, গ্রহ সম্প্রদায়ের মধ্যেই কেহ হইবেন—অত্র সন্দেহো নাস্তি।

মন্ত্রী জাম্বুবান—যে গ্রহই মন্ত্রীর আসন প্রকাশ্যতঃ অধিকার করিয়া থাকুন না কেন, প্রকৃত পক্ষে ঋক্ষ-পতিই§ সকল প্রকার মন্ত্রণার মূলে থাকিবেন, এবং যে কিছু কার্য্য হইবে, তাঁহাকে এবং তাঁহার উদ্দেশ্য এবং

---

* লাট লীটন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের শুক্রাচার্য্যের নামও কবি।

† প্রকৃতি—প্রজা, না স্ত্রীলোক?—শ্রীছাপাওয়ালার সন্দেহ।

‡ বোধ হয় বিলাতের মন্ত্রিদলের পরিবর্ত্তন বুঝাইতেছে।

—শ্রীভাষাকার।

§ মূলে বানানের ভুল,—আমাদের পাঁজিতে লেখে—"গেরো"।

৺মল্লিনাথ জ্যোতিষ।

¶ The Russian Bear. (Bugbear?) রুষিয়া ভালুক; ইংলিশিয়া সিংহ; এসব কথার ভাবার্থ কি?—শ্রীছাপাওয়ালা।

অভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়াই হইবে।—সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে।

মন্ত্রী শনি—যাহার প্রতি যখন দৃষ্টি তখনই তাহার লোপ; রাজভাণ্ডারে এবং প্রজার গৃহ অর্থের প্রতি ইহাঁর সর্ব্বদাই দৃষ্টি।

শস্যাধিপতি—জমিদার; প্রজায় উৎপন্ন করিয়াই খালাশ।

জলাধিপতি—মহানগরে, পলতার কল, বাহিরে নানাশয়*।

দ্বীপাধিপতি—লিবেরাল।

বায়ু-অধিপতি—সদ্বক্তা সম্প্রদায়।

বৈদ্য-অধিপতি—হাতুড়ে এবং যম।

দণ্ডধারী—পুলিশ।

রৌদ্র—চিন্‌ চিনে।

অস্মিন্ বর্ষে জল ৮০ আঢ়ক; তদ্বিভাগ—চৌরঙ্গীর রাস্তায় ৪০, রেলওয়ে ষ্টেশনে ৫, বামণ ঠাকুরের ডাইল ১৫, ব্রাণ্ডীর গেলাসে ২০।

---

* আশয় ত জলেরই হয়; যেমন জলাশয়। আরও আশয় আছে না কি?

† গণণার পষ্ট ভুল; গয়লানীর দুধের কৈ? দুধের কল্যাণে ছেলেদের কাশি প্রাপ্তি হচ্ছে, সেটা বুঝি খড়ি ধরবার বেলা মনে থাকে না?—জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের গিন্নী।

মেষাদি দ্বাদশ রাশির নাম।

১ মেষ—বাঙ্গালী যে পথে একটা যায় পালের পাল সেই দিকে ঝোঁকে। যে গুলা লড়ায়ে, তাহাদের কাণ মলিয়া ছাড়িয়া দিয়া লোকে তামাসা দেখে।

২ বৃষ—মুসলমান; গাড়ী-টান' অবধি হিন্দুর পূজা পর্য্যন্ত সমান অধিকার; যিনি ধর্ম্মের ষাঁড়, তিনি ঘোর নবাব।

৩ মিথুন—কেশব ও প্রতাপ।

৪ কর্কট—ভারতবর্ষের প্রজা; "কাঙালের কর্কট রাশি"।

৫ সিংহ—ইংলণ্ড, সদাই তর্জ্জন গর্জ্জন, মেষ বৃষ ধরিয়া ভক্ষণ।

৬ কন্যা—বাঙ্গালা ভাষা; "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" শাস্ত্রে এই রূপ, কিন্তু লোক ধর্ম্ম ভ্রষ্ট।

৭ তুলা—উপাধিগ্রস্ত লোক; এত লাঘব স্বীকার কেহই করিতে পারে না।

৮ বৃশ্চিক—এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান; পাইওনিয়ার, ইংলিশম্যান্, ডেলি নিউস্ প্রভৃতি ইহাঁদের শত পদ, দংশন করিলে জ্বালায় অস্থির।

৯ ধনু—মফঃস্বলের হাকিম; গুণ থাক্ আর নাই থাক্, কখনও সোজা দেখা গেল না।

মকর—এদেশে কখন দেখা যায় নাই, কেহ

কেহ বলেন এই রাশির প্রকৃত নাম রামছাগল,* তাহা হইলে অযোধ্যার তালুকদার হইলে হইতে পারে। যাহারা বানর নাচায় তাহাদেরই সঙ্গে রামছাগল থাকে।

১১ কুম্ভ—বাঙ্গালা কাব্য; শূন্য বা পূর্ণ, যে কিছু আদর রমণীকক্ষে।

১২ মীন—মামারা ভাগিনে, জলচর জাতি।

অথান্যান্য কথনমতিরিক্ত মূল্যায় প্রাপ্যমিতি।

মাথা নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া যে দোষীর দোষ দিব না, এমন কোনও কথা নাই। ক্ষমা করিতে বলো, করিতে রাজি আছি;—কিন্তু সে বক্তৃতায়; কাজে নয়। কাজে কি ক্ষমা করিলে কাজ চলে? অনেকে আমাদিগকে ভাষার শত্রু, জাতির শত্রু, দেশের শত্রু মনে করিতে পারেন, করিয়া থাকেন, এবং করিবেন, তাহা জানি;

---

* Capricornus, the He Goat.—P. D.

† শিষ্যের প্রশ্ন। মামা কে?—সা; তা জানি। কিন্তু কোন্ সা? গুরুর উত্তর। এক সা হইলেই হইল।

কিন্তু ভাষা কি ? জাতি কি ? ধর্ম্ম কি ? নীতি কি ? দেশ কি ? কিছুই নহে! শুদ্ধ মায়া, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প-ভ্রম মাত্র। বরং এ সবে রোজগারের বিঘ্ন হয়, সুবিধা কখনই হয় না। টাকাটা আগে ট্যাঁকে গুঁজে এসব ইয়ারকিতে মন দিলে, তত ক্ষতি নাই। কিন্তু যেখানে টাকা রহিল লোকের বাড়ী, সেখানে তুমি যদি সৃষ্টিছাড়া উপসর্গের পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াও তাহা হইলে, লক্ষ্মী যে তোমার দ্বারস্থ হইয়াও কাঁদিয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা কি তোমার মনে করা উচিত নয় ?

আসল কথা, পঞ্চানন্দ নররূপে অবতীর্ণ হইলেও সাধারণ বা সাধারণীর দলভুক্ত নহেন। তিনি "স্ব স্ব প্রধান" অসাধারণ মনুষ্য। বাঙ্গালী যে গুণে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, সুতরাং সমাদৃত, সেই গুণের শুদ্ধ নবনীত টুকু লইয়া পঞ্চানন্দের অন্তরাত্মা বিনির্ম্মিত ; এক কথায় বলিতে গেলে পঞ্চানন্দ বাঙ্গালীর বাঙ্গালী—অর্থাৎ প্রতিভাশালী ব্যক্তি, যাহাকে সহজ ভাষায় জীনিয়স্ বলা যায়। বিশ্বাস না হয়, তাঁহার স্বহস্তে লিখিত দিনলিপি হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী স্থলের উপর দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের কথার সারবত্তা উপলব্ধি হইবেক। দিনলিপি অবশ্যই ইংরেজী ভাষায় লেখা হয় ; কিন্তু ইংরেজ অথবা ইংরেজী ভাষায় রীতিমত শিক্ষিত অন্য জাতীয় লোকে যাকি সে ইংরেজী কোনও মতেই বুঝিতে

পারিবে না ;—এদিকে যাহারা ইংরেজী শেখে নাই, তাহারাও ঐ ইংরেজীর মোয়াড়া লইতে সাহসী হইবে না, সেই জন্য আমি কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় "পরোপকৃতয়ে" তর্জ্জমা করিয়া দিলাম।

২৩শে আষাঢ় শনিবার, ৮—৩০ পূর্ব্বাহ্ন। নসীরামের আসিবার কথা সকাল সকাল; এখনও আসিল না। আসিবেই বা কি করিয়া! বাপ! কালিকার ব্যাপার ত যেমন তেমন নয়! এইত আমি ঘুম থেকে উঠিলাম কিন্তু সে কি ঘুম? মাথা ফাটিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ এমন কামড়াইতেছে যে, সে কথা আর কি বলিব? নোসেরও নিশ্চয় খোঁয়ারি ধরিয়াছে,—অমন যে গঙ্গা, তিনিও কালি মড়া আলিয়াছেন। * * * এইবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই শেষ প্রতিজ্ঞা, গুরু যদি আসিয়া পায়ের উপর মাথা কোটেন, আর মদ খাইব না। ভাবিতে গেলেই অবাক হইতে হয়, কে জানে তবু কেন যে লোকে ঘরের পয়সা দিয়া দুর্ণাম আর যন্ত্রণা কেনে, দোহাই মা মনসার! আমি যদি ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছু ঠাওরাইতে পারি। যাই হউক, মদটা আর খাওয়া হইবে না। আর যে খাইবে, সে খাউক, উচ্ছন্ন যাউক, আমি আর মদ খাইব না।

ঐ দিন, ১টা অপরাহ্ন। ভাগ্যে কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার দিন আজিকে ঠিক করি নাই। এতক্ষণে আহার হইল—আহার কি রোচে? রাত্রের দরুণ এখনও চোঁয়া ঢেঁকুর মারিতেছে. তায়

আবার রশুনের যে গন্ধ। চাচা বেটা এত রশুন দেয় কেন? কিন্তু তাহাও বলি, ঐ রশুনের জোরেই আমিও খাড়া আছি নহিলে এতদিন গেঁটে বাতে পঙ্গু হইতে হইত। সমস্তই মদের ফল। হা বঙ্গসন্তান! তুমি কি চক্ষুরুন্মীলন করিবে না। কখনই কি তোমার চৈতন্য হইবে না? তোমার না হয়, না হউক, আমি কিন্তু এই তিন সত্য করিয়া ছাড়িলাম। স্বয়ং লাট সাহেব হাত বাড়াইয়া দিলেও, মদের গেলাসটী পর্য্যন্ত আর ছুঁইব না।

ঐ দিন ৫।৩০ অপরাহ্ণ। সে কিরে! ইহারই মধ্যে সাড়ে পাঁচটা? বাঙ্গদর্শনের জন্য আজি একটা প্রবন্ধ লিখিব বলিয়া কথা দিয়াছিলাম, কিন্তু আজি ত আর কোনও মতেই ঘটে না। বিশেষ, আমি একটা প্রবন্ধ লিখিলেই কি, আর না লিখিলেই কি? এ পোড়া দেশের উন্নতি কখনই হইবে না, অভাগা জাতির দুর্গতি কিছুতেই ঘুচিবে না। * * * সন্ধ্যার পর রঙ্গিলালের বাগানে যাইবার কথা। গেলেই কিন্তু গোল। নোসে যদি আসে, সেত ছাড়িবে না! তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ করিলে হইতে পারে, বাক্যালাপ, মুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করিলে চলিতে পারে। কিন্তু সেটা কি ভাল? পৃথিবীতে কেহ কাহারও নহে; আর কয় দিনের জন্যই বা আসা? কেন তবে লোকের মনে কষ্ট দিয়া আপনি কষ্ট পাইব? যাহা সুখ, বন্ধুত্বেই আছে। নিতান্ত যদি নসিরাম না ছাড়ে, বাগানে

যাইব। মদ না খাইলেই হইল, বাগানে যাইবার দোষ কি? বরং প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া প্রলোভন কাটা-নই পুরুষত্ব। সুদৃষ্টান্তে আর দশজনেরও ভাল হইতে পারে। বাগানে যাইব বৈ কি, মদটা খাইব না, এই মাত্র।

ঐ দিন, ৭টা ৪৫ অপরাহ্ণ। নসিরাম যে এখনও আসে না। তা ভালই হইয়াছে, আজিকে আর যাই-বার কথাই উঠিবে না। একদিন কাটিয়া গেলেই এক যুগ কাটিয়া যাইবে। বাস্তবিক সংসর্গ দোষেই মানুষ নষ্ট হয়; নহিলে আপনা আপনি কেহ কখনও মন্দ হইত না। * * * ঐ যে নসিরাম আসিতেছে। দূর কর ছাই! এইখানে বন্ধ করা যাউক, নহিলে নসিরাম যদি এসব কথা পাড়ে, তাহা হইলে রাগ করিবে। বন্ধু-বান্ধবই যদি চটিল, তবে আর সংসারে থাকাই কেন?

২৪শে আষাঢ় রবিবার, ৪।৩০ অপরাহ্ণ। নেশা হয় বলিয়া যদি মদ ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে পেটের ব্যারামের ভয়ে পোলাও কালিয়াও ছাড়া উচিত। কেনই বা মদ ছাড়িব? আমি স্বীকার করিতেছি যে, গত রাত্রিতে বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করি নাই, মদ খাইয়াছিলাম, কিন্তু মদ না খাইলেও বলিতাম যে, মদ ছাড়িবার কথা অতি কাপুরুষের কথা। অধিকন্তু, মদটা ছাড়িয়া দেওয়া কি এক প্রকার রাজদ্রোহিতা নয়? আবকারিতে এক পয়সা দিব না, সরকার বাহা-

দুরের খয়েরখাঁ হইব কেমন করিয়া? কালি যে মদ খাইয়াছি, তাহাতে দেশেরও একটা লাভ হইয়াছে, সে কথাটা সোণার অক্ষরে লিখিয়া রাখিব; হউক মাতালের মজলিশ, কিন্তু কালি রাত্রে ইংরেজী ছাড়া এক বর্ণ বাঙ্গালা কথা কেহ কহে নাই।—কবে সে দিন আসিবে যে দিন চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত পুত্র পিতাকে ডাকিবে—"প্রিয় বাবা," মাতাকে ডাকিবে—"প্রিয় মা।" আর কেবল যে, ইংরেজীতে কথা বার্ত্তাই হইয়াছিল, তাহা নয়;—ভারতবর্ষের সমুদায় স্ত্রীলোককে মাস পাঁচ ছয়ের জন্য বিলাত পাঠাইয়া দিয়া, নাচ শিখাইয়া, ডাইবোর্সের আইন বুঝাইয়া, বিবাহের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে স্ত্রীজাতির লাভ দেখাইয়া, উন্নত করিয়া আনিবার কথা কি সেই মজলিশেই স্থির হয় নাই? সত্য কথা বলিতে কি, মেয়েমানুষ মাত্রেই যে পর্য্যন্ত বাইজী কি খেমটাওয়ালী না হই-তেছে, সে পর্য্যন্ত কাজে কাজেই বাইজী ও খেমটা-ওয়ালী লইয়া বাগান বজায় এবং মজলিশ রক্ষা করিতেই হইবে।

বঙ্গদর্শন।

খণ্ড কাব্য।

মহাকবি শ্রীগোরাদাস বিরচিত

একটা মহাখেদ।

এছার জীবন আর, কি সুখ রাখিয়া ?
বৃথায় এ দেহ ভার ; বঙ্গ-যুনী যদি
না হইল সুশিক্ষিতা ! সুবিশাল দেশে—
সাতকোটী নর-নারী নিবসে যেখানে,
চলে, বলে, খায়, শোয়,—অধিক কি মরে,
—পুরুষ দেখিনা এক অপণ্ডিত যেই।
তবে কি রমণী শুধু মূরুখ রহিবে
চির'দন ? হবে না কি পালে পালে তারা,
হাকিম মোদের মত ? শত শত গুণ
ন'রী সংখ্যা অপেক্ষায় সংখ্যা পুরুষের
কারাগারে নিত্য দেখি ? থাকিবে কি তাই ;
বিষমতা বিনাশের উপায় চিন্তিতে
নাহি সাম্যবাদী কেহ ? পুরুষে পুরুষ,
অকাতরে ঠেলে জেলে গৌরাঙ্গ ইঙ্গিতে
বুঝ না কি বুদ্ধিমন্ত, শ্রীমতী, শ্রীমতী,-

শ্রীমুখের আজ্ঞা বিনা যাবে না শ্রীঘরে,
শ্রীমানের দল যথা ? পেয়াদার যম,
মুনসেফ, সদরালা হবে না রমণী ?
আর্দ্দালীরে সিন্নি মেনে, কৃপা লভি তার,
শ্রীজজ শ্রীমেজেষ্টর দরশন করি,
পাপমুক্ত, শাপমুক্ত কভু নাহি হবে
এ ভারতে ? লম্বোদর, নজীর গোবরে
বোঝিয়া, সুহুম্বারবে, সুগম্ভীর ভাবে,
দানিয়া শ্যামের ধন অকাতরে রামে,
রবে না রে নিরখিয়া আপীলের পথ,
লম্বা কর্ণ* খাড়া করি ? হায় রে যেমতি,
কোলের বাছুর ছুটে পলাইলে দূরে,
কেন্দ্র করি গোঁজে, দড়ি ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া,
তরাসে বিরসে বৃত্ত আঁকে গোঠে,মাঠে,
[যথা যবে বাঁধা] গরু—আঁকে যথা ছেলে,
আন্দাজি অনেক বৃত্ত পরীক্ষা-মন্দিরে
"অতিরিক্ত" থাকে যদি প্রশ্ন-পত্র মাঝে।
[মালোপমা অলঙ্কার, শিখে রাখো শিশু !]
কি কথা বলিতে ছিনু ? ভুলে গেছি, যা !
উপমার উপসর্গে,—ভুলে যায় যথা
করিতে অর্থের যোগ, শব্দ ছটা মাঝে,

---

* বলি, গরু কি লম্বকর্ণ ? উপমায় যে দোষ পড়িল !

শ্রীমল্লিনাথ গুপ্ত।

বঙ্গের সু-কবি যত—(অধীনের মত,
ধরিয়া লেখনী-খন্তা, সাহিত্য উদ্যানে,
ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট করিবার কালে]।
উপমা বিষম বস্তু চালাইতে পারে,
অতি অল্প লোক হেন জন্ম লভিয়াছে,
ভূভারতে। সাক্ষী দেখ, কিবা ফলাফল
ঘটিয়াছে উপমার প্রয়োগ বিষয়ে ;—
কালিদাস যে উপমাগুণে স্বর্গবাসী,
সেই সে উপমা দোষে কারাগারে গেল
বঙ্গের সুরেন্দ্রনাথ। কি কব অধিক ?

ভারতভক্তের গান।

আমি অনুরক্ত ভারতভক্ত,
ভারতমাতার সুসন্তান।
(আমার) দাও তুলে নিশান।

(১)

বীরত্ব আমার যত,
মুখে ফুটে বোল্‌বো কত,
ভারত-উদ্ধারের ব্রত,
নিয়ে, থাকি দিনমান।

শুধু রাত্রিকালে, ইয়ার পেলে,
গড়ের মাঠে সকের প্রাণ।

(২)

পোড়া ভারতের তরে,
যখন আমায় শোকে ধরে,
ডেকে ডুকে সভা কোরে,
ইংরেজিতে ছাড়ি তান।
ও ছার মাতৃভাষা, কর্ম্মনাশা,
সভাস্থলে অপমান।

(৩)

যুটিয়ে হাটের নেড়া,
ছেলেদের বানিয়ে ভেড়া,
ভারতে ভারত ছাড়া,
কোর্ত্তে আমি যত্নবান।
আমার পেট্রিয়টি, নেহাত খাঁটি,
গোটা ভারত লবেজান।

(৪)

এখন আমার কাঁধে ঝুলি,
মুখে ভারত ভারত বুলি,
দিয়েছি জলাঞ্জলি,
ভারত মাতার কুলমান।
এমন খোদ-বিরাগী স্বার্থত্যাগী,
কে আছে আমার সমান।

(৫)

"জেনানা" কারাগারে,
রমণী কি থাক্‌তে পারে,
কুলে থেকে বাহির কোরে,
স্বাধীনতা করি দান।
আমি আপনি গোলাম,
গেলাম গেলাম,
ভাবি নে তায় অপমান।

(৬)

লেখা পড়া ষোলো কলা,
বোধোদয় বানান ফলা,
নবেলের প্রেমের পালা,
কুলবালার ব্রহ্ম-জ্ঞান।
হের, নাচে গানে, তানে মানে,
ঘরে পাই এলাহীজান।

(৭)

আমার খুব ভাল রুচি,
বিধবা পেলে কচি,
বাদ দিয়ে খেঁদী পেঁচী,
মারি চোরা গোপ্তা টান।
তখন মায়ের কান্না,
বাপের ধন্না,
সকল করি তুচ্ছজ্ঞান।

(৮)

ধোরেচি ধর্ম্ম ধ্বজা,
মানি নে পরব পূজা,
সার কোরে চক্ষু বোজা,
একটী লাফে ব্রহ্মজ্ঞান।
সাদা অনুতাপে, সকল পাপে,
হেলায় করি পিণ্ডদান।

(৯)

ঘরে বাহিরে জুতো,
রেলের গাড়ীতে গুঁতো,
খেয়ে দেয়ে, পেয়ে ছুতো,
মন কোরেছে অভিমান।
এখন সেই রাগে, দেশ অনুরাগে,
ধূতি ছেড়ে পেণ্টুলান।

ব্রাহ্মকোর্স।

(যাহাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে ভববন্ধন মোচন হইবে।)

অর্থাৎ

COMPULSORY SUBJECTS.—

যে সকল বিষয় লইতেই এবং মানিতেই হইবে।

১। জাতিভেদ ... উচ্চতর জাতি নষ্ট করা পর্য্যন্ত।

২। স্ত্রী-স্বাধীনতা...পঞ্চদশ অবধি চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত।

৩। স্ত্রীশিক্ষা ... সঙ্গীত প্রকরণ, নৃত্য প্রকরণ; প্রণয় প্রকরণ; বিরহ প্রকরণ; কুলত্যাগ, গৃহত্যাগ, পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃত্যাগ প্রকরণ; নাটক উপন্যাস, পদ্য রচনা, পত্র রচনা, এবং গুরুজন লাঞ্ছনা।

৪। বিবাহ ... বিধবা বিবাহ, সধবা বিবাহ, কুমারী বিবাহ, অচির বিবাহ, বিবিধ বিবাহ।

৫। উপাসনা ... মন্দির মিলন এবং নিরাকার নিরাকরণ। নয়ন মুদ্রণ, ভেউ ভেউ করণ পর্য্যন্ত, এবং পৈতা-ছেঁড়া।

৫। ভারত উদ্ধার ...সম্পূর্ণ।

OPTIONAL SUBJECTS.

অর্থাৎ।

যাহা লইলেও চলিবে, না লইলেও চলিবে।

১। মদ ও মুর্গী।

২। বঙ্গবাসী-বিরোধ।

৩। দেশভক্তি (ঠোট হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত)

৪। দাড়ি ও চসমা।

৫। ধনোপার্জ্জন (পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ প্রকরণ)

৬। রাজভক্তি (বক্তৃতা ও ইংরেজ তাড়ান পর্য্যন্ত)

THE ENGLISH MAN
লবণ
আবকারী
জয়ঢাক

দুর্গোৎসব।
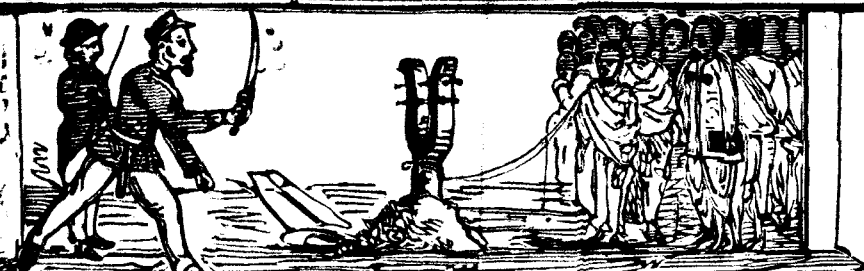
পহেলা পর্ব্ব—নিমন্ত্রণ পত্র।

বর্ষা গেল, ফর্শা হোয়ে, নদীতে নাই বান।
রোদের চোটে, মাটী ফাটে, মাঠে নাইকো ধান॥
সকাল বিকাল্, শুকো অকাল, চাষা ভেবে মলো।
হেসে হেসে, শরৎ এসে, দেশে উদয় হোলো॥
বাবু ভেয়ে, ছুটি পেয়ে, দুগ্‌গো মায়ের গুণে।
নতুন শাড়ী, নিয়ে বাড়ী, যাচ্ছে রেতে দিনে॥
দুগ্‌গো পরব, দেশের গরব, বজায় থাকা ভালো।
লায়েক মুল্ক, ভোলে দুল্ক, পেয়ে সুখের আলো॥
কিন্তু হেথা, খেদের কথা, পুতুল খেলা নিয়ে।
ঘরে ঘরে, বিবাদ কোরে, ফাটায় দেশের হিয়ে॥
পরব করো, মজা মারো, দেশের পানে চাও।
বেদ কোরাণে, বিবাদ কেনে, এককাট্টা হও॥
ছিষ্টি ছাড়া, ঠাকুর গড়া, তিন-চোকো দশ হেতে।
সবাই যখন, সভ্য এখন, কল্কে পায় কি এতে॥
ছেড়ে ছুড়ে, মুলুক যুড়ে, এমন তরো করো।
সবাই যাতে, হাতে হাতে, সম্পদ পেতে পারো॥
আসল শক্তি, যারে ভক্তি, সকল লোকে করে।
তার চেহারা, দেখ খাড়া, ঐ আছে উপরে॥

সকল ধর্ম্ম, হিঁদু, বেহ্ম, নেড়ে, কেরেস্তান।
ওই মূর্ত্তি, পূজেফূর্ত্তি, সবাই এখন পান॥
মোরা ক জন, ওনার ভজন, কোরে পেয়েছি পদ।
বিমুখ যারা, ঠকে তারা, তাদেরি বিপদ॥
শক্তিসেবা, কোত্তে যেবা, আছ অভিলাষী।
চিন কি অচিন, পূজোর ক দিন, মোদের বাড়ী আসি॥
হাজির হবা, সবান্ধবা, আরোজ রাশি রাশি॥

ইতি তারিখ ২০শে শ্বেতাম্বর, হিজরী সন ১৩০২ সাল।

শ্রীআরে-দুর-রহ-মান।
শ্রীকায়েম-বানরজী।
শ্রীমহিষ-নয়-রত্ন।
সর্ব্ব মোকাম পূজোর দালান।

দোসরা পর্ব্ব—সংবাদপত্র প্রভৃতির মতামত।

"এক অদ্ভুত প্রতিমার অদ্ভুত নমুনা সহিত, অদ্ভুত এক নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া, আমরা হতভম্ব হইয়াছি। মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারি নাই, মতামত প্রকাশ করিব কি? এই নববিধান এবং নবজীবনের দিনে সহসাই সন্দেহ হয় যে, কোনও ভ্রাতা বুঝি ভ্রাতৃত্ব ছাড়াইয়া জেষ্ঠতাতত্বের চেষ্টায় এই এক নব কাণ্ডের উদ্ভাবন করিয়াছেন। আমাদেরও প্রথমে সেই সন্দেহই হইয়াছিল, কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের নাম দেখিয়া সে সন্দেহ করা উচিত কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ হইয়াছে। অতএব আমাদের বক্তব্য কিছু না থাকিলেও, কেবল স্থান

পূরণের অনুরোধে এই কয়েকটি সারগর্ভ কথা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।" (ভাঙ্গা বাঁশী)

"এত দিনে আমাদের চিরপোষিত আশালতা ফুল ফলে সুশোভিত হইল। এত দিনে পরম ব্যঙ্গের কৃপায় ভারত-উদ্ধারের সোপানমার্গে প্রথম প্রস্তর পড়িল। এই নব উৎসবের প্রতিষ্ঠাতাদিগকে কি বলিয়া ধন্য-বাদ দিব, তাহা আমাদের এই মলিনমুখী লেখনী বর্ণন করিতে অসমর্থ। এরূপ উৎসব যে সর্ব্বতো-ভাবে বাঞ্ছনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। এরূপ সার্ব্ব-জনীনতা এবং উদারতা নহিলে কখনই আমাদের নষ্ট-গৌরবের নবসংস্করণের সম্ভাবনা নাই। ফলত সত্যের অনুরোধে আমরা ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, প্রস্তাবিত উৎসবের নামকরণে যে পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে তাহা না থাকিলেই এবং প্রতিমাখানা নিরাকার হইলেই আরও ভাল হইত। যাহা হউক, আমরা উন্নতিশীল, ভবিষ্যৎ উন্নতির কণা মাত্র সূচনা দেখিলেই আমাদের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠে। নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপে ভ্রাতা শ্রীবনাত সস্ত্রীক পূজা-দালানে—(হায়! কেন পূজা—"মন্দির" বলা হইল না?)—তিন দিন যাহাতে উপস্থিত থাকিয়া, বেদ অনুসারে বাইবেলের ব্যাখ্যা করিয়া, কোরাণের নিত্যত্ব সংস্থাপন জন্য বক্তৃতা করিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

(সাঁচি-প্যানী)

"নিমন্ত্রণ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে আমরা প্রকাণ্ড আমোদ পাই। এই ঊনবিংশ যুক্তিময় শতাব্দীতে আমরা জাতীয় সম্মিলনের উকীল হইলেও পূজা পর্ব্বের প্রয়োজন দেখিতে পাই না, ইহা আমাদের লজ্জায় একরার করিতেছি। প্রাচীন গ্রীসে, বা অল্পপ্রাপ্ত আর্য্যসভ্যতাতে এ সকলের ব্যবহার ছিল সত্য এবং তখনকার অবস্থায় এতদ্দ্বারা কার্য্যও হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সাম্যবাদ, প্রজাতন্ত্রতা, বাষ্পীয় কল এবং বৈদ্যুতিক তারের দিনে, প্রস্তাবিত অনুষ্ঠান বরং স্থানবহির্ভূত। ফলতঃ আমরা এই উপলক্ষে যে সকল ভাল সামগ্রীর আশা করিতেছি, তাহার অনুরোধেও আমরা উপস্থিত হইতে সুখী হইব। আমরা যুক্তির এবং বিজ্ঞানের দাস,—এবং সকল যুক্তির সকল বিজ্ঞানের মূলসূত্র উদরেই প্রোথিত রহিয়াছে, সময় ইহা দেখাইবে।"

[হিন্দু-নাশন হইতে অনুবাদিত]

তেসরা পর্ব্ব।—মারখণ্ডী পুরাণান্তর্গত চণ্ডী।

উত্তরে কোথায় বটে, কৈলাস নামেতে
ছিল কিম্বা আছে এক পাথুরে পাহাড়।
পাথর নহিলে কভু হয় না পাহাড়,
তাহা জানি। তবু সত্য কথা বলা ভাল।
চক্ষে দেখি নাই কিম্বা স্বচক্ষে দেখেছে

এমন লোকের মুখে শুনি নাই, তাই
বিশেষ বর্ণনা তার করিতে অক্ষম
চিরদাস। নতুবা কি তমাল, পিয়াল,
শাল, তাল আদি গাছ গাছড়া যা আছে
অথবা মহিষ, বাঘ, আর জানোয়ার
কৈলাসে সম্ভবে যত, তাদের বর্ণনা
করিতে ছাড়িত কভু আমার কলম ?
স্থূল কথা, নাম মাত্র শোনা আছে, তাই
লিখিলাম। কৈলাসের কিছুই জানি না।
শিব নামে একজন কৈলাসে থাকিত,
এখন সে আছে কি না বলিব কেমনে ?
লোকে বলে সেই শিব ত্রিলোকীর রাজা।
বিশ্বাস করিতে পার, ইচ্ছা যদি হয়,
না হয় গোল্লায় যাও ; ক্ষতিবৃদ্ধি তাতে
আমার কিছুই নাই। প্রমাণ প্রয়োগ,
যুক্তি কিম্বা তর্ক কিছু পাবে না নিশ্চয়।
বিষম গেঁজেল শিব,—এ ও শোনা কথা ;
তা ছাড়া ধুতুরা, ভাঙ, চলে অবিরাম।
এ লোক যে লক্ষ্মীছাড়া হবে, ইহা অনা-
য়াসে বুঝাবার কথা, বুঝিবার কিছু
দরকার দেখি না ত। বিশেষ যখন
ইংরেজী এক তোলা শিবে নাই শির।
সেখানে যেমন কর্ত্তা, গৃহিণী তেমনি।
[illegible] পাহাড়ে মেয়ে, ভগবতী নাম,

শিবালয়ে ঘরকন্না তাঁরি অধিকার।
কর্ত্তা যেথা উড়ন্ধরে বয়াটে বোম্বেটে,
গিন্নী যে প্রখরা সেথা, বলাই বাহুল্য !
কাজে কাজে ভগবতী বড্ড আঁটা আঁটি
করিয়া থাকেন ঘরে। গাঁজার পয়সা
বার করে তাঁর কাছে, হেন সাধ্য কার ?
শিবের ইয়ার যারা, কাজেই নারাজ,
সদা ভগবতী প্রতি ! কিসে মাগী জব্দ
হবে, তাই অহরহ চিন্তা করে তারা।
দুরন্ত সে ভগবতী আগেই বলেছি।
দশ হাতে নাড়া দেয় তিন চোকে চায়।
স্বামী কি আঁটিবে তারে, সেই ত স্বামীকে
উঠায়, বসায়, যদি উঠ বস বলে।
যেখানে সেখানে শিব থাকেন পড়িয়া,
(সহজে ত বাড়ী যেতে সরে না ক মন)
পাহাড়ে ডড়কো মেয়ে সেই অবসরে
পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে বাঘের উপরে
চড়িয়া। ঘোঁড়ার পিঠে বিবীরা যেমন
ঘাটে যান, মাঠে যান, যথা অভিরুচি।
মহিষ মারিতে আর দুর্গার মতন
কৈলাসে ছিল না কেহ। দেখিয়া শুনিয়া,
মহিষমর্দ্দিনী নাম রাখিল তাঁহার।
বাঘে চড়া দেখে তার ভাবিল সকলে,
মাগী জানে ভোজ বিদ্যা ;—তাতেই এমন।

দুর্গার দুইটী পুত্র, আর দুই সখী,
ঘুরে ফিরে দিনপাত করেন সকলে,
কিন্তু তবু সঙ্গ ছাড়া কখনই নয়।
হাতীমুখো হাঁদাপেটা বড় বেটা যেটা,
গণেশ তাহার নাম। ছোটটী কার্ত্তিক।
এক সখী ধপধপে বিবীর মতন,
গুণ গানে মজবুত, সরস্বতী নাম।
অন্য সখী বঙ্গদেশে নামে পরিচিত,
বাস্তবিক লক্ষ্মী মুখ দেখেনি এ দেশ।
এই গেল দল বল ; দুর্গা এই নিয়ে
কের্দ্দানি করিয়া ফেরে কৈলাস পাহাড়ে।
জাঙালে সবুজ বর্ণ বেয়াড়া বজ্জাত
এক বেটা শিব-রাজ্য তোলপাড় করে,
বেহ্মজ্ঞানী বেয়াদব শিবকে মানে না।
বিষম বিব্রত সবে। শিব ত গেঁজেল,
যা কিছু রাজত্ব করা কুচনী পাড়ায়।
বিষম অসুর সেটা, তাহে জানে মায়া,
তারে ধরিবার চেষ্টা করে যদি লোকে,
লুকায় কুহক-বলে মহিষের পেটে।
শিবের ভরসা ছেড়ে প্রজাগণ এবে,
ভগবতী কাছে গিয়া আশ্রয় মাগিল।
মহিষমর্দ্দিনী মাগী মায়াতেও পটু
উদ্ধার করিবে জানে, যদি করে মন।
কাজেও ফলিল তাই। দলবল সহ

ভগবতী গিয়া সেই অস্বরে মারিল।
সেকেলে অসভ্য লোক বাহাতুরি দেখে,
তুর্গাকে ভাবিল দেবী। পূজার প্রকাশ
সে অবধি রাজ্য যুড়ে হইল তুর্গার।
অস্বরঘাতিনী মূর্ত্তি সবল বাহনে
সকলেই দেখিয়াছে। বর্ণন বিফল।
বলা ত হয়েছে আগে, শিব সহচর
বড়ই চটিয়াছিল তুর্গার উপরে।
এই বার হাতে পেয়ে, কতই লাগানে
কথা যে শিবের কাণে তুলিল তাহারা,
দেবতা জানেন, আমি কত বা বলিব।
বুঝাইল এ পূজাতে শিব অপমান
প্রজারা করিছে, পেয়ে তুর্গার মন্ত্রণা।
গাঁজাখোর মহাদেব, বুদ্ধিও তেমনি,
(তুর্গার উপরে চটা তাহে মনে মনে
ভয়ে শুধু, মুখে কথা ফুটিত না আগে)
গাঁজায় মারিয়া দম বেদম হইয়া,
তুর্গাকে তুর্ব্বাক্য বোলে তাড়াইয়া দিল।
শিব বলে—"শুন তুর্গা, অতি মূর্খ—তুমি,
সভ্যতা ভব্যতা কভু শিখ নাই কিছু;
এমন অবস্থা যদি, তোমাকে লইয়া,
ঘর করা চলে না ত। অতএব যাও,
এ সাত সমুদ্র, আর তের নদী পারে,
বিলাতে শিখিয়া এস পতি-মন রাখা।

ফিরে এলে, যদি দেখি মানুষের মত
হইয়াছ তুমি, তবে আবার লইব।
নতুবা হইল এই দেখা, শেষ দেখা।”
আশে পাশে পঞ্চভূত ভারি খুশি হোয়ে,
খিলি খিলি হাসি হাসি নাচিতে লাগিল।
রাগে দুখে অভিমানে ভগবতী সতী
বিলাতে গেলেন চলি, দল বল সহ।
আপনি বাঘের পিঠে, গণেশ ইঁদুরে,
কার্ত্তিক ময়ূরে চড়ি, লক্ষ্মী সরস্বতী
এক এক পদ্মে বসি, দিলেন চম্পট।
শক্তি হীন, লক্ষ্মী ছাড়া গণ্ড মূর্খ সবে,
গণপতি-গুরুহীন, সৌর্য্য-বীর্য্য-হত,
শ্রীভ্রষ্ট হইল রাজ্য, ভাঙ্গিল কপাল।
হেতায় বিলাত গিয়া মানুষ হইতে
ভগবতী ভার্ত্ত হোতে গেলেন ইস্কুলে।
আকার প্রকার তাঁর দেখিয়া অবাক;
ইস্কুলে লইবে কোথা তাড়াইতে চায়।
শেষে বহু অনুরোধে এই হোলো স্থির,
ডাক্তারের হাতে দুর্গা মানুষের মত,
হইতে পারেন যদি, ভর্ত্তি করা যাবে।
দু আঙুলে লোক আছে, এই কথা ভেবে
ডাক্তার বুঝিল, হাত বেশি হোতে পারে।
দুর্গাকে করিয়া রাজি আট হাত কেটে,
দুখানি রাখিল শেষ, স্বাভাবিক যাহা।

উলকী সমেত চাম্‌ড়া কাটিয়া নাকের,
কপালের চোখ ঢেকে সেলাইয়া দিল।
দুর্গার বাহন বাঘ, চিড়িয়া খানায়,
কয়েদ রহিল। কিন্তু কিছু দিন পরে,
বিলাতি দারুণ শীতে লীলা সম্বরিল।
ভগবতী শিক্ষা লাভে হইলেন রত।
শিখিয়া পড়িয়া ক্রমে মানুষের মত
হোলো শেষে ভগবতী। বিবিদের দেখে,
বাঘের বদলে এক কুকুর পুষিল।
গাউন পরিয়া, শাড়ী বিসর্জ্জন দিল।
এইরূপে বহুকাল হইলে বিগত,
দেবীর হইল ইচ্ছা দেখিতে স্বদেশ।
অনুরোধ করিলেন কাত্তিক গণেশে,
লক্ষ্মী সরস্বতীকেও, কিন্তু কেহ রাজি
হইল না নিগারের মুলুকে আসিতে।
গণেশ "পারিলে-মন্দে" মেম্বর এখন,
ওজর করিল তাই। কার্ত্তিক বলিল,
"রুষ যদি আসে তবে যেতেই ত হবে,
মিছা কেন আজি হোতে কর্ম্মভোগে যাব,
যে ক দিন পারি, করি আমোদ আহ্লাদ।"
লক্ষ্মী বলে "সে শ্মশানে আমি আর যাই।"
সরস্বতী বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য দলে,
থাবার বড়ই কষ্ট; আমি ত যাব না।"
একা ভগবতী তাই আসিলেন দেশে,

কুকুরে করিয়া সঙ্গী। শিব সহচর,
দেখিয়া ভাবিল গোল, এ বেটী থাকিলে,
আবার সাবেক ধারা, চালাবে নিশ্চয়।
পরামর্শ এই শেষে হইল সুস্থির,
ভুলাইয়া কাজ সারা উচিত এখন।
এই ভেবে খোশামোদ যুড়িল দুর্গার,
বলিল,—"তোমাকে কিছু হবে না দেখিতে,
বহুকষ্টে বহুদিন বহু শিক্ষা তুমি
করিয়া এসেছে দেশে। কিছু কাল এবে
বসিয়া বিশ্রাম করো। বরঞ্চ ফিরিয়া,
বিলাতে যাইয়া তুমি সুখভোগ কর।
নহে ত জানই, সেই গাঁজাখোর শিব,
জ্বালাতন করিবেক নিশ্চয় তোমারে।
রাজ্য-রক্ষা-ভার দেখ আমাদের হাতে।
শিবের চালাকি আর খাটে না কিছুই।
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি চক্ষু বুঝে থেকো,
রাজ্যের খারাপি, কিম্বা প্রজার অসুখ,
হয় যদি আমাদের বলিও তখন।"

দুর্গাও বুঝিলা ভাল। বিশেষত প্রথা,
দেখিলেন বিবীদের। স্বামীকে রাখিয়া
আপনি মুলুকে থাকা ধর্ম্ম অনুগত।
মহামায়া মহাশক্তি-মহিষমর্দ্দিনী
ভুলিয়া মায়ের মায়া, মজার খাতিরে,
সুদূর সাগর পারে গেলা রে চলিয়া।

উপদেশ মাত্র তাঁর রহিল হেতায়,
"অভেদে অপক্ষপাতে ধর্ম্ম যেন থাকে।"
নিত্য যায় সমাচার দেবীর সমীপে,
প্রজারা পরম প্রীত, পূজে পূর্ব্ব মত।
কি প্রতিমা পূজা হয় কিবা আয়োজনে,
চক্ষু বুজে দেবী তাহা দেখিতে না পান।
যদি কভু চক্ষু চেয়ে চাহেন চিন্ময়ী,
চূড়ান্তই দেখিবেন পাঁচুর পুরাণে।
অতি পুরাতন এই চণ্ডী উপাখ্যান।
সরল ভাষাই তার অকাট্য প্রমাণ।

চোঠা পর্ব্ব।—নবদুর্গার ধেয়ান।

দুটী চক্ষু বুজে দেবী আছেন দাঁড়ায়ে।
সভ্য হয়েছেন গায়ে গাউন চড়ায়ে॥
ডানি হাতে ধর্ম্ম ধ্বজা উড়ে পত পত।
বাঁ হাতে ইঙ্গিত করা ধর্ম্ম রক্ষা কত॥
ফুকারিয়া কাঁদে প্রজা মুদ্রাযন্ত্র মুখে।
বাঁ পায়ে চাপিয়া দেবী হাসিছেন সুখে।
কুকুর হয়েছে এবে বাঘের বদলে।
জষ্টিস্ মহিষ পড়ি কাঁদে পদতলে॥
খুঁজিয়া অসুর আর পান নাই দেশে।
পিলে রোগা সেই স্থানে পড়িয়াছে এসে।

লক্ষ্মীর বদলে এক রাক্ষস বিকট।
গরাস করয়ে দেশ চাহে কটমট॥
কোথা সেই সরস্বতী? পরিবর্ত্তে তার।
যমজ হয়েছে দুটা যম অবতার॥
ইঁদুরের পরিবর্ত্তে মদের পিপায়।
গণেশ রিপণ চাচা বোসে ভাবে দায়॥
তমসান কার্ত্তিকের কাড়িয়া আসন।
বীরপণা দেখাইছে হরষে আপন॥
বিচিত্র চালের চিত্রে সদা চিত্তহর।
নিত্য কত কীর্ত্তি করে নফর চা-কর॥
বলিহারি বলি দিতে কিবা আয়োজন।
হাড়ি কাঠে বাঁধা ওই বালক ক জন॥
গুরু আর শাস্তিকারী কর্ম্মকার রূপে।
সদাই ভাবিছে, ফেলি কোনটারে যূপে॥

পঞ্চপর্ব্ব।—পঞ্চানন্দী।

বেলপাতা আর গঙ্গাজল।
গ্যাছেন এবার রসাতল॥
আতপ চেলের নৈবিদ্দি।
তাতে আর হবে না সিদ্ধি॥
এখন, মদে মাসে, ঝুর লুচে
পূজার কর আয়োজন।

সেই বকেয়া কৃষ্ণযাত্রা।
তাতে আর ভোলে না কর্ত্তা॥
সপ্তমী টেবিলে খানা।
পরে তিন দিন পথের খানা॥
এবার, হিপ্ হিপ হুরে, মুল্লুক যুড়ে,
এই ভাবেতে বিসর্জ্জন।

——:o:——

সধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব।

[ছুটো কথা লিখিব নাকি ?
ঐ দেখ,
"ভ্রাতা" রুচিময়ী চস্‌মা কসিতেছেন !
তা হউক ;
বঙ্গবাসীর জয় হউক,
শত্রুর মুখে ছাই পড়ুক।
লিখি।

পঞ্চানন্দের কতিপয় বিশেষ নিয়ম।

১। কাহারও মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, সম্পাদকের মতামতের জন্য কেহুই দায়ী নহে, সম্পাদকও না।

২। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রকম রুচি বটে। কেবল পঞ্চানন্দের ভিন্ন রকম রুচি হইতে পাইবে না।

৩। বঙ্গবাসী চেঁচাইলেও পঞ্চানন্দ দুর্ভিক্ষ নিবারণে সাহায্য করিতে বাধ্য নহেন। যাহারা বিধবাবিবাহের সপক্ষ, তাহারাই বাধ্য।

৪। যোগীরা কিছু খান না, ভোগীরাই খায়। পঞ্চানন্দ ভোগী সুতরাং গালি খাইতে বাধ্য।

৫। টাকা কড়ি একাএক পঞ্চানন্দের নিকট পাঠাইতে হইবে। গালাগালি বঙ্গবাসীকে দিলেই চলিবে।]

ভূমিকা।

মলভারী, মেয়েদের হইয়া আড়ে হাতে লাগিয়াছেন, অথচ সধবার উপর তাঁহার কৃপাকটাক্ষ হয় নাই। আমার ঘরকন্না আছে, অতএব আমি সধবাদের জন্য অদ্য রঙ্গভূমে অবতীর্ণ। এক্ষণে পাঠিকামহলে আমার পসার জমিয়া গেলেই, আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

বিচার।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ, ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিবার যো নাই। আমি প্রতিপন্ন করিব যে, সধবাবিবাহ চতুর্গুণ শাস্ত্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে প্রমাণ আছে—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

ইহার মধ্যে মৃত একটী; জীবিত চারিটী;—নষ্ট, প্রব্রজিত, ক্লীব এবং পতিত। তবেই, এ প্রমাণে যদি বিধবার পতি যোটাইয়া দেওয়া বিধি হয়, তাহা হইলে সধবার বেলায় তাহার চারিগুণ ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে। ইহা অঙ্ক শাস্ত্রের কথা, সুতরাং অভ্রান্ত।

সিদ্ধান্ত হইল যে, সধবার বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু সকল সধবার নহে। তজ্জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু নাচার; শাস্ত্রের অন্যায় মতের জন্য সম্পাদক দায়ী হইতে পারে না। ফলে তাহাতে বিশেষ বাধিবে না। কোন্ কোন্ সধবার বিবাহ হইতে পারে, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য।

প্রথম, যে সধবার পতি নষ্ট। পতির নষ্টামির কথা ঠাকুরাণীরা যেমন জানিতে পারিবেন, আমি তেমন পারিব না। কিন্তু সাধারণ ভাবে কতকগুলি উপদেশ দিতে পারি। মনে কর, হাতে টাকা থাকিতে পতি মহাশয় নষ্টামি করিয়া পূজার সময়ে ভাল কাপড় কি নূতন গহনা দিলেন না। এতদিন কেবল মান করিবার নিয়ম ছিল, সে, শাস্ত্র না জানার দরুণ। এখন, আমার আশীর্ব্বাদে শাস্ত্র জানিয়া, আর মান নয়, একেবারে একটী বিবাহ করিয়া বসিবে। পতির নষ্টামি ঘুচিবে, সঙ্গে সঙ্গে নষ্টপতির হাত এড়াইবে।

কেহ কেহ নষ্ট শব্দের অর্থ করেন—পলায়িত। তথাস্তু। হুড়কো পতির অভাব নাই, আফিশ হইতে বাড়ী আসেন না, বাহিরে বাহিরে নিরুদ্দেশ হন, অর্থাৎ পলান। যেই গোহাল শূন্য দেখিবে, অমনি পলায়ন সাব্যস্ত করিবে; পরক্ষণেই বিবাহ। নষ্ট পতির হঠাৎ পুনরুদ্ধারে কোনও কোনও স্থলে একটু গোলের সম্ভাবনা বটে; বিশেষ করিয়া দেখি নাই, কিন্তু তদ্রূপ ক্ষেত্রে বোধ করি পঞ্চগব্যে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারিবে।

দ্বিতীয়, যে সধবার পতি প্রব্রজিত অর্থাৎ ঘর বাড়ী ছাড়িয়া জ্ঞান বা পরমার্থের জন্য যে ব্যক্তি তীর্থস্থানাদি উদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছে। নূতন অভিধানে, জ্ঞান মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধোপার বোঝা, পরমার্থ মানে টাকা, তীর্থস্থান মানে বিলাত প্রভৃতি জায়গা। বোধ হয় আর বলিতে হইবে না।

পতি কালেজে গিয়াছেন, পত্নী একটী বিবাহ করিবে, পতি জাহাজে চড়িয়াছেন, পত্নী একটী বিবাহ করিবে। পূজার সময়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার জন্য পতি উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ, মাদ্রাজ, শিমলা বা দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে পরিব্রজ্যা করিতে গেলেন। তখন কিছু বলিবে না, কিন্তু ইঞ্জিনের ভোঁ শুনিবে, আর এ দিকে বিবাহের শঙ্খধ্বনি যুড়িয়া দিবে। অন্য পতি যেটী তখন মটিয়ে, সে নিশ্চয়ই নষ্ট, সুতরাং আবার

পালটান চলিবে, শাস্ত্র মানিলে ভাবনা কি?—বিবাহের স্রোত!

তৃতীয়, যে সধবার পতি ক্লীব, তাহার অন্য একটী পতি করা বিধি। যদি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কিছুমাত্র মানে থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে সম্প্রতি এ জাতীয় পতির অভাব নাই। ফলে ক্লীব মানে পুরুষত্ব হীন; রাত্রি-কালে যে ব্যক্তি ঘরের বাহির হইতে পারে না, সাহেব-সুবার কাছে যে বুক ঠুকিয়া যাইতে পারে না, সমস্ত মাস খাটিয়াও যে ব্যক্তি মাসে অন্তত এক শ টাকা রোজকার করিতে পারে না, তাহার আবার পুরুষত্ব কোথায়? তদ্রূপ ক্ষেত্রে পতি পাল্‌টানই ব্যবস্থা। কেমন, সধবাদেরই পোয়া বারো?—না?

চতুর্থ ক্ষেত্রেই ভারি সুবিধা। যাহার পতি পতিত, সে ত বিবাহ করিবেই। দাসী আসিয়া অন্দরে খবর দিল—"বাবুর কি এখন গেয়ান আছে? বাবু বারাণ্ডায় পোড়ে বমি"—আর বলিতে হইবে না। "পোড়ে" এই শব্দ বলিলেই সাধু ভাষায় তর্জ্জমা করিবে, পতিত। তৎক্ষণাৎ বিবাহ। বাবু কাদায় পা পিছ-লিয়া পতিত,—বস্। একটী বিবাহ। বাবু ঠাকুর দেবতা মানেন না, খাদ্যাখাদ্য বিচার করেন না, হিন্দুসমাজে পতিত; কথাটী কহিবে না, করিবে একটী বিবাহ। শিক্ষিতা মহিলা বিদেশস্থ পতির পত্র পাঠে জানিবেন—বাবু ঘোর বিপদে পতিত

হইয়াছেন,—উত্তর না দিয়া একটী বিবাহ। এতেও যে সধবার পত্যন্তর ব্যবস্থা মিলিবে না, তাহারও হতাশা হইবার কারণ নাই। কারণ যাহার যেমন পতিই হউক না কেন, পতি ত বটেই। তবে আর ভাবনা কি? সধবা মাত্রেই এখন আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারিবে।

স্ত্রীলোকের দুঃখ দেখিয়া যাহার প্রাণ কাঁদে না, নিশ্চয় তাহার প্রাণের চক্ষু নাই। কেবল বিধবার জন্য, কিম্বা বালিকার জন্য, কিম্বা অন্তঃপুরিকার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে, তাহার প্রাণও একচোখো। আমি সে পক্ষপাত ঘুচাইলাম। আমার জয়জয়কার হউক।

উপসংহার।

(করুণ রসে)

হা রমণীকুল! তোমরা এখন কত পাপেই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতেছ!

নানান কথা।

পঞ্চানন্দের সবই উল্টো। লর্ড রীপণ ভারত ছাড়িয়াছেন, লোকে কাঁদিয়া আকুল। ধ্বজা ধরিয়া স্কুলের* ছেলের কান্না, গলা চিরিয়া বাক্যবাগীশের

কান্না, স্তম্ভ বোঝাই করিয়া খবুরেদের কান্না, চাঁদার খাতা কোলে করিয়া চাঁদা-সই-করাদের কান্না, রোশন-চৌকী বাজাইয়া ধুমধেমেদের কান্না, রূপার খোলে সোণার জলে লেখা-কাগজ লইয়া প্রভাতী গাইয়েদের কান্না ;—এ, মশাই, কান্নার আর বিরাম নাই। সেই অবধি কেহ ঘুমায় নাই কেহ খায় নাই, কেহ গৃহস্থলীর কাজকর্ম্ম দেখে নাই, কেহ গিন্নীর গহনা গড়াবার জন্য সোণাটুকু পর্য্যন্ত কেনে নাই। এই উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষোভিত ঘন-ঘটা-সমাচ্ছন্ন প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অচল, অটল অভ্রভেদী, অভেদ্য একমাত্র

শ্রীমানপঞ্চানন্দ।

তাই বলিতেছি, পঞ্চানন্দের সবই উল্টো। বাস্তবিক কিন্তু পঞ্চানন্দ একা নয়. লর্ড রীপণ ভারত ছাড়াতে অনেকের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে ; অনেকেরই সুখের সীমা পরিসীমা নাই। এই ধরো না একে একে—

১। হনো ইংরেজ—খুসী হয় নি ?

২। প্রজাহিতৈষী জমীদার—খুসী হয় নি ?

৩। আঁথরের রাজা মহারাজা—খুসী হয় নি ?

৪। আর্টিষ্টুডিও কত ছবিই বেচলে—খুসী হয় নি ?

৫। বঙ্গবাসী আধা দামে ছুনো খদ্দের—খুসী হয় নি ?

এই পাঁচজনের আনন্দ হইলেই ত পঞ্চানন্দ, কিন্তু এতেই কি ক্ষান্ত নাকি? আরও কত আছে। এই দেখ—

৬। লাট তানসান খুসী,—হাতে হাতে উপাধি লাভ।

৭। "ভ্রাতা" খুসী,—লোকে রিপণকে প্রায় দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল, হাত পা ওয়ালা আস্ত সাকার দেবতা। গেরো গ্যাছে।

৮। মেয়েরা খুসী,—বেরিয়ে যেতে পেয়েছেন লাটবাড়ী পর্য্যন্ত।

৯। মিরার খুসী,—নইলে অত সোণাদানার বাহার কেন?

১০। ইংলিশম্যান খুসী,—ভয় গেল ভরসা হ'ল।

১১। পঞ্চানন্দ ত খুসী বটেই,—আবার বাধিল।

দরখাস্ত।

বরাবর শ্রীলর্ড ডু-পার-হীন প্রতি আগে।

পরাধীন পঞ্চানন্দ খোদ বাহাদুরের নিবেদন সংপ্রতি, হুজুরের শুভাগমন মাত্রে শ্রীযুক্ত মিষ্টার-বাবু সাহেবদের পোষাক সম্বন্ধে কথন কি কথা বলিবাতে

তাহা লইয়া এ পাড়ায় দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা হইবাতে এপক্ষ মধ্যস্থ মনোনীত হওয়ায় আসল ব্যাওরা কি এবং কোন্ কোন্ লফ্‌জ হুজুরের শ্রীমুখ হইতে বাস্তবপক্ষে বাহির হওয়া তাহা না জানা গতিকে বিচার করণে বহুতর গোলযোগ হওনের সম্ভাবনা থাকা মতে হুজুরের নিকট প্রার্থনা সেই সকল ঠিক ঠিক কথার অবিকল জাবেদা নকল এপক্ষের খরচায় পাঠাইয়া দিবার অনুমতি হইলে তন্মুলে পোষাকের কথা কতদূর উঠা না উঠা এবং তাহাতে জাতিবিরোধ কিম্বা জাতিবিরোধের কি কতদূর হইতে পারা তাহা দেখা যাইলে বঙ্গবাসীর দোষ কি বঙ্গদ্বেষীর দোষ তাহা সরেজমিনে প্রকাশ পূর্ব্বক হুজুরে দাখিল করিবার অভিপ্রায় রহিল হুজুর মালিক নিবেদন ইতি।

লাটবাড়ীতে ধুতির অভাবে

(ঢাকা ভাল কি খোলা ভাল ?)

আচ্ছা, লাট সাহেব যখন সেদিন সাহেবসাজা বাঙ্গালী বাবুদের পোষাকের দোষ দিয়াছিলেন, তাহারা যদি তৎক্ষণাৎ সেইখানেই সব কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিয়া অভিমান দেখাইতেন, তাহা হইলে

প্রথম প্রশ্ন। কেহ অপ্রতিভ হইত কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। অপ্রতিভ হইলে কে অপ্রতিভ হইত—লাট সাহেব, না বাবুরা?

তৃতীয় প্রশ্ন। লাট সাহেবের ইঙ্গিত মানিলে পুলিস সাহেব চটিতেন কি না?

চতুর্থ প্রশ্ন। তবেই বলো দেখি, লাটের খাতির অধিক, না, পুলিসের খাতির অধিক?

পঞ্চম প্রশ্ন। বলিয়া কহিয়া শেষে যেন লাট সাহেব সে দিনকার বিবরণে আবরণ দিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা মান্য করিয়া, ঢাকা ভাল, না কি, যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, এখন স্পষ্ট খোলাখুলি ভাল।

বুদ্ধিবৃত্তির প্রশ্ন।

পাস করা সদর আলা, ছ শ টাকা মাইনে, সুশিক্ষিত না অশিক্ষিত?

[উত্তর দিবার সময়ে এই কয়টী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে: যথা, (১) নেহাত বোকা ছেলে মুখস্থর জোরে পাস করিতে পারে; (২) রামের ধন রামকে দেওয়াতে বাহাদুরি নাই, 'রামের ধন' শ্যামকে দেওয়ার তুল্য বোকামি আর নাই; (৩) রোজগারের

পরিমাণ ধরিয়া বুদ্ধি শুদ্ধির পরিমাণ হয় বটে, কিন্তু মাইনে বলিয়া আজি ডানি হাতে টাকা লইয়া, কল্য আবার কোম্পানীর কাগজের দাম বলিয়া বাঁ হাতে সেই টাকাগুলি যেখানকার সেইখানে যদি ফেরত দেওয়া যায়, তাহা হইলে রোজকার বলা যায় না, বেগার দেওয়া বলিতে হয়। গিন্নীর গয়না—গিন্নীরই মাইনে। তাতেও গিন্নীর রোজকার, কর্ত্তা বেকার।

সধবার বিবাহে মজা টের্‌টা পাবে ঘরে।
সদ্য এবার গদ্যে পেলে, পদ্য হবে পরে॥
পাঁচু ঠাকুরের কথা অমৃত সমান।
বুঝে সুঝে চল্‌তে হয়, তবে থাকে মান॥

ইলবার্ট বিল।

স্বর্গের বদলে উপসর্গ।

প্রথম সর্গ ;—[illegible]ত সংবাদ

কহ দেখি কালামুখি কলম আমার,
কেমনে, কি কীর্ত্তি করি, প্রকাণ্ড পর্ব্বত
প্রসবিল ক্ষুদ্রকায় বাচ্ছা ইন্দুরের,

ইলবার্ট বিলের পরিণাম।

জানবুল। (বাবুকে লাথি মারিয়া) কালা নিগার, টুই হামার বিচার করিবে ? আঁ ! মার্ লাথ্ ড্যাম্ কালাকো !

বাঙ্গালী বাবু। (পতনোন্মুখ) যা ভেড়ে, এই দেখ, সূত্র ছাড়িনি।

John Bull (kicking a Babu) D—d nigger, you wanted to try me, did'nt you ! Is this your fav'rite Bill !

Babu (losing his balance) Go, go, I hav'nt let go the principle.

চীৎকারী আস্ফালি বহু প্রসব ব্যথায়,
গোরা-চাপা পোড়া-দেশে। কহ দেশী লোকে,
সাদা কালো একাকার না হইল কেন,
কালো কোলো বাঙ্গালার সাদা প্রাণে কালি
কি কৌশলে কোন্ জন ঢালিল আখেরে,
আখের না ভেবে আগে। কত যে বহিল
বিষম বিরোধ ঝড়, মড় মড় রড়ে
কাঁপাইয়া আশাতরু নিরাশার দেশে,
আবার কেমনে সেই তরুরে যতনে
ধরিয়া রাখার ছলে খোঁটা খাঁটা কত
বাহির করিয়া আগে, অবশেষে উপা-
ড়িল, প্রমাণিল তাহে, যে কালো সে কালো
চিরদিন আছে, চিরদিন সে রহিবে ;—
কাঁদিলে, কাটিলে, কিম্বা মহা কোলাহলে
চেঁচাইলে সভা করি অন্যথা না হবে,
যা করো তা করো বাপু! কহ কালামুখি,
কাল জনে কালো কথা। কুকথাই তোর
কুকণ্ঠ উগারে নিতি, তাই সাধি তোরে।
সংক্ষেপে কহিবে কিন্তু ; বেশি অবসর
এখন, কাজের কালে, কভু নাহি পাবি।
(আমি যে বিব্রত সদা, ঔদরিক ব্রত
অবলম্বি যদবধি, করিতেছি লীলা
সোণার ভারতভূমে ভবিতব্য ভূরে।)
শুনিয়া দেবের স্তুতি আয়স-অঙ্গিনী

কালো মুখে কালি মেখে কহিল আমারে ;—
"কবিতায় কাল যায়, গদ্যে কি গদিব ?
অথবা কাব্যিয়া যাই যতক্ষণ পারি,
(বঙ্গবাসী খুশি যাহে)—
"অসিত বরণ,
ছিল গুপ্ত বঙ্গভূমে ; ক্রমে রঙ্গ তার
মনের তরঙ্গ ভঙ্গে উপজিল মনে,
—হায়রে রঙ্গিল মন বাখানি কেমনে ?
—বন্ধন আছিল নানা, ধরমে করমে,
সাগর সঙ্গম ছাড়ি যেতে মানা যাহে।
সজোরে বন্ধন ছিঁড়ি, ছিঁড়ি মায়া পাশ
অশেষ আশার দাস, আকাশ-পাড়িতে
আস্ফালি মারিল লাফ ; হ্রদ, নদ, নদী,
সাগর, সৈকত, কত এড়াইয়া শেষে,
শ্বেতদ্বীপে উপনীত ;—গুপ্ত প্রকাশিত,
সুশ্বেত লাঞ্ছিত ক্রমে, লাঞ্ছনা ভুলিতে !
খনির গহ্বর ছাড়ি, হায় রে যেমতি,
বড় আশা মহেশের ত্রিশূল হইতে
অবশেষে কর্ম্মদোষে কর্ম্মকার করে,
ঢেঁকির মুষল-মুণ্ড মণ্ডিত করিয়া
—স্বর্গে যাইলেও যারে ধান ভান্তে হয়—
লৌহখণ্ড লোহা জন্ম করয়ে সফল।
(বোঝা বহে বঙ্গবাসী, কিন্তু সোজা কথা
বাঁকাইয়া বলি যদি বোঝেন না তিনি,

অবুঝেরে বুঝাইতে উপরের কথা।
ভাঙ্গিয়া তোমারে বলি—ধন্যবাদো মোরে)
—বাঙ্গালী বিলাত গেল, সিবিল হইল।
হারাইয়া জাতিকুল সাহেব সাজিল॥
সাহেবের অধিকার চাহিয়া বসিল।
লাট উপলাট শুনি "তথাস্তু" বলিল॥
এইরূপে পর্ব্বতের গর্ভ সঞ্চরিল।
দুরন্ত দানব দলে ভীতি প্রবেশিল॥

দ্বিতীয় সর্গ ;—সাধ ভক্ষণ।

একে হইল মহাগোল, দেশে বাজে ঢাক ঢোল
আনন্দের উতরোল, দেশ ছেয়ে ফেলিল।
ওদিকে ফিরিঙ্গি জাত, মিশিয়া সাহেব সাত
ব্রণসূন্নু প্রমুখাৎ, বাঁদরামি যুড়িল।
সপ্তমেতে স্বর তুলি, শাসাইয়া বলে বুলি,
ভাঙ্গিব লাটের খুলি, কাল সাদা হইলে।
লোফার * ধবলকায়, কালো হাতে মারা যায়,
ইহা কি হইতে পায়, ধড়ে প্রাণ থাকিলে।

---

* Loafer ;—ইংরেজী-শব্দের প্রকৃত অর্থ পঞ্চানন্দ জানেন না ; তবে ইলবর্ট বিলের তর্ক বিতর্ক দেখিয়া, তিনি অনুমান করেন যে লোফার শব্দের অর্থ রুটীওয়ালা অর্থাৎ যে সকল ইংরেজ ভারতের অন্নদাতা, এবং ভারতকে অন্নদান করিবার অভিপ্রায়ে ভারতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

মহামিত্র পর্ব্বতের, মহালাট ভারতের,
যদিও পেলেন টের, বলিলেন পর্ব্বতে।
ভয় নাই ভয় নাই, তুমি আমি এক ঠাঁই,
আমিই তোমার সাঁই, কি করিবে অসতে।
জননী দেছেন বাণী; আর কারে নাহি মানি
ধরমের বল জানি, ধর্ম্মব্রত পালিব।
সাধিতে ধর্ম্মের পণ, যদি হয় প্রয়োজন,
সব করি বিসর্জ্জন, জলে অগ্নি জ্বালিব।
আশ্রিত বা অনুগত, পারিষদ আছে যত,
সকলেই এই মত, মাতৃআজ্ঞা রাখিবে।
পাহাড় পাহাড়ে ছেলে, অবশ্যই পাবে কোলে,
এ কথা অন্যথা হ'লে, শর্ম্মা বিষ ভখিবে।
নিবারিতে হুলস্থূল, ভ্রান্তে বুঝাইতে ভুল,
সব জ্বালা নিরমূল এই ভাবে করিব।
সুবোধ সুধীর সঙ্গী, কি সাহেব কি ফিরিঙ্গী,
আর যত নন্দী ভৃঙ্গী, সবাকারে ধরিব।
ধরিয়া, তাদের কথা, ঢুকাইব সব ব্যথা,
দেখাইব যথা তথা সাহেবের মহত্ত্ব।
নূতন কিছুই নয়, ধর্ম্মের নিয়ত জয়,
সহাইলে সব সয়, বুঝাইব এ তত্ত্ব।
অমনি ভারত যুড়ে, সবে মিলে উড়ে ফুড়ে,
ফিরিঙ্গীরে দিয়ে জুড়ে, আয়োজনে মাতিল।
সুলক্ষণ গিরিবরে, গর্ভের কল্যাণ তরে,
কত শত ঘটা করে, সাধ খাইতে দিল।

তৃতীয় সর্গ—মূষিক প্রসব।

লাট সাহেবের জয়, রব দেশ ময়।
ফিরিঙ্গীর কুল, ভাবিয়া আকুল।
রাগে ফুলে ফুলে, অর্থ রাশি তুলে,
বিলাত পাঠায় লোক, রাঙা করে চোক।
(অমনি) লাট বাহাদুর গঙ্গারাম, বলেন বাপু থাম থ'াম
পোয়াতি খালাস হোতে দাও,
তার পরে ছেলের প্রাণটা নাও।
তাতে কথা কইব না, তোমাদের দোষ গাইব না,
আত্মারামের ফুঁকে, সব যাবে চুকে।
তোমাদেরও থাক্‌বে মান, লোকেও হবে ভক্তিমান।
বড় দিন ঘেঁসে, লাট বাহাদুর শেষে,
আপনি হোলেন ধাই, প্রসব ব্যথা নাই,
পাহাড় খালাস হোলো,
টুক টুকে এক নেংটে ইঁদুর আঁতুড়ে উপস্থিত;—
যা রে মোলো!

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী।

অর্থাৎ

যবন, ম্লেচ্ছ, ইহুদি, ইংরেজ, বাঙ্গালী, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি জগতের সমস্ত জাতির যাঁহা কিছু কীর্ত্তি আছে. তাহাই দেখাইবার মেলা।

(চারি আনা পয়সার মায়া অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুতরাং অন্তরীক্ষের অন্তরালে অবস্থান করিয়া পঞ্চানন্দ যাহা দেখিয়াছেন।)

কলিকাতা এই প্রদর্শনীর প্রধান আড্ডা। সচরাচর লোকে একটা প্রদর্শনীর কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক প্রদর্শনী দুইটা।

প্রথম প্রদর্শনী।

যাহার কথা সর্ব্বদা লোকের মুখে শুনা যায় না, সেই প্রথম প্রদর্শনী ইলবর্ট-ময়দানে হয়। তাহাতে,

ক। (১) সুশিক্ষা (২) সুরুচি (৩) সভ্যতা (৪) সাহস (৫) সদাশয়তা (৬) ভদ্রতা (৭) ভালমানুষি (৮) কৃতজ্ঞতা (৯) রাজভক্তি (১০) রসিকতা—এই দশ পদার্থ অলঙ্কার-খণ্ডে প্রদর্শিত হয়। ব্রণস্নু, পরাণ সেন, কি বর্ণসিংহ—এই নামের একজন মাদ্রাজী এই খণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছে।

খ। (১) অপক্ষপাত (২) আইনজ্ঞতা (৩) আত্ম-সংযম (৪) সুবিবেচনা (৫) সুধীরতা (৬) সৌম্য (৭) শান্তভাব (৮) সুবিচার—এই অষ্টাঙ্গ ন্যায়খণ্ডে প্রদর্শিত হয়। নাম মনে নাই, একজন ইংরেজ হাকিম প্রধান পুরস্কার পাইয়াছেন।

গ। (১) প্রজাপ্রীতি (২) কর্ত্তৃভক্তি (৩) দুষ্টদমন (৪) শিষ্টপালন (৫) একজীবীশন (৬) সুরাকমিশন—এই ষড়্‌রস রাজনীতি-খণ্ডে প্রদর্শিত হয়। মিঞা

নিভরসা তান্‌সেন নামে এক ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইয়াছেন।

ঘ। (১) উদারতা (২) লোকরঞ্জন (৩) পরদুঃখ কাতরতা (৪) দূরদৃষ্টি (৫) নিঃস্বার্থতা—এই পঞ্চ সামগ্রী সুপাত্র-খণ্ডে প্রদর্শিত হয়। লোকে শুনিয়া বিস্মৃত হইবে যে, একটী তিলির ছেলে এই খণ্ডে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছে।

ঙ। (১) দেশভক্তি (২) স্বজাতিভক্তি (৩) বক্তৃতাশক্তি (৪) আত্মোৎসর্গ (৫) হাতে হাতে স্বর্গ—এই পঞ্চ প্রদীপ নশিরাম-খণ্ডে প্রদর্শিত হয়। কে পুরস্কার পাইবে ঠিক হয় নাই। কেহ বলেন পঞ্চানন্দ পাইতে পারে, কেহ বা অন্য দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন। পঞ্চানন্দ বিবেচনা করেন,—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ"—পঞ্চানন্দই পুরস্কার পাইবার পাত্র।

দ্বিতীয় প্রদর্শনী—(যাদুঘরে)

এখনও চলিতেছে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইবে। এ পর্য্যন্ত যাহা দেখা গেল সংক্ষেপে বলি।

এক কথায় বলিতে হইলে এই মহামেলায় কেবল কতকগুলো লোক, আর কতকগুলো জিনিস ভিন্ন আর কিছুই নাই।

আর এক ভাবে দেখিলে মহামেলায় কিঞ্চিৎ

নূতনতা আছে। উত্তম বাড়ী, উত্তম আসবাব, উত্তম বন্দোবস্ত হইলেও নচ দৈবাৎ পরং বলং। সামিয়ানায় বৃষ্টি নামক পদার্থ আটকান যায় না, এই মেলা দেখিয়া অবধি সকলেই এ কথা স্বীকার করিতেছে।

সময়ের অনুরোধে রাজা, রাজড়া, রাণীর বেটা, কি রাজপ্রতিনিধি সকলেরই দুর্গতি করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; এ তত্ত্বও মেলাতে উত্তমরূপে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখান হইয়াছে।

তারযোগে বিদ্যুতের আলো সঞ্চারিত হয়, সেই তার কাটিয়া দিলেই স্বচ্ছন্দে অন্ধকার সৃষ্টি করিতে পারা যায়, মেলা খুলিবার দিনে ইহাও দেখান হইয়াছিল।

ধাক্কা খাইতে সকলেরই অধিকার আছে। যাহারা মনে করিত যে গরীব, দুঃখী, মুটে মজুর ইত্যাদি গোছের লোকেরই ধাক্কা একচেটে, তাহারা মেলার পত্তন অবধি আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিতেছে। বড় বড় নক্ষত্র-ভূষিত, তোপ-তাপিত রাজা অক্লেশে ধাক্কা ভক্ষণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

ভারতবাসী কত রকমে আপন দুঃখ বাড়াইতে পারিবে, তাহা উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত সমেত দেখান হইতেছে।

যাহাদের পরিচ্ছদের কোন নিয়ম নাই, প্রণালী নাই, প্রকার নির্দ্দেশ নাই—তাহারাই বাঙ্গালী; মেলাতে ইহাই দুবেলা দেখান হইতেছে।

গাঁটকাটা এবং জুয়াচোর নানা রকমের আছে। মেলাতে ইহার বিজ্ঞাপন দেখা যায়; কিন্তু ইহাদের কার্য্যপ্রণালী এখনও সাক্ষাৎকারে প্রদর্শিত হইতেছে না। হয় ইহা দেখিবার পৃথক টিকিট লইতে হয়; নয়, এখনও সাজান হয় নাই বলিয়া সকলে সে খণ্ড দেখিতে পায় না। চারি আনা দিলেই মেলা দেখা যায় বাহিরের লোকের এই বিশ্বাস। যেমন অন্য অন্য অনেক ভ্রম মেলায় গিয়া দূর করিতে পারা যায়, এই ভ্রমটাও সেই রূপেই দূর হয়। প্রথম চারি আনা কেবল আক্কেল-সেলামি; তাহার পর যত *প্রবেশ করিবে, ততই পয়সা দিবে। মেলার সব* বন্দোবস্ত ঠিক্ না হইতেই এবং সকল সামগ্রী আমদানি, কি সাজান হইবার আগেই যে মেলা খোলা হইয়াছিল তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। চারি আনা শুধু ঘোমটা খোলা, তা আগে ও দেখা যাইত, এখনও দেখা যায়।

বিশ্বের বিদ্যা প্রকাশ।

গত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইতিহাসের প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল;—

অকল্যা বাই,—রামমোহন কাই

এ দুটী লোক কে ?”

ছেলেরা জানিবে কোথা হইতে ? কিন্তু পঞ্চানন্দ জানিয়াছেন

অকল্যা বাই রামমোহন কাই

এরা তিন ভাই।

সংস্কৃত পরীক্ষক অনেক সৃষ্টিছাড়া কথা সৃষ্টি করিয়া গৌরব লাভ করিয়াছেন ; যথা, হবাকাণ্ড, বাঙস্কা পরাবর্ণ।

বাঙ্গালাওয়ালা ছাড়িবেন কেন ? তিনি ছেলেদের উপঢৌকন দিলেন,—পিজ্ঞর, সূর্য্যামুখী, কিঞ্জল্ক স্বগুণ, দ্রবীভূত, সাশ্থী। একবার চিন্তাতরঙ্গিণীতে দেখিয়াছিলাম, “হমেুশিবচত”। এবার বাঙ্গালা প্রশ্নে দেখিলাম “প্রব্বা”।

সমালোচন।

জানিবে জগতবাসী লভিবে আনন্দ।
সমালোচনের কাজ লবে পঞ্চানন্দ॥
পুস্তক, পুস্তিকা, পত্র, পত্রিকা প্রভৃতি।
সমালোচিবারে লওয়া আছে চিররীতি॥
অধিকন্তু নিতে রাজি কাগজ কলম।
ছুরী, কাঁচি, বাঁটি, ছাতা, আরক মলম॥

খাঁটি সরিষার তেল, রেড়ি, কেরোসিন।
দুধ, দই, ঘৃত, ননী, সূচ, আলপিন॥
চাল, দাল, লুন, কাঠ, সন্দেশ মিঠাই।
কিছুই ফেরত নাহি দেওয়া যাবে ভাই॥
টাকা, ষ্টাম্প, হুণ্ডি, নোট, পোষ্টেল অর্ডার।
আর লওয়া যাবে গৃহিণীর অলঙ্কার॥
বিশেষ এ শীতকালে দিবে দুটী দুটী।
বাঁধা কোপি, ফুল কোপি, মটরের শুটী॥
যাহা ইচ্ছা তাই দিবে, পাঁটা কিম্বা মাচ।
খইল, বিচালি, শুধু দিবে না কদাচ॥
সমালোচকের দল লোভী অতিশয়।
সান্ধে পাছে পঞ্চানন্দে, এই হেতু ভয়॥
পঞ্চানন্দ কথা সদা অমৃত সমান।
পাঠাবে সামগ্রী যেই, সেই পুণ্যবান॥

একটা মনের কথার সূচনা।

(শম্মার রচিত)

•মরি নাই, মরা সোজা কথা নয়।
তারে রেখে মরা, তাও কভু হয়?
সে যে পরাণের ধন,
আমার দুশ্‌মন,

কিবা মাথা নাড়ে কত কথা কয়।
তারে, দেখাইয়া মুখ
ফাটাইব বুক
মন মোর হবে যাহে সুখময়।
আমি মানুষ-গণ্ডার
জানা ভাল তার
কিছুই বাজেনা গায়ে সব সয়।

রুচিবিষয়ক উপদেশ।

১। রুচি দুই প্রকার, সুরুচি ও কুরুচি। আমার যে রুচি, সেই সুরুচি; পাঁচের যে রুচি, তাই কুরুচি। তাহারা নেহাৎ বর্ব্বর, তাই বলিয়াছিল —"ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।"

২। আমি যদি কোন অপকর্ম্ম করি, তাহাতে আমার রুচি মন্দ হইবে না; তুমি যদি সেই অপ-কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া কিছু লেখো কিম্বা বলো, তাহা হইলে তোমার রুচি অতি কুৎসিত জানিবে।

৩। আমার রুচি অতি পবিত্র, তাহার প্রমাণ এই যে ব্যাকরণ পড়িবার সময়েও আমার রোমাঞ্চ হয়, যে হেতু কুরুচির অবতার বৈয়াকরণেরা গ্রন্থ মধ্যে স্ত্রীত্ব্য প্রকরণের সমাবেশ করিয়াছে।

৪। "বিবাহ" এই শব্দে মন খারাপ হয়; তোমারও ঐরূপ হওয়া উচিত। আমি এখন বিবাহ উঠাইয়া দিয়াছি, বিবাহের বদলে এখন তিন আইন।

৫। যখন তোমার রুচি পরিশুদ্ধ হইবে, তখন "নিদ্রাবেশে," "দিবা-দ্বিপ্রহর," "কদম্ব," "দাড়িম্ব," ইত্যাদি শব্দ আর ব্যবহার করিবে না, কারণ তাহাতে আমার বিদ্যাসুন্দর মনে পড়ে।

৬। অত্যন্ত পরিতাপের কথা, যে, ঈশ্বর আজিও আমার মত বিশুদ্ধ রুচি হইতে শিখিলেন না; তিনি এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কাপড় না পরাইয়া নর-নারীকে সংসারে পাঠাইয়া থাকেন।

তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি রুচি সংশোধন করুন, তাহা নহিলে বঙ্গবাসীর রুচি শুধরাইতেছে না।

এককাণ্ডে সুরেন্দ্রায়ণ —

(মদন তর্কালঙ্কারের রচিত)

সুরেন লিখিল, ফরেল দেখিল,
নরিশ চটিল, রুলটি ছুটিল।

পাঁচটি বসিল, চারিটি রুষিল,
মেয়াদ কশিল, পরব শেষিল।

দুর্গোৎসব।

২

আমার প্রিয় বঙ্গবাসী!

এবার দুর্গোৎসবটা একটু জাঁকাইয়া করিতে হইবে। তোমার ইহাতে মত নাই, জানি, কিন্তু আমি ছাড়িব না। পূজার কটা দিন তোমায় আসিতেই হইবে। পুতুল-পূজা ভাল নয়, তা আমি জানি, কিন্তু মনে যদি পৌত্তলিকতা না থাকে, তাহা হইলে আর ক্ষতিটা কি? আমাদের একটু আমোদ করা বৈত নয়। যেমন যাহা হইবে, সব খুলিয়া লিখিতেছি, তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলেই সব ঠিক্ হইবে।

নিমন্ত্রণ-পত্র অবশ্য ইংরাজীতেই বাহির হইবে; ইহাতে ত্রিবিধ উপকার হাতে হাতে দেখা যাইতেছে। একত, সেই "শ্রীশ্রীদুর্গা শ্রীচরণ ভরসা" ইত্যাদি লেখার পাপ এড়ান, সুতরাং ধর্ম্মরক্ষা। তার পর, ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠ লিখিতে হইবে না; তাহাতে জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথার মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব এবং সাম্য-নীতির সম্মান করা

হইবে। আর পরিশেষে, ইংরেজ-বাঙ্গালীর নিমন্ত্রণ একই ভাবে হওয়াতে সজাতিকে অবজ্ঞা করার দোষটা ঘটিতে পারিবে না। বাস্তবিক এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে একটু স্বাধীন ভাব অবলম্ব করিলেই আমাদের আচার ব্যবহার এবং দেশের নৈতিক অবস্থা যে কত সংশোধিত এবং উন্নত করা যাইতে পারে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয় এবং আমাদের ঔদাসীন্যকে ধিক্কার করিতে ইচ্ছা করে। যাহা হউক পত্রখানা বাড়ীর মেয়েদের নামেই বাহির করিব স্থির করিয়াছি; সভ্য দেশ মাত্রেই এই রীতি দেখা যায়। "মিসেস্ পাঁচী উপঢৌকন দিতেছেন, তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কম্‌প্লিমেণ্ট—(এমনি দরিদ্র ভাষা আমাদের, যে, ইংরেজী ছাড়িয়া দিলে আর ভদ্রতা রক্ষা করিবার উপায় নাই। আর তাও বলি, "কম্‌প্লিমেণ্ট" পদার্থটা যে, কি, আজিও বেশ ঠাওরান গেল না)—প্রতি (অমুক ব্যক্তি) এবং অনুরোধ করিতেছেন তদীয় সাক্ষাৎ-সুখ নিমিত্ত তিন দিন পূজা উৎসবের"।—এই রকম একখানা কার্ড অর্থাৎ রোকা জারি করাই উচিত। তুমি ইহাতে কি বলো?

কতকগুলি পবিত্রচেতা ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাঁহাদের ধর্ম্মভাবের প্রতি কোনও রকম আঘাত না লাগে, এমন বন্দোবস্ত অবশ্যই করিব। তুমি জান যে শাম্পেনের বোতল আর জোইডোনের বোতল একই চেহারার, অথচ

জোইভোনে নেশা না হইয়া শুদ্ধ একটু স্ফূর্ত্তি হইবার অঙ্গীকার বিজ্ঞাপনে দেখা যায়। কাজেই একত্র বসিয়া আমোদ আহ্লাদ চলিতে পারিবে, অথচ কু-লোকেও কুকথা তুলিতে পারিবে না। বাইনাচ হইবে বটে, কিন্তু সচ্চরিত্র এবং অন্তত মাইনর স্কলা-র্শিপ্ পাসের সার্টিফিকেট দেখাতে না পারিলে কোনও বাইজীকে লইব না, ইহা আমার অটল সঙ্কল্প হই-য়াছে। [টীকা ;—"আমরা এই বাইজীর নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে নিজ জ্ঞানে কিছুমাত্র অবগত নহি" এই ভাবের রচনা দুই বা ততোধিক স্বাক্ষর যুক্তে আনিতে পারিলেই উপস্থিত কার্য্যের জন্য বাইজীকে সচ্চরিত্র গণ্য করা যাইবে] গানের মধ্যে একটী গান বাইজীরা গাইতে পাইবেন, গোড়া অবধি শেষ পর্য্যন্ত কেবল গাইতে হইবে "মনে করো শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।"

প্রতিমা-নির্ম্মাণ বিষয়ে সুরুচি এবং সুশিক্ষার বিরোধী যে সকল অভাব বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার প্রতিবিধানের উপায় স্থির করিয়াছি। বিলাতের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ফোলিকে প্রতিমার ফরমাইস দিয়াছি। ফরমাইস মত কাজ যদি হয়, তাহা হইলে নূতন প্রতিমা দর্শন করিয়া তুমি অবশ্যই আমার উদ্ভা-বনী বুদ্ধির এবং সুরুচির সুখ্যাতি করিতে বাধ্য হইবে। হলুদ-পানা দশহেতে তেচোকো দুর্গার বদলে মহারাণী বিক্টোরিয়ার মূর্ত্তি গড়িয়া দিতে বলিয়াছি, কেবল

পোশাকটা ইংরাজী ধরণের না করিয়া শাড়ী, জামা, ওড়না দিয়া সাজাইয়া দিবে। তুমি জান, যে, আমি জাতীয় ভাব এবং দেশীয় রীতি পদ্ধতির একান্ত পক্ষপাতী; সেই জন্য ইংরেজী পোশাকটা আমি দেখিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের পাড়ার দত্তদের বামুন ঠাকরুণের মত কাপড় পরা বর্দ্দাস্ত করিতে হইবে, ইহার কোন ও মানে নাই। সে যাহা হউক, সিংহটাকে একটা পোষাক পরাইয়া দিতে বলিয়াছি। আর অসুরের গা খোলা না থাকে তাহাও বলিয়াছি। সাপের গায়ে একটা সাটিনের ওয়াড় পরানো থাকিবে। ফলে সকল কথা এখন ভাঙ্গিয়া বলা ভাল হইতেছে না; দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত সেকেলে পুরাণের সামঞ্জস্য করিয়া কেমন নূতন রৌচিক এবং নৈতিক বস্তু আমার মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়াছে।

পুরোহিতের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। যে সকল অধ্যাপক, সাহেব [illegible]কে পূজা করিবার উপলক্ষে নিজ নিজ ধার্ম্মিকতা [illegible] শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারাই অ[illegible]টীর উৎসবে ব্রতী থাকিবেন। অধ্যাপকের [illegible] করিয়া দিবার জন্য ন্যায়রত্নকে অনুরোধ করা হইয়াছে, সংস্কৃত কালেজে তাহার দেখা না পাইলে [illegible]ট পর্য্যন্ত লোক যাইবে।

ভোগের এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্য যাহা দরকার, তাহার জন্য কণ্ট্রাক্টরদের টেণ্ডর তলব করা হইয়াছে।

তাহাতে ব্যয় কম পড়িবে অথচ বন্দোবস্তটা ভাল হইবে। এখন পর্য্যন্ত দুইখানি টেণ্ডর পাইয়াছি, একখানি উইল্‌সেন হোটেল, অপর খানি শকুন্তলা হোটেল হইতে আসিয়াছে। যদি এই দুই খানির মধ্যেই বাছি লইতে হয়, তাহা হইলে শকুন্তলা হোটেলের কন্‌ট্রাক্ট মঞ্জুর করিতে হইবে; তাহাদের বিজ্ঞাপন পাঠে জানিতে পারিয়াছি যে, বাবুরচির পাকানো ইংরেজী-খানা তাহারা যোগাইয়া থাকে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পাড়াগেঁয়ে লোকদের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পাচকের বন্দোবস্তও তাহাদের আছে। অতি সুব্যবস্থা। অধিকন্তু শকুন্তলা হোটেলকে উৎসাহ দিলে সজাতির প্রতি অনুরাগ, এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তিও দেখান হইবে।

কতকগুলা বাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং কাঙ্গালী বাঙ্গালী যোটাইয়া একটা গোলযোগ করা আমার অভিপ্রায় নয়। আমাদের ছোট লাট সাহেব, হাই-কোর্টের জনকতক জজ, ফিরিঙ্গী-সংরক্ষণী-সভার সমুদয় সভ্য এবং বেধড়ক-নিরিখ ও দুচোকো-উচ্ছেদের জমীদারি সভার বাছাই বাছাই জনকতক ভূশূন্য সভ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া কাজটা সারিব ঠিক করিয়াছি। স্পষ্ট বলিয়া রাখা উচিত যে, রমেশ মিত্র যদিও তোমাদের খুব প্রিয়পাত্র, তথাপি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেছি না। কালো মানুষ জজ হইতে পারে, মজলিশের সময়ে এ কথা আমার ফিরিঙ্গী বন্ধু-

দের মনে হইলে একটা দলাদলির ঘোঁট উঠিবার সম্ভাবনা, বিশেষত, পূজার আমোদের ভিতর জাতিবিদ্বেষটা যাহাতে না ঘটে, তাহাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমার গৃহস্বামিনী যদিও গত বৎসর উক্ততর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি কাড়িয়া আনিয়াছেন, তথাপি বাটীর পূজার দালানে সাহেব সুবা জুতা পায়ে দিয়া যাইবে এবং টেবিলে উন্নত প্রণালীতে ভগবতী-সেবা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। আমিও স্ত্রীলোকের মনে কষ্ট দেওয়াটা ভাল বিবেচনা করি না। সেই জন্য কলিকাতার টাউনহলে পূজার ব্যাপারটা সমাধা করিবার কল্পনা করিয়াছি। আমার কোনও কোনও বন্ধু যাত্রা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, যাত্রার বদলে কোনও প্রসিদ্ধ বক্তাকে যদি ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার বায়না করা যায়, তাহা হইলে লোকের সমাগম বেশি হয়, এবং জাতীয় বিড়ম্বনারও একটা হেস্তনেস্ত হইতে পারে। যে এক ঢিলে দুটো পাখী মারিতে পারে, সেই ত মানুষ। এ চিঠিতে যাহা যাহা লিখিলাম, সে সব চূড়ান্ত নয়; তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইহার অনেক অংশে রদ বদল করিতে প্রস্তুত আছি। ওঁদেরও একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে; কারণ, যদিও তাঁহারা প্রকটভাবে পূজায় যোগদান করিতে পারেন না, কিন্তু উৎসবের ব্যাপারে তাঁহারা নির্লিপ্ত নহেন; এ সময়ে কাপড়ের

দোকানে সকলকেই দেখিতে পাই, স্বর্ণকারের কাছেও অনেকের গতিবিধি হইতেছে জানি।

তোমার নিতান্ত সরলভাবে পাঁচু।

পুনশ্চ নিবেদন। বিজয়া-দশমীর দিনে একটা নূতন রকম আমোদ করিব মনে করিয়াছি। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পৈতা খুলিয়া জলে ভাসাইয়া দিব। তোমার সত্যরূপে পাঁচু।

পুঃ পুঃ।—

এই পত্রের কথা কদাচ ফাঁশ করিবে না। লোকে যদি এ সব কথা টের পায়, তাহা হইলে সময় শিরে তেমন রগড় হইবে না। তোমার চির যথার্থরূপে

পাঁচু।

হুলস্থূল কাব্য।

(অগত্যা অসম্পূর্ণ)

সূদন সমরক্ষেত্রে বীর চূড়ামণি
গর্দ্দন,গর্দ্দন যবে দিলা সাধে সাধে,
মেহেদী-শার্দ্দূল-মুখে, খার্ত্তুম গহ্বরে,
অকালে, কহ গো দেবী, গরলগারিণি,

কেমনে, বিলাতে মন্ত্রী সজোরে ঢুকরে
নিতম্ব চাপড়ি নিজ, হতভম্ব ভাবে
ফ্যাবাতুড়ো খেয়ে হায় চাহিলা চৌদিকে
চকা-ভকা ? হেথা দেখি রুষ-ঋক্ষ, রোখে,
বিষম বিক্রম করি, ভারত আক্রমে
অগ্রসর, আসিয়ার মধ্য দেশে আসি
গ্রাসিতে ভারত-রাজ্য, (ভিক্ষাভাণ্ড হায়,
অন্নহীন ভিখারীর,—গোটা দুনিয়ার !)
—ব্যাকুল বিলাত, ভেবে ভাবনার কূল
না পাইল যবে, বল, কত হুলস্থূল
কি ভাবে হইল কোথা,—বিলাতে, ভারতে !
কোন্ ছল, কি কৌশল, বলের ভূমিকা
প্রকাশি, অর্থের রাশি—নাশি অকাতরে,
ধান্য জল রক্ষা হেতু কি কার্য্য করিলা ?
বন্দি হে অমিত্র ছন্দ, মিত্র সদা মম,
প্রবন্ধে বান্ধিয়া আনি দুষ্ট সরস্বতী,
বসাও তাহারে এই লেখনীর মুখে,
লৌহময়ী ; সাদা কথা কালির আঁখরে,
সুপ্রখর তেজে রচি, চিরপরিচিত
উচিত সুখ্যাতি মম অক্ষত রাখিতে।
—তুমিও আসরে এস রাজ-ভক্তি সতি!
ভারতে ভারতী-ময়ি, পতিতপাবনি,
সতী নাম, অবিরাম, ঘুষিতেছে তব,
বিশেষতঃ যদবধি বিধবা-বিবাহ

বিধির বিহিত বলি হয়েছে স্বীকৃত,
সতীপমা নির্ভাবনা হয়েছে তোমার।
রঙ্গে ভঙ্গে এস সতি, অঙ্গে পেশোয়াজ,
আর যা সুসাজ থাকে, আজি লো পরিয়া,
নিধুর মধুর সুর আঁচিয়া গলাতে,
ভুলাতে ভকতবৃন্দে; দোলাইয়া মালা,
আইস লো রাজবালা, যত ছলা জান,
ষোল কলা সঙ্গে করি, অপাঙ্গে তোমার,
সেই মিঠি মিঠি দিঠি থাকে যেন সতি,
ভোলে লো ভুবন যাহে, ভুবন-ভুলানি।
—কেবল এস না তুমি রুচি পোড়ামুখি,
দু চোখের শূল মম, তোমার জ্বালায়
সদা জ্বালাতন আমি, অনুরোধ করি,
কভু না আসিও কাছে, বিলোল-চর্ম্মিণি,
চসমা-ধারিণী ধনি, গুম্ফিতা রমণি,
মেজায় গম্ভীর মুখি, জ্যাঠামীর খনি,
বারো মাস "ভ্রাতা" স্কন্ধে থাক বিরাজিতা।
—এস বা না এস তুমি কল্পনা-সুন্দরি,
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই তাহে; বাহবা লইব
বুক ঠুকে বিশ্ হাজার বঙ্গবাসী দলে।
কাঠের আসনে বসি গ্লাড্স্টোন্ বুড়া—
মহামন্ত্রী বিলাতের, বিমগ্ন বদনে।
শোভিছে শিরসে শুভ্র-কেশ; অশ্রু-ধারা,
ঝরিছে তিতিয়া গলবন্ধ; হায় যথা,

গলে গিরি গ্রীষ্ম শেষে—বরফ-মণ্ডিত।
উপমা কি দিব আর ? পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ নত ভাবে বসে চারি দিকে।
তারযোগে কাল বার্ত্তা আসিয়া, কাগজে
ছাপার আকারে এবে—কালকূট সম—
নীরবে ঘুরিছে সভাগৃহে। এ উহার
চুপি চুপি চাহে মুখ পানে,—রুদ্ধশ্বাস।
কতক্ষণে কথঞ্চিত সংজ্ঞা লাভ করি,
ভীমরথী বুড়া মন্ত্রী যুড়িলা বিলাপ,
উচ্চরবে, কেশ গুচ্ছ—শণগুচ্ছ প্রায়—
দু-হাতে দু মুঠা ধরি, দন্ত খিঁচাইয়া,
বলিতে লাগিলা কথা। হায় রে যেমতি,
কাঁদে বুড়ী ঠান্‌দিদী দন্তহীন মুখে,
ঝলকে ঝলকে, যবে বালিকা নাতিনী
প্রথমে স্বামির ঘর করিবারে যায়।
"গেঁজেলের গল্প সম এ খবর তোর,
টেলিগ্রাম ! সংগ্রামে যে বিলাতের মান
রাখিতে একাকী ছিল, অদ্বিতীয় বীর,
সে কি না মেহেদী হস্তে মারা গেল আজি,
বেকচ্চায় ? ইন্দুরের কলে কি ফেলিলা
কেশরীবরে বিধাতা ? থুথু দিয়া ছাতু,
ভিজাইলা দুঃখ দিতে ? হা রে রে গর্দ্দন,
কেমনে দেখাব মুখ টোরি-সম্প্রদায়ে ?
হাসিবে যে শত্রুকুল ; টিট্‌কারি সদা,

কেমনে সহিব হায় এ বুড়া বয়সে ?
বলেছিল কার্লাইল, আমি বড় বোকা,
তাই কি ফলিল আজি ? কি পাপে এ তাপ ?
হায় কেন কণ্ডূয়ন করিয়া এ ব্রণ
সাধে সাধে তুলিলাম ? কচ্ছ রক্ষা করা
এখন যে হ'ল ভার গোঁয়ারের হাতে ?
হায় রে কুক্ষণে আমি পর-স্বাধীনতা
হরিবার সাধে কেন হনু অগ্রসর,
দুরন্ত মিসর দেশে ? হায় রে যেমতি,
কুক্ষণে রামের সীতা লোভিয়া রাবণ
আপনি মজিল, স্বর্ণ লঙ্কা মজাইল।
ইচ্ছা করে, ছেড়ে ছুড়ে পলাইয়া যাই,
চাকুরি ইস্তফা করি : এত কি ঝঞ্ঝাট
সহে আর বুড়া হাড়ে ? ত্যজি রাজ্য ভার,
যাই চলি নিজ ঘরে, লাটিন গিরীক,
আলোচনা করি গিয়া ; আর মাঝে মাঝে,
কাটি গে ওকের গাছ বাঁচি যত দিন।"

বাহাদুরে অনুচর উপমন্ত্রী যত
বুড়ার বিলাপ শুনি বিব্রত হইয়া,
নিবেদিল যোড় করে—"শান্ত হও প্রভু !
আমরা গোল্লায় যাব, তুমি যদি ছাড়।
আমাদের মুখ চাহি, উচিত তোমার,
মোহমুগ্ধ না হইয়া, করিতে বিহিত।
বিশেষ বিষম কাল ; এ সময়ে হাল,

ছাড় যদি, ভরা ডুবি হবে যে নিশ্চয়।
পড়েছে বিষম গ্রীষ্ম, চিনচিনে রোদ,
এসময়ে মিসরেতে—সেই বালি বনে—
চালাকি ত খাটিবে না, চলিবে না হাত ,
মারিবে বালিতে ফেলে মেহেদী বজ্জাত্।
তাই বলি থাবা থুবা দিয়া থাক্‌ধার,
কোনক্রমে করিবার কর আয়োজন।
আবার পড়িলে জল, শীতল হইলে,
বাঁচি যদি, বুঝা যাবে। সদ্য ঠুকিঠাকি
চলুক যা হয় সেথা ; কাঁচা মাথা দিতে
বরঞ্চ ভারতী সেনা আনাও মিসরে।
মারা যায় তারা যাবে ; জিতিলে গৌরব,
লভিব লাভের তলে, হবে মাছ ভাজা
সেই সে মাছের তেলে। অধিকন্তু দেখ,
শুধু সে মিসর পানে তাকাইয়া যদি
অবিরত থাকা যায়,—সেথা সর্ব্বনাশ !
—সেথা, সেই স্বর্ণভূমে, ভারতবরষে,
অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, গৌরবের গোড়া,
রাজ্যের মুকুট মণি, ওড়ন পাড়ন,
যে ভারত নিয়ে এবে। কি কব অধিক ?
মনে কি পড়ে না প্রভু, গিয়াছ কি ভুলে,
হন্ হন্ করি রুষ ভারতের দিকে
দিন দিন আগাইছে ? কেবল কাবুল,
মাঝে থেকে জন্ বুলে ঋক্ষের কবল

হইতে করিছে রক্ষা ? যে জন্য আপোশে,
সীমাবন্দি করিবারে আমিন বাহাল
করিয়া পাঠান গ্যাছে কাবুল সীমায় ?
আপোশে রুষের ভাব ভাল ত বুঝি না।
গুরুতর কথা তাই। কেমন কেমন
গতি মতি রুষিয়ার, দেখ না বুঝিয়া!
আবশ্যক, বেশি বেশি সেই কথা ভাবা।
এ সময়ে কাতরিয়া হাত পা ছড়ায়ে,
হও যদি ভ্যাবাকান্ত, দশায় কি হবে ?
কে তবে রাখিবে মান ?—যায় যাক্ মান—
প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে সবাকার।
ভারত—ভবের হাট ; বেচা কেনা যত,
সবই ত ভারত নিয়ে ; প্লীহা-ফাটা ঘুশি
কোথায় বিকায় আর ? রাঙ দিয়া সোণা,
কোন্ হাটে পাওয়া যায়, সেওয়ায় ভারতে ?
অতএব তাজা হও, বিহ্বলতা ছাড়,
চক্ষু চিরে চারি দিকে চাও এক বার।”

নীরবিলা উপমন্ত্রী। চেতিলা সে বুড়া।
বহুক্ষণ বহু চিন্তা করি মনে মনে,
চালিয়া ডাইনে বামে মাথা ধীরে ধীরে.
বিশাল কপালভূমি রুমালে মুচিয়া,
কহিলা সে মন্ত্রীবর—“সত্য যা বলিলা!
ভারত-ভাবনা আগে ভাবাই উচিত।
যা হবার হইয়াছে, হউক যা হবে,

সূদনে মোহদী সনে। উলশালী তথা
যেন তেন প্রকারেণ কটা মাস কাটি,
থাকুক বরষা চাহি; ভরসা বিশেষ
সদ্য কিছু নাই সেথা! (হায় রে দুর্ম্মতি,
ভাবিনু মারিব মশা, খেনু গালে চড়,
মশার পালক পক্ষ পর্শিতে নারিনু!)
—সত্য কি রুষিয়া তবে ভারতের পানে
হইতেছে অগ্রসর? সীমানা-আমিনে
মানিছে না সে দুরন্ত? নিতান্ত পামর,
কৃতান্তে আনিছে ডাকি আপনা আপনি?
কথা নাই, বার্ত্তা নাই, এ ঠাঁই ও ঠাঁই
করিছে দখল থল। জানে না সে, আমি
এখনও জীবিত আছি? আজিও ফুৎকারে,
উড়াইতে পারি গিরি! এই বুদ্ধি বলে,
ধরাতল রসাতলে ফেলে দিতে পারি।
জ্যান্ত ফিরে যেতে ঘরে, অন্তরেতে সাধ
থাকে যদি রুষিয়ার, প্রান্ত কাবুলের
একান্ত ছাড়িবে তবে, নিকেটও কভু
ঘেঁসিবে না, আর। তার ব্যবস্থা করিব।”
এতেক কহিয়া মন্ত্রী, ছাড়িয়া হুঙ্কার,
রোষিয়া রুষের পরে, শাসাইয়া তারে
মধ্য আসিয়ার প্রান্তে নির্দ্দেশি তর্জ্জনী
সগর্জ্জনে বলে বাণী, বজ্রে অনুকারি,
—“যেখানে এখন তুমি আছ রে বসিয়া

এত নহে তব রাজ্য। মিছা মারা যাবে,
পড়িবে আমার কোপে, কথা না শুনিলে।
ভাল মানুষের মত অতএব বলি,
এখনি তফাৎ যাও, নতুবা লড়াই!"
উত্তর প্রতীক্ষা করি, ঋক্ষ-মুখ পানে,
চাহিয়া রহিলা মন্ত্রী। নিস্পন্দ ঋষিয়া।
বহুক্ষণ পরে, মাথা ঈষৎ তুলিয়া,
একটি কসের দাঁত কিঞ্চিৎ নিকাশি,
কটমটে মন্ত্রী মুখ চাহি কিছু কাল,
না করিয়া বাক্যব্যয়, গম্ভীরে মস্তক
অল্প হেলাইয়া মাত্র, উত্তরিল—"উঁহু"।
আবার পূর্ব্বের সেই ভ্রূক্ষেপ-বিহীন,
সেই সে হেলার ভাব—অজগর হেন!

তখন,

শুকাইল সকলের মুখ।
বুকের ভিতরে ধুক ধুক॥
ভাবনায় * * * * চুল।
সূত্রপাতে এই হুলস্থূল

লড়াইস্থ সংবাদদাতার পত্র।

[প্রাপ্তি স্বীকার।]

শ্রীচরণ কমলেষু—দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চাদৌ আপনার আশীর্ব্বাদে এ দাসের সমস্ত মঙ্গল হয় বিশেষ—পরে নিবেদন বহুকাল পরে আপনার আজ্ঞা পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। কিন্তু

(অভিমান)

ঠাকুর, আমি এবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারিব কি না আপনি ইহা জিজ্ঞাসা করায় আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। সেবার যখন কাবুলে লড়াই হয়, তখন আমিই ত আপনার সংবাদদাতা হইয়া গিয়াছিলাম, তবে এবার না যাইব কেন? বিশেষতঃ আমাকে লড়াই করিতে হইবে না, কাহার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হইবে না, কেবল সত্য মিথ্যা দু কথা দেখিয়া শুনিয়া তাহাই সাজাইয়া গোছাইয়া লেখা মাত্র। তা, বাঙ্গালী কোন্ কালে লেখা পড়ার কাজে পিছ-পা হইয়াছে, বলুন? সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতার নিমিত্ত সে কালে সমুদ্র ডিঙ্গাইতে মানুষ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এখন দেখুন, লক্ষ্মীছাড়া হইয়া শুদ্ধ লেখা পড়ার নিমিত্ত কত বাঙ্গালীই না সমুদ্র ডিঙ্গাইতেছে? তাহাতে আবার আমার ত চাকুরি করা। চাকুরির জন্য বাঙ্গালী কি

না করিতে পারে? অতএব আমি যাইব কি না, জিজ্ঞাসা করাটা আপনার ভাল হয় নাই। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মরিবার ভয় থাকিলেও আমি যাইতাম। কিন্তু মরিবার ভয় কি আর আছে? যখন ম্যালেরিয়ার পর ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর পরীক্ষা সহিয়াও বাঙ্গালী নির্ব্বংশ হইতেছে না, তখন মৃত্যু শব্দটা অভিধান হইতে উঠাইয়া দিলেও বোধ করি অন্যায় হয় না। তবে, "জন্মিলে জীবের অবশ্য মরণ"— এ হিসাবে মরিবার একটা কথা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমার ভাবনার বিষয় কি হইতে পারে? যে হেতু

(রাজ ভক্তি)

আমার অচলা রাজভক্তির কথা আপনার অবিদিত নাই। "শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কার্য্যে" প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ চব্বিশ ঘণ্টাই প্রস্তুত, তাহা ত আপনি জানেন। প্লীহা আছে—সৌখীন রাজজ্ঞাতির ঘুঁশির জন্য; হৃদয় আছে—শিকার-পেয়ারা রাজকুটুম্বের জন্য। কত বলিব? তবে আর, যুদ্ধ ক্ষেত্রটাই এত কি বেশি? এখানে মরিতে হইলে মরিব, কাহারও সখের কি ভ্রমের জন্য! সেখানে যদি মরি, তবে মরিব—দৈবাৎ। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন। আমি নিশ্চয় যাইব,

এবং বাছাই বাছাই খবর দিয়া খদ্দের মহলে আপনার পসার অটুট রাখিব। ফলতঃ

(বিলম্ব)

এত দিন আমি মধ্য আসিয়ায় পৌঁছিতাম। কিন্তু যখন সময় মত পিণ্ডিতে উপস্থিত হইতে পারি নাই, তখন তাড়াতাড়ি করা বৃথা, এই বিবেচনায় ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, এমন সময়ে বিলাত হইতে খবর পাইলাম যে, লার্ট রোজবেরি জর্ম্মণিতে যাইতেছেন, সুতরাং আমাকে আরও বিলম্ব করিতে হইল, তাহার কারণ

(তেলের গোল)

তেলের মীমাংসার ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। রুশিয়ার সঙ্গে সীমানা লইয়া বিবাদটা না হয়, যুদ্ধ বাধিয়া অকারণ ধনে প্রাণে মারা যাইতে না হয়, এ ইচ্ছাটা বিলাতী রাজপুরুষদের—আহা! তাঁহারা যে শান্তিপ্রিয়!—বিলক্ষণরূপেই আছে, তাহা আপনি জানেন। সেই জন্য জর্ম্মণির কূটমন্ত্রী বিষমার্ক যাহাতে মধ্যস্থ হইয়া গোলযোগটা মিটাইয়া দেন, তাহার চেষ্টা হইতেছে। সেই চেষ্টাতেই লার্ট রোজবেরির জর্ম্মণি যাত্রা। এখন, বিষমার্কের মত একটা লোককে হাত করিতে হইলে বিস্তর তৈলের আবশ্যক, ইহা বলাই বাহুল্য। দেখুন না, এই আমাদেরই রানেথা আমীরকে হাতে

রাখিবার জন্য কি না করিতে হইল? সুতরাং রোজ-বেরির তেলের দরকার হওয়াতে দস্তুরমত পরোয়ানা আসিল যে, এ ব্যাপারে যে তেলের আবশ্যক, তাহা ভারতবর্ষ হইতে ফিল্‌ফৌর পাঠান যায়। পরোয়ানা আসিবা মাত্র একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। পড়িবারই কথা। একটু আধটু তেলের কর্ম্ম নয়, রোজবেরির যত তেল চাই, তাহা গোটা ভারতবর্ষ না শুষিয়া লইলে কুলায় না। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত তেল যদি চালান দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বনাশ, যেহেতু তেলের কল্যাণেই অনেকের জীবিকা, তেল না থাকিলে অনেকের ব্যবসা লোপ, বৃত্তি লোপ! কাজেই একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, বিস্তর রাজা রাজড়া, আমীর ওমরা, হাকিম আমলা, চতুর্দ্দিক্ হইতে মোজাহেম দিতে আরম্ভ করিলেন। নানা স্থানে সভা হইল—কতই লম্বা চৌড়া বক্তৃতা হইতে লাগিল,—শেষে দরখাস্ত, দরখাস্তই কত! কিন্তু সকলগুলির পরিচয় দিতে গেলে, এ দুঃখের তৈল-কাহিনী কখনও ফুরাইবে না, সুতরাং কএকখানা প্রধান দরখাস্তের সার মর্ম্ম নিম্নে যথাযথ প্রকাশ করিতেছি।

(দরখাস্তের সারসংগ্রহ)

বাহাদুরি দরখাস্ত।—মহারাজা বাহাদুর রাজা বাহাদুর রায় বাহাদুর প্রভৃতি বাহাদুর দলের দর-

খাস্তের স্থূল মর্ম্ম এই ;—আমাদের পিতৃপুরুষেরা দেউল দিতেন, অন্নসত্র দিতেন, পুষ্করিণী দিতেন— পরমার্থের জন্য। তাঁহারা কামনা করিতেন—স্বর্গ, সাক্ষী করিতেন—অনন্তকাল। আমরা দিয়া থাকি খাঁটি তেল—স্বার্থের জন্য। আমরা কামনা করি উপাধির বাহাদুরি, সাক্ষী করি গবর্ণমেণ্ট গেজেট। সুতরাং সব তেল যদি দেশ হইতে চলিয়া যায় আমরা থাকিব কি লইয়া ? আমাদের তেলের কার-বার অতি বৃহৎ—ইস্তক লাট সাহেবের আরদালি,— নাগাইদ কনেষ্টবলের তল্‌পিদার সর্ব্বত্রেই আমাদের তেলের যোগান। দেশের সমস্ত তেল থাকিতেও আমরা কুলাইতে পারি না,—পষ্টই দেখুন, কাঙ্গা-লীর রুক্ষ মাথায় এক ফোঁটা তেল পড়ে না। এমত অবস্থায় এ দেশের তেল বিদেশে চালান দিলে আমা-দের গতি কি হইবে ?

ভুয়াজারি দরখাস্ত।—জনকতক ভুয়া লোক খুব নামজারি করিয়াছে, তাহাদের দরখাস্তের মর্ম্ম ;— তেল আমাদের সর্ব্বস্ব। তেলের জোরে আমরা মানুষ হইয়াছি। আমাদের ইতিহাস নাই, পরিচয় দিবার পন্থা নাই, অথচ শুদ্ধ তেলের জোরে আমরা পণ্ডিত, আমরা বড় লোক, আমরা নবাব। তেলের গুণে কেবল আমাদেরই জীবন-পথ সরল হইয়াছে এমন নয় ; আমাদের বংশরক্ষার উপায় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দরকার হইলে, সদর

অন্দর দিয়া আমরা সমানে তেলের সরবরাহ করি; তেলের প্রসাদে ঘরে রাজযোগ হয়, বাহিরে গোল-যোগ নিবারণ হয়। আমরা তেলাপোকা—এখন পাখী হইয়াছি। তেল ছাড়িলে আমরা থাকিব কি লইয়া?

পায়াভারি দরখাস্ত।—জনকতক সদরালা যে দর-খাস্ত দাখিল করেন, তাহার মর্ম্ম এই;—আমাদের এই বড় পায়া, শুদ্ধ তেলে। আমরা লেখা পড়া করি নাই, এমন নয়; কিন্তু সে লেখা পড়ার ফলে অমাদের ঘটিত—উপোষ। তাহার পর যে দিন তেল হাতে করিলাম, সেই দিন অবধি নির্ভাব-নায়—খোরপোশ। এখনও আমাদের তিন প্রস্ত তেলের নিত্য প্রয়োজন, সেরেস্তাদারের হাতে সালকাবারি রিপোর্ট,—তাঁহার তেল চাই। জজের হাতে জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি,—তেল চাই। আর, আইন কানুন ভাবিয়া বিচার আচার করিতে হইলে রিটারণ দোরস্ত করিতে পারি না, সুতরাং নথীটী হাতে পড়িলেই বুদ্ধিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে হয়, তখন নাকে দিবার জন্য আবশ্যক হয়—তেল। তেল নহিলে আমাদের এক পা চলিবার উপায় নাই। কেমন করিয়া তবে তেল ছাড়িতে পারি?

এইরূপ বিস্তর দরখাস্ত, কিন্তু পুঁথি বাড়িয়া উঠিতেছে। অতএব শেষ কালে

(খোশ খবর)

বিশেষ বিবেচনা করিয়া সকলেরই মোজাহেম মঞ্জুর করিতে হইয়াছে। পঞ্চানন্দের দরখাস্ত ছিল না, তথাপি চরকা ঘুরিবার মত কিছু তেল রাখা হইয়াছে। কেহই বঞ্চিত হয় নাই, মাজিষ্টরের আরদালিদের জন্য ডিপুটী বাবুদের তেল পর্য্যন্ত মঞ্জুর হইয়াছে। পরিমাণের তালিকা বারান্তরে পাঠাইব। দুঃখের বিষয় উকীল বাবুদের দরখাস্ত খানি কেবল নামঞ্জুর হইয়াছে। ইহাঁরা চাহিয়াছিলেন হাকিমদিগকে দিবার জন্য; কিন্তু ইহাঁরা যে তেল দেন, তাহা কেবল লঙ্কা ফোড়ন দিবার জন্য, এই কথা প্রকাশ পাওয়াতে, ইহাঁদের তেলটুকু সরকারে জব্দ হইয়াছে। এবং সেইটুকু মাত্র লাট রোজবেরির কাছে সবিস্তার রিপোর্ট সহ চালান গিয়াছে, তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে, যে বাকি কাজ চর্ব্বি দিয়া সারিবেন।

যাহা হউক, এ ব্যাপার এক প্রকার সমাধা করিয়াছি। এইবার যুদ্ধার্থে রওয়ানা হইলাম। আপনি গিন্নীর প্রতি নজর রাখিবেন, তিনি যেন এই হেপায় বলন্‌টিয়ারীতে নাম লেখাইয়া ফেলেন না। *

* (পাঁচুর টীকা)—কথায় কথায় মনে পড়িয়া গেল। চারি শ বাবু বলন্‌টিয়ার হইবার প্রার্থনা করিতেছেন। এ হুজুকে পঞ্চানন্দ না মাতিলে শোভা পায় না, তাই কি তাঁহার রাজভক্তির উপরেও চোট লাগিতে পারে? অতএব এতদ্দারায় সর্ব্বসাধা

লড়াইস্থ সংবাদদাতার পত্র।

(বাজে কথা)

ঠাকুর গো, প্রণাম হই।

শ্রীচরণ হইতে বিদায় হইয়া বালা-মুরগবের পশ্চিম পারে উপস্থিত হইয়াছি। সীমাবন্দির আমীন শ্রীযুক্ত শ্রীপিতার লোমসূদনের সঙ্গে দেখা করিয়াছি, তিনি শারীরিক ভাল আছেন, তবে বেতনে বাসা খরচ কুলায় না বলিয়া আমার কাছে একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের অভাব নাই, সুতরাং চাঁদা তোলারও বিরাম নাই। সেই তহবিল হইতে ইহাঁর সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিব বলিয়া আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছি।

[যুদ্ধের অন্বেষণ]

যুদ্ধের নিমিত্তই আমার আসা, কিন্তু যুদ্ধ খুঁজিয়া পাইলাম না। ইংরেজের সঙ্গে রুশের যুদ্ধ কি সূত্রে

রণাক জানান যাইতেছে যে, পঞ্চানন্দ বলণ্টিয়ার হইতে ২ করেন, কিন্তু এই কয়টী সর্ত্ত আছে,—(১) বন্দুক ধরা অভ্যাস নাই, সুতরাং বন্দুকের আওয়াজের পরিবর্ত্তে পঞ্চানন্দ গলার আওয়াজ মাত্রে কাজ সারিবেন, (২) সরকার হইতে একটী তল্পিদার দিতে হইবে, নহিলে ছিটা, বারুদ, গোলাগুলি, খাবার-দাবার, মোট পুটলি বহিবে কে? (৩) বেলা আটটার পূর্ব্বে এবং নটার পর পঞ্চানন্দ হইতে কাজ হইবে না, গ্রীষ্মে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, তাই উঠিতে বিলম্ব; আর, রৌদ্রে মাথা ধরে, কাজেই নটার পর অকর্ম্মণ্য। (৪) একটী মশারি চাই—কামানের শব্দ সহা যায়, মশার শব্দ কিছুতেই বর্দাস্ত হয় না। মনে থাকে যেন পঞ্চানন্দ এখন 'সুশিক্ষিত' অথচ রাজভক্ত বাঙ্গালী।

ঘটান যাইতে পারে, তাহারই এখনও নির্ণয় হয় নাই, যুদ্ধ ত পরের কথা। তবে কাবুলকে মার খাওয়ান— সে স্বতন্ত্র কথা। তা সেবারও হইয়াছিল, এবারও হইয়াছে। সেবারের মার বিজ্ঞানের সীমার-খাতিরে। এবারের মারের কারণ—অজ্ঞানের সীমা। অর্থাৎ, কার সীমা, কিসের সীমা, কে করিবে, কেন করিবে, এ সব নাকি কাবুল-বেচারা কিছুই জানে না, সুতরাং তাহার মার খাওয়া আবশ্যক, ইহা সভ্য জগতে সর্ব্ববাদী-সম্মত বলিয়াই স্থির কৃত হইয়াছে। বাস্তবিক কাবুলের জন্য দুঃখিত হইবারও কোন কারণ নাই,—এমন সিংহ ভল্লুকের মধ্যস্থ সে হয় কেন? "মাঝে থাকিলেই মারা যায়"—এ প্রবাদ ত তাহাকে মানিতেই হইবে।

[প্রহারের প্রকরণ, উভয় পক্ষ নির্দ্দোষ]

কাবুলের যৎকিঞ্চিৎ লাঞ্ছনা হইতেছে, সত্য; কিন্তু সে জন্য, ইংরেজ কি রুশ কেহই দোষী নহে, ইহা আমি সরেজমীন তদন্তে বিশেষ রূপেই জানিতে পারিয়াছি। তবু যে কাবুল মার খাইতেছে, তাহার প্রণালীটা বুঝাইয়া দিলেই আপনি নিগূঢ় তত্ত্বটুকু সংগ্রহ করিতে পারিবেন। মনে করুন, কাবুল হইতেছে যেন এক দুম্ব ভেড়া, তার মাথাও আছে, লেজও আছে। এখন, এই দুম্বর এক দিকে আছেন একটী সিংহ, আর এক দিকে আছেন একটি ভাল্লুক;

দুজনেই খুব ভালমানুষ—পরোপকারী, নিরামিষভোজী নির্ব্বিকার, নিরাময় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারক। উভয়েরই ইচ্ছা যে দুরন্ত দুর্দ্দান্ত দুম্বটা মুখপানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে, এবং অবহিত চিত্তে অনন্য মনে সেই পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশামৃত পান করিয়া চিরজীবী হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এবং বিধির বিড়ম্বনায় দুম্বর একটী বই মুখ নাই। সেকারে দুম্ব ভালুকের দিকে মুখ ফিরাইয়া উপদেশ শ্রবণ করিতেছিল, সুতরাং দুম্বর লেজটি তখন সিংহের মুখের কাছে আসিয়া লোলভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সিংহের ধারণা আছে যে তাঁহার উপদেশই অমৃত, তাহাই পান করিলেই অমরত্ব। কিন্তু ভালুকের কার্য্যে হস্তক্ষেপ তিনি করিবেন কেন? সুতরাং ভালুকের সঙ্গে কথাটি না কহিয়া, অথচ কেবল দুম্বর মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া লইবার মৎলবে তাহার লেজে এক কামড় দিলেন। এবার তাহারই পাল্‌টা হইয়াছে; সিংহের দিকে দুম্বর মুখ, অগত্যা ভালুক তাহার লেজ ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। তবেই দেখুন, দুম্ব নিজ দোষেই মারা যাইতেছে। ইহাতে সিংহ ভল্লুকের অপরাধ কি? বাস্তবিক, ইংরেজে রুশে বিবাদের কিছু মাত্র কারণ নাই; তবে উভয়েই না কি জগতের সুখবৃদ্ধি করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহাতেই যত যাহা হউক।

[কুমারাভ-দর্শনে]

যুদ্ধ খুঁজিয়া পাইলাম না, সুতরাং যুদ্ধের গোড়া রুশ-সেনাপতি কুমারাভের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে গেলাম। কাজ কর্ম্ম নাই, লাঠালাঠি মারামারি কিছুই নাই, এ বিষম গ্রীষ্মে করি কি? কাজেই বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে সেই সেনাপতির শিবিরে উপস্থিত হইলাম। সেনাপতি আমাকে দেখিবা মাত্রই চিনিয়া ফেলিলেন, কত আদর করিলেন, জলযোগের আয়োজন করিতে চাহিলেন কিন্তু সায়ংসন্ধ্যার ওজর করিয়া আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম। তাহার'পর দুইজনে যে কথোপকথন হইল, অবিকল নিম্নে লিখিয়া দিতেছি।

(কথোপকথনে)

আমি। কি জান, ভারতবর্ষের লোভটা পরিত্যাগ করাই ভাল, নইলে তোমাদের ভদ্রস্থতা নাই।

কুমা। ভারতবর্ষে ত আমাদের লোভ নাই, আপনি অন্যায় দোষ দিতেছেন!

আমি। লোভ নাই ত এদিকে আসা কেন?

কুমা। ঠিক যে জন্য ইংরেজের আসা—সভ্যতা জ্ঞান এবং ধর্ম্মের বিস্তার।

আমি। কিন্তু ইংরেজ ত এখন সে কাজ করিতেছেন, তবে আবার কেন?

কুমা। ভারতবাসীর কষ্ট মোচন হইতেছে কৈ?

আমি। তোমরাই কি তাহা পারিবে?

কুমা। এক শ বার পারিব। ইংরেজ স্বয়ং তাহা স্বীকার করিবে, তাহার যোগাড়ও করিতেছে।

আমি। সে কি রকম ?

কুমা! ইহা আর বুঝিলেন না ? প্রথমেই ধরুন, ইংরেজ ভারতবাসীকে বিশ্বাস করে না, আমরা খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু সকল কথা আজ আপনাকে বলিতে পারিব না। তবে মোটামুটী বলিয়া রাখি ভারতবাসী স্বয়ং নিমন্ত্রণ না করিলে, আমরা পা বাড়াইব না। নিমন্ত্রণের ভরসা আমাদের বিলক্ষণ আছে।

আমি। (হাস্য সম্বরণে অপারগ হইয়া) তবে তুমি রাজভক্তির কোনও খপরই রাখ না।

কুমা। রাখি। কিন্তু সে রাজভক্তি টেঁকিবে না। ইংরেজের বাহুবল আছে, বুদ্ধিবল নাই। আতঙ্কে চমকিয়া উঠা তাহার অভ্যাস—

আমি। রাজ নিন্দা আর গুরু নিন্দা—তুল্য কথা। আমি আর শুনিতে চাই না। তোমরা বড় লোভী। পড় যদি কখনও কোন ডেপুটী মাজিস্ট্রেরের পাল্লায়, তবে টের পাইবে। সদ্য একবার দণ্ডবিধি, আর কার্য্যবিধি কিছু কিছু দেখিয়া রাখিও। তাহা হইলে আর তোমার অমন আল্‌গা মুখ থাকিবে না।

কুমা। দেখিতে হইবে না, দেখিয়াছি। ঐ দণ্ড বিধি কার্য্যবিধিই আমাদের কতকটা ভরসার স্থল।

আর আপনার ঐ ডেপুটী বাবুরাই আমাদের কতক কতক মুরুব্বি।

আমি। বুঝিতে পারিলাম না।

কুমা। আমার দুরদৃষ্ট।

আমি। আচ্ছা, তোমাদেরই যেন হইল, তাহা হইলে ইংরেজ পারিতেছে না, তোমরা ভারত-বাসীর দুঃখ মোচন করিবে কেমন করিয়া?

কুমা। বিলাত স্বর্গ, ইহা আপনারা মানেন, আমরাও মানি। কিন্তু রুষিয়াও স্বর্গ। আপনাদের পক্ষে রুষিয়া-স্বর্গই শ্রেষ্ঠ। রুশিয়া পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা হইতে পারে, বিলাত পর্য্যন্ত তা' হইতে পারে না। স্বর্গের বাঁধা রাস্তাই সকল দুঃখ মোচনের একমাত্র উপায়।

[নিদ্রাভঙ্গ]

হাসিতে হাসিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন দেখি যে, আমি যে দড়ির খাটে বার মাস শুইয়া থাকি, এখনও ঠিক সেই দড়ির খাটে শুইয়া আছি। সেই মশা, সেই ছারপোকা, সেই সমস্ত। ঢেঁকির সুখ স্বর্গেও নাই, মনে করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

[যথাশাস্ত্র উপসংহার]

অপর সমস্ত মঙ্গল। গিন্নীর গোপহার ছড়াটা সেক্‌রা দিয়াছে কি না, ফেরত ডাকে লিখিতে আজ্ঞা হইবেক, আমি তজ্জন্য উদ্বিগ্ন রহিলাম। ইতি।

মেয়েমানুষের দরখাস্ত।

(নশনিরানব্বই জন মেয়েমানুষের দস্তখতি নিম্নলিখিত দরখাস্তখানি লাট সাহেবের কাছে প্রেরিত হইয়াছে।)

অধীনিদের নিবেদন এই যে,

রুশিয়ার জারের সঙ্গে আমাদের মহারণীর ঝগড়া বাধিবার উপক্রম দেখিয়া, দেশশুদ্ধ লোক লড়াই করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাজভক্তির জন্য আমাদের পুরুষ মানুষেরা চিরদিনই প্রসিদ্ধ; কিন্তু এমন গলা-চের চেঁচানে রাজভক্তি এ দেশেও আগে দেখা যায় নাই। তা বেশ্ কথা। এ দেশে রাজভক্তি থাকাই ত ভাল; থাকাও উচিত। আপনি পুরুষদের ভর্ত্তি করিয়া লইবেন। যদি তাহারা লড়াই করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, তবে তাহাদের পুরুষত্বের একটা দলিল হবে, দেশের মঙ্গল হবে; যদি মারা পড়ে, আপদ যাবে। কাপুরুষের মরণই ভাল। এক ভাবনা, আমরা বিধবা হব। তা হই, হব; দুদিন না হয় বিধবা হইয়াই কাটাইব। দুঃখ কিছু চিরদিনের তরে নহে; কত প্রমথ মন্মথ আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য এখন অরণ্যে রোদন করিতেছেন, আমরা যোগাড় করিয়া বিধবা হইতে পারিলে, তাহাদের দুঃখ আমাদের দুঃখ একসঙ্গেই লোপ পাবে।

কিন্তু নাথ, রাজভক্তি কি পুরুষদেরই একচেটে?

আমাদের কি একটুও ভাগ নাই? আপনি একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, রাজ-ভক্তির কারণ আমাদেরই এখন বেশি বেশি। পুরুষ মহলে অনেক কান্নাকাটি শুনিতে পাওয়া যায়; তাদের এ সুখ-সাগরেও লোণা জল। টেক্স দিতে, আফিস যেতে, লাথি খেতে, কত লাঞ্ছনাই তাদের ভুগিতে হয়। কিন্তু আমাদের সে সব উৎপাত ত নাই; অধিকন্তু আছে, কেবল সুখ-সাগরে সাঁতার দেওয়া, আর বারাণ্ডাতে হাওয়া খাওয়া। আমাদেরই ত নিখুঁত রাজভক্তি।

মনে করিতে পারেন যে, আমরা অবলা। সেটি কিন্তু মিছা বদ্‌নাম। সে কালের কথা যাই হউক, এখন আমরা খুব প্রবলা, তার সন্দেহ নাই। যদি চান, ত আমাদের ভুক্তভোগী গুরুজনের সার্টিফিকেট এ বিষয়ে আমরা দাখিল করিতে পারি।

পুরুষেরা আমাদের চিরশত্রু, তাদের সঙ্গে নিত্যই আমাদের সম্মুখ সমর, এ কথা আপনার অবিদিত নাই। তারা বরাবরই আমাদের ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায়, আমাদের কলঙ্ক রটানই তাদের ধর্ম্ম। মিনতি করিতেছি, তাদের কথা শুনিয়া আমাদের কোমলপ্রাণে দাগা দিবেন না। ঝগড়া করা আমাদেরই কাজ। পুরুষেরা ইয়ার ভাল হইলেও বলণ্টিয়ার হইয়া কি করিবে? বলণ্টিয়ার হইব আমরা। পুরুষে বীর হইতে পারে বটে কিন্তু আমরা প্রমদা করিয়ে ত। অতএব

অনুমতি করুন, আমরা এখন বলণ্টিয়ার হই। কালে, পালে পালে অভিমন্যু পাইবেন।

এখন পুরুষেরা অস্ত্র ধরিতে জানে না, তাদের মোটেই অভ্যাস নাই, কলমটী পর্য্যন্ত দপ্তরী কাটিয়া দেয়। আমরা তবু সূচ ফুটাইতে পারি, জাঁতির ব্যবহার জানি। তার উপর, আমাদের সেই দিব্য অস্ত্র—ঝাঁটা। আশা করি, ঝাঁটার স্বাদ আপনারও অবিদিত নাই। যেখানে অস্ত্র নিয়ে কাজ, সেখানে আমাদিগকেও লওয়া উচিত। আমাদের না নেবেন কেন? জয় পরাজয়ের ব্যাপারে শক্তিকে উপেক্ষা করিবেন না। ভারত আপনাদের অধীন; কিন্তু দুনিয়ার পুরুষ আমাদের অধীন। আমরা যে "অধিনী" বলি, সে আমাদের মাহাত্ম্য। জানেন না কি যে আমাদের কটাক্ষে প্রলয় হয়?

আপনি জানেন, চিররসময়ী বাঙ্গালায় আজ কাল আবার যত বীররস, গোটা পৃথিবীতে তাহা পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা কবি, বীর রসের মা। সে বাঙ্গালা পড়ে কে? পুরুষে? কখনই না। আশায় বুক বাঁধিয়া, এ বীররসের তরঙ্গ আমরাই বুক পাতিয়া লইতেছি। আর যে ধরে না, আর যে সহিতে পারি না। হৃদয় ধূ ধূ করিতেছে, প্রাণ হু হু করিতেছে। আমরা বলণ্টিয়ার হইতেছি, আপনি গ্রহণ করুন, আমাদের শিক্ষার পরীক্ষা লউন; হাতে ধরিতেছি, মাথার দিব্য দিতেছি: অনুমতি করুন, আমরা একবার

মাথার কাঁপড় ফেলিয়া বাহির হই। শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি চিন্তা করিবেন না; আমাদের পুরুষগুলা যদি পারে, আমরা দশবার পারিব।

শুধু-মুখের-কথার-প্রয়াসিনী
চির অধীনী

বঙ্গমহিলোত্তলনী সভা,
বৈশাখ, ১৩০৩ হিজিরা।

শ্রীমতী বিলাসিনী কার্‌ফার্‌মা
" সুলোচনা দত্ত,
" দিগম্বরী চট্টরাজ প্রভৃতি

ভুটো বকেয়া গল্প।

(১)

সাক্ষীর জেরা হইতেছে। মুন্সেফ বাবুর টান সেই সাক্ষীর দিকে, সুতরাং যে উকীল জেরা করিয়া সাক্ষীকে নাস্তানাবুদ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, মুন্সেফ বাবু তাহার উপর খুব চটিয়া উঠিলেন। ক্রমে কথায় কথায় রাগারাগি পর্য্যন্ত হইল। তখন হাকিম ধৈর্য্যহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার মত গাধা উকীল আমি কুত্রাপি দেখি নাই।"

উকীল বাবু বিনয় নম্রভাবে উত্তর দিলেন—"তা কেমন করিয়া দেখিবেন? উকীল গাধা হইলেই যে মুন্সেফ হইয়া যায়।" তাহার পর নির্ব্বিরোধে জেরা চলিতে লাগিল।

(২)

রামেশ্বর ঘোষাল সেকেলে মোক্তার। নাছোড় হইয়া ডেপুটী বাবুর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করিতেছে।

অনেকবার বুঝাইবার চেষ্টা, ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াও ডেপুটী বাবু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ঘোষালের বক্তৃতা চলিতেই লাগিল। তখন ডেপুটী বাবু বলিয়া ফেলিলেন—"ঘোষাল তুমি বড় বোকা।"

ঘোষাল বক্তৃতা বন্ধ করিয়া বসিয়া পড়িল। ডেপুটী বাবু বৎসরাবধি এ মহাকুমায় কাজ করিতে-ছেন, সকলকার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়া যাতা-য়াতে, একটু চক্ষুলজ্জাও জন্মিয়াছে, কাজেকাজেই ঘোষালের ভাব দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলি-লেন—"কিহে ঘোষাল, রাগ করিলে নাকি?"

ঘোষাল।—"না হুজুর, রাগ কেন করিব? তবে বড় দুঃখ হইল বটে।"

ডেপুটী।—"একটা কথা বেরিয়ে গিয়েছে, তা যাউক। দুঃখ করিও না।"

ঘোষাল।—"দুঃখ ত আমার জন্যে নয়, দুঃখ আপনারই জন্যে। আগে আগে যত হাকিম এই এজলাসে বসিয়াছেন, তাঁরা প্রথম দিনেই আমাকে বোকা ঠাওরাইয়া লইতেন, তা এই সামান্য কথাটা ঠিক করিতে আপনার এক বৎসর লাগিল, তাই আপ-নার জন্যে আমার দুঃখ হইতেছে।"

ক্ষেপা খগেশের টিপ্‌নী।

(ভারি হাসির কথা)

মশাল ধরিয়া যে আগে আগে পথ দেখাইয়া যায়, সে আপনি কিছু দেখিতে পায় না।

যে পাখা টানিয়া সমস্ত ঘর ঠাণ্ডা রাখে, সে আপনি গরমে গলদঘর্ম্ম হয়।

জল ছিটাইয়া পথের ধূলা যে মারিয়া দেয়, তাহাকে খুব ধূলা খাইতে হয়।

যে দিন ব্রাহ্মণ ভোজনের ধূমধাম, সে দিন বাড়ীর কর্ত্তার প্রায় আহার যোটে না।

যে, শ্রাদ্ধ করে, প্রায় তাহারই শ্রাদ্ধ হয়।

মাথা নাই,—বাকি সবই আছে।

ভিতরে কিছু নাই গো!—কিছু নাই। সব পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে। ভারত-মাতার জন্য চিন্তা, সে ত সহজ আগুন নয়। দিবা নিশি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে;—এত যে বোতল বোতল ব্রাণ্ডি, ডজন ডজন সোডাওয়াটার, রাশি রাশি বরফ, তাহাতে ত সে আগুন নির্ব্বাণ হয় না, বাড়বানলের মত সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়া থাকে—এই মাত্র। যদি এ জল-যোগ না থাকিত, তবে, দাবানল হইত,—সংসার থাকিত

না। আহা! ভারত-চিন্তাতেই তিনি গেলেন! এমন ভারত-ছাড়া চিন্তাও কি হইতে হয়? তবু দেখ তাঁহার ঐ চিন্তা।

তোমাদের চিন্তা আর তাঁহার চিন্তা—অনেক তফাৎ। বিলাতে ভারতে, পশ্চিমে পূর্ব্বে, যত তফাৎ, ততই, বরং তাহা হইতেও বেশি তফাৎ। তোমাদের চিন্তায়, শরীর শুকায়, তত কাজ ফলে না। কিন্তু তাঁহার চিন্তায়? আর্য্যধমনীর ভিতর দিয়া মহা-বেগে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত করিতে থাকে। নলের ভিতর দিয়া কলের জল তত বেগে ছুটে না, তাঁহার চিন্তায় ধমনীতে ধমনীতে আর্য্যশোণিত যেমন ছুটে। ধমনী কাটিয়া যায় না, এই ভাগ্য। ফাটে না, কিন্তু ধমনী নাচিয়া উঠে। যখন নাচে, তখনই ভূমিকম্পের সূচনা হয়; যখন বক্তৃতারূপে কিম্বা সংবাদপত্রের প্রবন্ধ-মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তখনই আগ্নেয় গিরির উদ্‌গার, এ কি সামান্য চিন্তা!

ভিতর পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। ঐ যে চেরাসিঁতি, চস্‌মা চেন, চোগা চাপকান, ছড়ি ঘড়ি, সেরেক্ সেই ছাই গাদার আচ্ছাদন বৈ ত নয়। ও সব যদি না থাকিত, তবে ভিতরের ছাই ত দেশ ছাইয়া ফেলিত। পোড়া ভারতের দায়ে তাঁহার কি আর কিছু আছে?

ভারতের তরে তিনি কি না ছাড়িয়াছেন? মা বাপ, ভাই, ভগ্নী; লোক লৌকতা, কুটুম কুটুম্বিতা, দয়া, মায়া, সবই ত তিনি অকাতরে অম্লানমুখে বিস-

র্জ্জন করিয়াছেন। এখন যে চক্ষুলজ্জা—নিতান্ত মুটে মজুরেরও যাহা আছে—তাহাও কি আর তাঁহার আছে? তবু ত পোড়া দেশের লোকে বুঝিল না। এ দুঃখ রাখি কোথায়?

ছাড়েন নাই বটে স্ত্রীকে। তা, স্ত্রীকে ছাড়িলে সংসার চলিবে কি লইয়া? ছাড়েন নাই, পোলাও, কালিয়া, চপ্ কাটলেট, কাবাব, কোপ্তা; ছার আহার নহিলে যে জীবনধারণ হয় না। সাজ সজ্জা?—কেবল লোকলজ্জা নিবারণের জন্যেই ত? গাড়ী ঘোড়া?—ভারতের হিত করিতে এক ফোঁটা সময় কি নষ্ট করিবার যো আছে? কাজ যে কত বেশি! সময় যে কত কম! অন্নেয়ের মাথায় বোঝা কত! কাজেকাজেই দশ টাকা রোজগার যাহাতে হয়, তাহাই বা না করিলে এসব চলে কিসে?

তায় তিনি একা। এক দিকে কোটি কোটি, অন্য দিকে তিনি একেশ্বর! ছোট খাটো একটী পাড়া নয়, এক খানি গ্রাম নয়, একটা জেলা নয়, সামান্য যে বাঙ্গালা মুলুক, তাহাও নয়,—অখণ্ড ভারতবর্ষ ষোল আনা "এক" করিতে হইবে; তাহাতে তিনি একা। দেশের লোক মরে না গা!

আবার, দেশই বা কেমন? দেশের লোকগুলারই বা রকম কি? অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্ব্বর! বিজ্ঞানের ব জানে না, ইংরেজীতে এক খানা চিঠি লিখিতে—প্রায় ত পারেই না, যে পারে, সে এক ডজন ভুল না করিয়া

ছাড়ে না। ভদ্র লোকের কাছে, তাঁহার যে কত লজ্জা হয়, তাহা কি বলিবার কথা ?

দেশের লোকের যদি বুদ্ধি শুদ্ধির বাষ্প বিন্দু থাকে ! ইহারা কি আর্য্যসন্তান ? আর্য্যের সে বীর্য্য, সে তেজ, সে উৎসাহ, সে উদ্যম ইহাদের কৈ? আছে কেবল ইহাদের কদাচার আর কুসংস্কার ! যাহা বলিয়াছে,যাহা করিয়াছে সেই বকেয়া বাপ পিতামহ, সেই চোয়াড়ের অধম চৌদ্দপুরুষ,তাহাই ইহাদের বেদ,তাহাই ইহাদের ব্রহ্ম। তাহাতেই যদি চলিত, তবে তাঁহার জন্মগ্রহণের শ্রম স্বীকার করা কেন ? কিন্তু তিনি একা। একবারমাত্র পদদলন করিয়া লক্ষ পিপীলিকা বিনষ্ট করা যায়, কিন্তু একটি একটি করিয়া সেই পিপীলিকা গুলাকে মাথায় তোলা কি সোজা কথা ? শুধু বাঙ্গালা হইলে যদি তাঁহার সে সামর্থ্যের কিছু মাত্র সৎকারও হইত, তবে বাঙ্গালা এত দিন ভারত-ছাড়া, পৃথিবী-ছাড়া হইয়া কোন্ দিন স্বর্গলাভ করিত। কিন্তু স্বাদ, তাঁহার আশা, তাঁহার উদ্যোগ, তাঁহার চেষ্টা—এক খানি আস্ত ভারত। হয়, ভারত—না হয়, কিছুই না।

তিনি আর্য্যসন্তান, আর্য্যকুল উজ্জ্বল করিয়া কুল গৌরবে গর্ব্বিত। জগৎ যখন অজ্ঞানান্ধকারে ; মিসর হাসে নাই, গ্রীস ভাষে নাই, রোম রোষে নাই —তখনকার তিনি আর্য্য। ব্যাসবাল্মীকি দ্রোণভীষ্ম, তাঁহার বুকের ভিতর হাঁডুডু খেলিয়া বেড়াইতেছে। আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যনীতি, আর্য্যবিজ্ঞান, আর্য্যশিল্প, আর্য্য-

ভাষা, আর্য্য আচার, আর্য্য ব্যবহার—এই সব লইয়াই ত তিনি গৌরব করেন। কিন্তু ভাই, এ গুলিতে খুঁত আছে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কিছুই নয়, নির্দ্দোষ কেহই নয় —সমস্তই জঞ্জালে জড়িত, আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন। প্রতীকার চাই, সংস্কার চাই, সৎকার চাই, এবং সেই মাত্রায় চীৎকার চাই। নহিলে, তিনি কেন জন্মিবেন ? জন্ম পরিগ্রহ না করিলে, তাঁহার কি কিছু অচল ছিল ?

পোড়া লোকে ইহা বুঝে না, এই আপশোষ। তাই তাঁহার সঙ্গে কেহ মিশে না, কেহ তাঁহার কাছে ঘেঁসে না। তিনি একা। কিন্তু ভারতেরই দোষে ভারতের ঐক্য হয় না। তাঁহার দোষ কোথায় ? তিনি ত রফা করিতেও রাজি। কেন তবে লোকে করে না ? ভাল ত তাঁহাদেরই! রফাও হয় অল্পেই। তিনি এত ছাড়িয়াছেন—দেশের খাতিরে ; দেশও কিছু ছাড়ুক —তাঁহার খাতিরে। ক্ষমা ঘৃণা নহিলে মিটমাট হয় না ; তা, ঘৃণা তিনি যথেষ্টই করেন ; ক্ষমার ত কথাই নাই ; তাঁহার ক্ষমতা মত কাজ হইলে কাহারও ধড়ের সঙ্গে মাথা থাকিত না কি ? যাহাই হউক, তিনি এত সহিয়াছেন, লোকেও কিছু সহুক। তাঁহার মতে মত দিলেই সব চুকিয়া যাইবে, তাঁহার হইয়া এ কথা আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি।

কথা কি জান, আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যকর্ম্ম, আর্য্যরীতি, আর্য্যনীতি, এ সব ভাল বটে, কিন্তু তাহাতে নানা

গলৎ। বিশেষত, শাস্ত্র খুঁজিয়া না দেখিলে কি যে কি তাহাও ঠিক করা অসাধ্য। কিন্তু তোমরাও জান, তিনিও মানেন, আমিও মানি যে, শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁহার কোনও সম্পর্ক কখনও ছিলও না, কখনও হইবেও না। শাস্ত্র শিখিবার উপায়ও নাই। এখন ত আর সংস্কৃত শিখিতে সময় দেওয়া যায় না; বরং সময় থাকিলে ফরাশি জর্ম্মান অভ্যাস করা যাইতে পারে, বক্তৃতার জন্য গলা ভাঁজা যাইতে পারে। তাহাতে আবার তাঁহার কত কাজ! মীটিং আছে, সিটিং আছে, ঈটিং আছে! তা ছাড়া মাটসিনির ডিম্ব পাড়া, বিধবার পতি খাড়া, সমাজে নাক ঝাড়া,—কত কি অবশ্যকর্ত্তব্য আছে। বাজে কাজ করেন কখন? তবে আসল কাজে তাঁহার খুব ঠিক; যে পাণ্ডিত্যের জন্য পাঠের প্রয়োজন নাই, তাহাতে ত তিনি পরিপূর্ণ! বুদ্ধির জোরে যাহা হয়, তাহা করিতে তিনি ত কখনই অপ্রস্তুত নহেন। বুদ্ধিতে যদি আগাগোড়া সমস্ত না কুলায়, তবে তাহার দায়ী তিনি হইবেন কেন? সে ত ভগবানের দোষ।

সে দিন তাঁহার সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল। আহা! কি বিনয় নম্রভাব! কেমন মধুমাখা কথা। কিবা হাত দুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে, মাথা হেলিয়ে, দাঁত— থাক্, আর কাজ নাই, একবার বর্ণনার ছটাটা আরম্ভ করিলে, তাঁহার কথা আর বলা হইবে না। অতএব তিনি যাহা বলিলেন তাহাই বলি। তিনি বলিলেন,—"আমি

আত্মশ্লাঘা ভাল বাসি না; কিন্তু ইহা বলিলে বোধ করি কেহ আমাকে দুষিতে পারিবে না, যে একা আমার যত্নে ভারতের প্রায় পৌনে ষোল আনা দুঃখের মোচন হইয়াছে। এখন যাহা কিছু অল্পস্বল্প কষ্ট আছে, সে গুটিকতক ছোট লোকের। সে কষ্ট ও বেশী নয়—অন্নকষ্ট, জলকষ্ট আর বস্ত্রকষ্ট। তাহাও তাহাদেরই দোষে, আমার যত্নের ক্রুটী নাই। তাহারা যদি আমার "ভারত-তোলানী" তহবিলে কিছু কিছু চাঁদা দেয়, এ দুঃখও তাহাদের থাকে না। কেমন করিয়া কি করিব, তাহা ঠিকঠাক, হইয়াছে—বছর কতক বাঙ্গালা ভাষা বন্ধ; সিবিল সর্ব্বিস্ পরীক্ষার বয়সটী বাড়াইয়া লইয়া ভারতবর্ষের মেয়ে ছেলে, বুড়া হাবড়া পর্য্যন্ত আপামার সাধারণকে সিবিলিয়ান করিয়া লওয়া; এখান থেকে টেলিগ্রামে টেলিগ্রামে বিলাত ছাইয়া ফেলা, এবং—ওঃ সেদিন কখন আসিবে?—গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের মত, পার্লিমেণ্টে, নিদেন একটী কালাচাঁদ সংস্থাপন। তাহা হইলেই চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম; অর্থ; কাম; মোক্ষ—কিছু কি আর বাকি থাকে? আরও ছ'মাস আমি চেষ্টা করিব; লোকের মতি শুধরায় উত্তম; নচেৎ আমুটী কোম্পানীর দোকান থেকে দড়ি, কিনে এনে আমি গলায় দিয়ে মরিব, বাঙ্গালী দোকানের দড়িতে আমার বিশ্বাস নাই। তোমরা কেহই আমাকে রাখিতে পারিবে না।"

বাঙ্গালীর দড়িতে তাঁহার বিশ্বাস নাই শুনিয়া

আমার দুঃখ হইল। চক্ষু ছলছল করিয়া আমি বলিলাম—অত হতাশ হইও না; বাঙ্গালীর ঘরের দড়ি দিয়াই অগ্রে চেষ্টা কর। আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ তাহা যদি ফস্কায়, তখন লাকলাইন ত আছেই।”

সংবাদ-কুসুম।

গত সপ্তাহের “বঙ্গবাসী” এক পিঠ মাত্র ছাপা হইয়াই বাহির হইয়াছিল, আর এক পিঠ সাফ্‌সাদা গ্রাহকদের আগ্রহই কত! বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, কয়েকখানি প্রধান প্রধান সংবাদপত্র “বঙ্গবাসীর” উপর টক্কর দিয়া চলিবার মতলবে আগামী সপ্তাহ হইতে দুই পিঠই সাদা বাহির হইবে, ছাপার সংস্পর্শও থাকিবে না। পঞ্চানন্দ এ সুযোগে আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আষাঢ় মাস হইতে পঞ্চানন্দ স্বতন্ত্র বাহির হইবেন;—ছাপা ত হইবেই না, কাগজ পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে না! মূল্য পূর্ব্ববৎ অগ্রিম দেয়।

গুলিখোর-সভার অতুল “সে-কি-রে-তোরই” লিখিয়াছেন—“আপনার আজ্ঞা অনুসারে আমরা লড়াই করিতে যাইব এবং অকাতরে অষ্টপ্রহর গুলি খাইব, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু শুনিয়াছি, যুদ্ধে গোলা গুলি দুই চলে, গোলা খাওয়া আমাদের অভ্যাস নাই। তাহার উপায় কি?”

ভাবনার কথা বটে। বিশেষত জনকতক “ভ্রাতা”

নাকি বলণ্টিয়ার হইতেছেন, তাঁহাদের কল্যাণে "গোল্যা" যদি "নিরাকার" হইয়া যায়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ 'গোল।' এক ভরসা আছে পশ্চিমে যুদ্ধ হইবে। যুদ্ধে যেমন গোলা চলে, সে দেশে তেমন 'লু' চলে। দুই একত্র চালাইয়া লইতে পারিলে বোধ হয় 'গোলালু' তেমন ভয়ঙ্কর বস্তু বলিয়া আর মনে হইবে না।

কাবুলের আমীর দুই প্রস্ত কৃত্রিম দাঁত কলিকাতার এক জন "দেঁতো" ডাক্তারের নিকট ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। রুশিয়ার চপেটাঘাতে এক প্রস্ত, আর ইংরাজের চড়ে আর এক প্রস্ত ভাঙ্গিয়া গেলও, আসল দাঁত কটা যদি থাকে, এই ভরসা।

দেশী লোককে সকের সিপাই করিতে কর্তারা যে ইতস্তত করিতেছেন, তাহার প্রকৃত কারণ একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"দেশী লোকের রাজভক্তিতে আমাদের কিছুমাত্র অবিশ্বাস বা সন্দেহ নাই। যেহেতু আমরা কেমন অপক্ষপাতে এবং দয়ার সহিত রাজত্ব করিতেছি তাহা আমাদের অবিদিত নাই। কিন্তু যাহারা সকের সিপাই হইতে উদ্যত হইয়াছে তাহাদের প্রাণের মায়া নিশ্চয় নাই। এ অবস্থায় তাহারা যদি বন্দুক ধরিতে পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে।"

দেশী খৃষ্টানদিগকে সকের সিপাই হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মাবলম্বী দেশী

লোককে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অনুমতি না দিবারই কথা। খৃষ্টানদের ধর্ম্ম এই যে, তাহাদের এক গালে কেহ চড় মারিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ আর এক গাল পাতিয়া দেয়। শিবসাগরে সরকারের বেতনভোগী এক জন হিন্দু উকীলের গালে একজন অধ্যাপক সাহেব একটী মাত্র চড় মারিয়া এবিষয়ের পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু উকীল বাবু আর এক গাল পাতিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, আদালতে নালিশ বন্দ হইয়াছেন। যুদ্ধে কেবল চড় চাপড় নয়, প্রাণটি পর্য্যন্ত দিতে হয়। সুতরাং হিন্দুরা এখনও যোগ্য হয় নাই, এই মর্ম্মে উক্ত সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন।

বরখাস্তের দরখাস্ত।

অধীনের নিবেদনঃ—

১ দফা। সকের সিপাই হইবার দরখাস্তে আমার নাম যাহা লেখা আছে, তাহা জাল। দরখাস্তের সময়ে আমি বাড়ীতে ছিলাম না।

২ দফা। হুজুরের বিচারে আমার দস্তখৎ যদি আমারই বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে সেই দস্তখৎ আমি অজ্ঞান অবস্থায় করিয়াছি। অতএব এতদ্দারা আমি বাধ্য নহি। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টাই অজ্ঞান, তাহার ভদ্র ভদ্র সাক্ষী আছে।

৩ দফা। নিতান্তই যদি আমি সজ্ঞানে দরখাস্ত করাই সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে আমি নিবেদন

করিতেছি যে উক্ত, দস্তখৎ করিবার সময়ে আমার সম্পূর্ণ আশা ছিল যে, হুজুর হইতে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে, অথচ আমি রাজভক্তি প্রদর্শন জন্য উপাধি কিম্বা খিল্লৎ কিম্বা একটা বড় চাকরি পাইব, সেই জন্যই আমি দস্তখৎ করিয়াছিলাম।

৪ দফা। যে দিন ঐ দরখাস্তে আমি দস্তখৎ করিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বে রাত্রে আমার গৃহিণীর সহিত কলহ হইয়াছিল। কিন্তু সে ঝগড়া এখন সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া গিয়াছে, সুতরাং কারণাভাব প্রযুক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

৫ দফা। আমি খুব নিরীহ লোক, কাহারও সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিতে অথবা কাহারও মনে কষ্ট দিতে ভাল বাসি না। এক্ষণ আমাদের বাড়ীতে ভয়ানক কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে, সকলের মনে অতিশয় কষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় আমার দরখাস্ত যদি গ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আমাকে নিতান্ত অমানুষ করা হয়। কিন্তু আপনাদের কাজ মানুষ লইয়া।

৬ দফা। আমার সাত পুরুষ কখনও অস্ত্র ধরে নাই, পিতা পর্য্যন্ত সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। আমি যদিও দুই এক দিন হোটেলে খাইয়াছি বটে, কিন্তু অতঃপর প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নিরামিষ ভোজন অভ্যাস করিব। যাহাতে নরহত্যা হইবার সম্ভাবনা, এমন কাজে আমাকে ঠেলিবেন না।

৭ দফা। দণ্ডবিধির আইনে আমি দেখিয়াছি যে, আত্মহত্যার উপক্রম করিলে সাজা হইয়া থাকে। সুতরাং সিপাহি হইতে গেলেও আমার সাজা হইতে পারে অতএব আমাকে মাপ করুন।

৮ দফা। অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়া শুনা করায় এবং শরীর চালনা তাদৃশ না থাকায় আমার বহুমূত্র এবং আমাশয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। তাহাতে যুদ্ধকালে ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা আছে।

৯ দফা। কে জানে কেন, আমার মাথা ঘোরে এবং হাত কাঁপে। তাহাতে হাত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা, অথবা কাঁপনির চোটে নিজ পক্ষের লোককেও আঘাত হইবার সম্ভাবনা। আমার আত্মীয় স্বজন আমার ভরসা অনেক দিন ছাড়িয়াছেন। হুজুরও আমার ভরসা করিবেন না।

১০ দফা। পঞ্জিকাতে দেখিয়াছি যে, এ বৎসর অকাল। পিতাঠাকুরের পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সংবৎসর আমার কালাশৌচ। গৃহিনীর অন্তসত্ত্বা হইবার সম্ভাবনা আছে। নানা কারণে এক বৎসর অমার যাত্রা করা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে আমি এসব মানিতাম না সত্য, কিন্তু ইদানী আমার মতিগতি ফিরিয়াছে। অতএব অন্তত এক বৎসর আমায় ক্ষমা করিবেন। ৺কৃপায় তৎপূর্ব্বেই সকল গোল চুকিয়া যাইবে।

১১। নিতান্তই না ছাড়েন, তবে একখানি উইল

করিবার নিমিত্তেও অবকাশ দিতে হইবে। সংপ্রতি আমার যে প্রকার মনের অবস্থা, তাহাতে ২।৪ মাসের মধ্যে উইল করিলে তাহা নিশ্চয় আদালতে রদ হইয়া যাইবে।

রণমদে উন্মত্ত
শ্রীরঙ্গিলাল রায়।

গৌরসেনাষ্টক।

(১)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুন ফেন।
দেখ রাজভক্তি স্রোত
অবিরত ওতপ্রোত ;
ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(২)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুন ফেন।
বরষে বরষে শুষি,
তথাপি সকলে খুশি,
ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৩)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ ফেন।
অকাল অন্নের কষ্ট
লাইসেনে এবে নষ্ট;
ভাবনা কি ? লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৪)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুন ফেন।

সহাইলে ঢের সবে

আয়োজন কর তবে

ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৫)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ ফেন।

সীমায় করিয়া ছল,

দেখে আসি শত্রু বল,

ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৬)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ ফেন।

কাঁচা মাথা যদি লাগে

শিখ যাবে আগে আগে,

ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৭)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ ফেন।

আমীর না ফসকে যায়,

লয় যত, দাও তায়,

ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৮)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ ফেন।

কাজ কি বুঝে সুজে,

লড়াই করিগে খুঁজে,

ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

লড়াইস্থ সংবাদদাতার পত্র।

[খাঁটি খবর।]

হয় লাড়াই বাধিবে, না হয় বাধিবে না—ইহা এক প্রকার নিশ্চয় হইয়াছে, সুতরাং আপনারা নির্ভাবনায় থাকিবেন। আরও নিশ্চয় হইয়াছে যে, লড়াই হউক কিম্বা না হউক, ভারতবর্ষের লোক ধনে প্রাণে মারা যাইবে। ঈশ্বর করুন, তাহাই হউক। দয়াবান প্রজাবৎসল রাজপুরুষদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলেই আমি সুখী।

[অন্নকষ্টের হেতু।]

পাঁচদে নামক স্থানে যে ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন, আবার সে কথা লিখিবার ফল নাই। কথাও খুব সামান্য;—রুশদের সঙ্গে আফগানদের একটা মারামারি হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলা আফগান মরিয়াছে। প্রথম প্রথম অনেকে আশা করিয়াছিল যে, এই লোকগুলা মরাতে দুর্ভিক্ষের কতক সাহায্য হইতে পারিবে, কিন্তু আমি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আবিষ্কার করিয়াছি যে, দুই দলের লোকেই ভাত খায় না, সুতরাং চাউল সস্তা হইবার কোনও কারণ নাই। অতএব এত প্রাণী হত্যাতেও বঙ্গের উপকার হইল

না, এ দোষ বাঙ্গালীদেরই বলিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে ভাত খাওয়া ত এক রকম উঠিয়াই যাইতেছে, আপনি একটু মনোযোগী হইয়া এই সময়ে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন, যেন এই সুযোগে ভাতের চলনটা একেবারে লোপ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই ময়দার ব্যবহার চলিলেই ভবিষ্যতে লড়াই বাধিবামাত্র দুর্ভিক্ষ বন্ধ হইতে পারিবে। আহার ব্যবহারের বিভিন্নতায় দেখুন কত দোষ হয়।

[রূশ ও ইংরেজের পরিচয়।]

কিন্তু পাঁচদে-কাণ্ডে একটা খুব লাভ হইয়াছে, ইংরেজ এবং রূশ কে কেমন লোক, তাহার উত্তম পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রূশ প্রকাশ করে যে, আফগানদের বজ্জাতি দেখিয়া আমরা দায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে শাসন করিয়াছি তাহারা ভালমানুষের মত আমাদের কথা মানিয়া চলিলে তাহাদিগকে মার খাইতে হইত না। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; যেহেতু ইংরেজ সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, রূশেরাই বজ্জাতি করিয়া আফগানদের মারিয়াছে, এবং সকল ইংরেজ এই কথাই বিশ্বাস করিয়াছেন, রূষের কথা কেহই বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং আমরা সকলেই এখন নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি যে রূশের মত মিথ্যাবাদী লোক ত্রিসংসারে নাই। রূশের এই কুব্যবহারে ইংরেজ খুব চটিয়াছিলেন, ইহা বলাই

বাহুল্য। এই ব্যাপারের পর, রাগে ফুলিতে ফুলিতে ইংরেজ দুরাত্মা রুশকে বলিলেন যে, এই মুহূর্ত্তে পাঁচদে ছাড়িয়া দাও, নতুবা "যুদ্ধং দেহি"। রুশ কিন্তু যেমন মিথ্যাবাদী, তেমনি গোঁয়ার,—যুদ্ধের কথায় ভয় না করিয়া বলিল—"লেহি।" কিন্তু ইংরেজ নাকি খুব সদাশয়, এবং ক্ষমাগুণের অবতার বলিলেই হয়; তাই, ভাবিয়া দেখিলেন যে এ কাটখোট্টা গোঁয়ারের সঙ্গে মুখামুখি হইতে হইতে একটা হাতাহাতি হওয়া বিচিত্র নহে, তাহাতে বর্ব্বরের সঙ্গে কোনও একটা কিছু হইলে লোকে ইংরেজকেই ছিছিকার করিবে। বিশেষতঃ ভদ্রলোকের রাগ অধিকক্ষণ থাকে না, খড়ের আগুনের মত যেমন জ্বলিয়া উঠে, অমনি নিবিয়া যায়। সুতরাং ইংরেজ বলিলেন—"নে বাপু, আর ছোট লোকের সঙ্গে হুজ্জুত করিতে পারি না, যাহা ভাল বুঝিস্, তাই কর।" দেখুন একবার, ছোট লোক আর বড় লোকের তফাৎ দেখুন।

(নষ্টস্য কান্যা গতিঃ।)

মানুষের মত মানুষ হইলে, ইংরেজের বদান্যতা দেখিয়া রুশ একেবারে গড়াইয়া পড়িত। কিন্তু সে দেবদুর্লভ ভাব পাইবেন কোথায়? রুশ সেই অবধি ধরিয়াছে—আজ পাঁচ দে, আজ সাত দে, ক্রমে বলিবে যা আছে সব দে। সব বিষয়েরই সীমা আছে, যত গণ্ডগোলও এই সীমা লইয়াই। সুতরাং রুশ যদি

নিতান্তই সকল সীমা ছাড়াইয়া যায়, তবে ইংরেজের ক্ষমার সীমাও যে ছাড়াইয়া যাইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? কলিতে অন্নগত প্রাণ,—তা, মানুষ কি চার পোয়া ধার্ম্মিক হইতে পারে? সেই জন্য আমি রুশকে বলিয়াছি যে, ইংরেজ যদি তোমাদের উপর রাগ করেন, আমরা ভারতের লোক—তাহার জবাবদিহিতে পড়িতে পারিব না। আমাদের দোষ কি?

আমীর সদনে।

যাহা হউক, লড়াই সম্বন্ধে দ্বিভাব দেখিয়া আমার গেঁটে বাতের আশঙ্কা হইয়াছে। সেই জন্য একটু একটু বেড়ান ভাল মনে করিয়া, সেদিন আমি আমীরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত। আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে আমীর সাহেব ভারি সন্তুষ্ট হইয়া এ কথা সে কথার পর বলিলেন—“তোমাদের পিণ্ডি দেখে এলাম। বড় খুশি হয়েছি” আমি উত্তর দিলাম—“আমাদের আর বোলচেন,—সেত আপনারাই। তবে, আপনি আর আমরা একই,—এ কথা অবিশ্যি বলতে পারেন।”

আমীর একটু হাসিলেন, আমার সৌজন্যের খুব প্রশংসা করিলেন, কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলেন না বলিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

আমি সে কথা গায়ে না মাখিয়া, অন্য কথা পাড়ি

বার স্থলে, আমীরকে বলিলাম—"পঞ্চানন্দে" দাঁতের খবর দেখেছেন ?

আমীর আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখেছি বৈ কি ? কিন্তু খবরটা ত ঠিক নয়।"

"ঠিক যদি নয়, তবে ঠিক কথাটাই কি ? আসল সায়ের বাড়ীর বিলিতি দাঁত আপনি নিয়েচেন, তাই শুনে দেশে ত একটা মহা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ—সকলেই ভেবে আকুল, বলে—ব্যাপার খানা কি ? কাজে কাজেই "পঞ্চানন্দ" একটা খবর না দিয়া থাকৃতে পাল্লেন না।"

আমীর তখন অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃত বৃত্তান্ত এই-রূপে বিবৃত করিলেন—"আমার দাঁতের গোড়ায় মাঝে মাঝে অসুখ হয়, সত্যি। কেউ কেউ বলে, বিলাতি দাঁত খুব শক্ত, তাই দুপাটী আনিয়ে পরখ কোল্লাম যে কেমন শক্ত, ভাঙ্গে কি না ? কি জানো, সব রকম দেখে রাখা ভাল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরখে কি জান্‌তে পাল্লেন ?"

উত্তর। "আগেও যা জান্‌তাম, এবারেও তাই জান্‌লাম। ফলে শক্ত অশক্ত আমার পক্ষে সমান ; বেস্‌ কোরে দেখেছি, ও দাঁত মোটেই বোস্‌বে না।"

এই কথার পরেই আমাদের লাটসাহেবের কাছে আমীর যেসব টাকা কড়ি, অস্ত্র শস্ত্র নজর পাইয়াছেন, তাহাই আমাকে দেখাইতে গেলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ

করিয়া আমাকে সমস্তই দেখাইলেন, দেখিয়া আমি সুখী হইলাম, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই সব দেখিতে দেখিতে কথায় কথায় আমীর বাঙ্গালা ভাষার কথা তুলিলেন। বলিলেন—"আমি বেশী শিখিতে আবকাশ পাই নাই; কিন্তু অল্প স্বল্প বাঙ্গালা যাহা শিখিয়াছি, তাহাতেই আমি মুগ্ধ। অল্প কথায় অধিক ভাব—বাঙ্গালা যেমন প্রকাশ করা যায়, এমন আর কোনও ভাষাতেই পারা যায় না।" এই বলিয়া বার বার নিম্নলিখিত বাঙ্গালা কবিতাটী আমীর আওড়াইতে লাগিলেন—

"যার শিল, তার নোড়া
তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।"
(আমীর গ্রন্থকার)

আমি ত এই কথার পর ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসি। যাহা হউক আমীরের বিদ্যানুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয়, তাহার সন্দেহ নাই। আপনি বোধ হয় জানেন না, সংপ্রতি আমীর একখানি পুস্তক রচনা করিতেছেন, পুস্তকের নাম—আঙ্গো-কাবুলি-বোকাভু-লারি (Vocabulary) ইহাতে ইংরেজী ও কাবুলির সকল রকম মার পেঁচের কথাবার্ত্তা শিখিতে পারা যাইবে। পুস্তক সমাপ্ত হয় নাই, হইলেই আমাকে দেখিতে দিবেন, আমীর বলিয়াছেন। সেই সময়ে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিব। আমি যত দূর দেখিয়াছি তাহাতে বেশ বুঝিয়াছি যে, আমীর উপযুক্ত পাত্র বটে।

.পৃথিবীর সমস্ত মঙ্গল। নিজ মঙ্গলের চেষ্টা দেখিবেন। ইতি।

উপদেশ।

(পঞ্চানন্দ দিতেছেন—পঞ্চানন্দকে।)

ঠাকুর রক্ষা কর। তোমার দৌরাত্ম্যে মেয়ে ছেলে নিয়ে ঘরকন্না করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। আমার মাথা খাও, কথা রাখ, লেখা বন্ধ কর। আর ত শেষ দশাও হইয়া আসিয়াছে, আর কেন? এখন, একবার

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।

অন্ধকার রাত্রে চোরের পায়ের শব্দ পাইলেই কুকুর ডাকিয়া উঠে। সময়ের ফেরে তোমার লেখার আভাস পাইলেই সমালোচক চেঁচাইয়া উঠে। তুমি মন-চোরা, তোমার কলম, কলম নয়,—সিঁধকাঠি। সাহিত্যমন্দিরের দ্বারদেশে পালে পালে সমালোচক পোষা আর পোষায় না। তুমি ক্ষান্ত হও। যে দিন বঙ্গবাসী বঙ্গদেশ ছাড়িবে, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন একবার মনে কর।

তোমার অগ্নি বড় প্রবল, তাই রুচির মাজাঘষা নাই। তুমি জান না যে, নীতিসূত্র কত চড়াইয়া, বাঁধিতে হয়; উপর দিয়া মাছি উড়িয়া গেলে যে নীতিসূত্র ঝনন্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, তাহাই ঠিক সুরে বাঁধা। তোমার তাহা নাই। অতএব দয়া

করিয়া দিন কতক একটু সরিয়া দাঁড়াও। সুরটা একবার আগাগোড়া বাঁধা হউক, তাহার পর আসিও, তখন বুঝা যাইবে।

সে-কালের বে-আড়া লোকে একরকম রচনা করিত, বেলেল্লারা পড়িয়া খুসি হইত, গোএটা, সেক্‌-স্পিয়ার, বাইরণ, বল্‌তায়ের, রুসো, বালজাক্‌, বোকাচ্যো, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র—ভারতের সর্ব্ব-নাশ করিতেই ইহাদের জন্ম। তাহাদেরই পাপে এখনও লোকের তুষানল হইতেছে; তাহার উপর তুমি কেন, ঠাকুর? দুটি পায়ে পড়ি, তুমি অন্তর্ধান হও, দিন কতক নিশ্চিন্ত হইয়া শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন ভাবিয়া লইতে দাও।

পার যদি, এপথে কিছু সাহায্য কর। অন্দর হইতে বাহির করা কুনীতি; তাহার কথা কহা, কুরুচি। যদি পার অন্দরকে সদর কর, ভিতরে বাহিরে এক দর কর। যত কু, কুলে; যাহাতে দুই কূল ধ্বসে তাহার চেষ্টা কর। কিন্তু তাহা ত তুমি পারিবে না, পারিলেও করিবেনা। তাই বলি, দিন কতক আসর ছাড়িয়া দিয়া,

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।

দেখিতেছ না, এখন কেমন দিন সময় পড়িয়াছে? এখন আ-কার ভাবিলে বিকার উপস্থিত হয়, ঈ-কার মনে হইলে বুক গুর্‌ গুর্‌ করে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগের মধ্যে একবার মাত্র এক রাধার কু[illegible] রুচি হইয়াছিল। তখন কালো মেঘের গায়ে

চক্ষু উপাড়িতে, কালো কোকিলের দায়ে কালা হইতে, কালো চুলের জ্বালায় মাথা মুড়াইতে, আরও কত জ্বালায় কত করিতে, শ্রীরাধার সাধ যাইত। কিন্তু সে ক দিন? সবে এই আবার সংস্কারের বাজার বসিতেছে—দিও না, এখন বাধা দিও না। বরং, ব্যাকরণের সেই বিষম প্রকরণ, পার যদি ত নূতন সংস্করণ করিয়া তাহার দূরীকরণের উপায় কর। না পার, কথাটী কহিও না, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের ভাবনা কর।

উপদেশ শুনিয়া পঞ্চানন্দ বলিলেন—তাই ত!

মোটে বিবাহ হওয়া উচিত কি না?

(জ্ঞানান্ধ শর্ম্মার রচিত)

দেশে আর বিধবা নাই। থানের আমদানি বন্ধ হইয়াছে। একাদশী এবং নিরামিষতত্ত্ব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রত্নময়ী লেখনীর শরণাপন্ন হইয়াছে। বিধবাবিবাহ যে কেবল উচিত তাহা নহে, অবশ্যদেয় এবং অবশ্য কর্ত্তব্য—তদন্যথায় ঘোর পাতক—ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত, আজি আর এ পুরাতন কথা না বলিলেও চলে। সত্যের জয় ন্যায়ের জয়, সাম্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

তবু ত আমাদের সুখের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। হইবে কিসে? যে জয় হইয়াছে, তাহা যে আংশিক।

এখনও যে পৃথিবীতে পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে! এখনও যে ব্যভিচারের সমাচার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে! বিবাহপ্রথা একবারে রহিত না হইলে ত এ পাপের শান্তি হইবে না। আইস ভাই, বদ্ধপরিকর হও, কুসংস্কারে গঠিত কু-সমাজের মূলে কুঠারাঘাত কর।

আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ও শাসনে সধবাদের পতিচর্য্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য কি না, তাহা দেখা উচিত। দায় পড়িয়া, বাধ্য হইয়া যদি কেহ কোন ধর্ম্মকার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার সেই ধর্ম্মকার্য্য, ধর্ম্মকার্য্যই নহে, তাহাতে তাহার কোন প্রশংসা নাই।"

বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবে যে "প্রশংসাই মূল বস্তু। প্রশংসার প্রত্যাশা না থাকিলে ধর্ম্মকার্য্য করিতে নাই, যে হেতু তেমন স্থলে ধর্ম্ম কার্য্য করিলে মহাপাপ, ইহা কামচ্‌কাটাকা এবং জুলু দেশের পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। সকলেই জানে এবং মানে যে গোপনে দান করা পাপ,—দেখিতে না পাইলে লোকে প্রশংসা করিবে কি প্রকারে? সেইরূপ, ঘরের কোনে বসিয়া দেবতার অর্চ্চনা করা পাপ। সেই জন্যই বিজ্ঞ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ দান করিতে হইলে অগ্রে গেজেটে বিজ্ঞাপনের যোগাড় করেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে দঙ্গল বাঁধিয়া সদর রাস্তার ধারে জটলা করেন।

'যখন কেহ অন্যের ভয়ে, স্বাধীনতাশূন্য হইয়া, দান বা অন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেন, তখন সেই ত্যাগস্বীকারের জন্য তিনি একটুকুও প্রশংসা একটুকুও সম্মান, একটুকুও শ্রদ্ধা পাইতে পারেন না। অন্য পুরুষের সহবাস করিতে ইচ্ছা থাকিলেও, সধবাকে লোকলজ্জা ভয়ে, সমাজের শাসন ভয়ে, বাধ্য হইয়া পাতিব্রত্যে রত হইতে হয়। ক্রীত দাস, বাধ্য হইয়া প্রভুর যে সেবা করে, দায় পড়িয়া কষ্ট স্বীকারের চরম দৃষ্টান্ত দেখায়, তাহার জন্য কে, তাহাকে ত্যাগস্বীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে। ছোট লোকের মেয়ে বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়া বাধ্য হইয়া অন্যের দাসীপনা স্বীকার করিয়া, দিবা রাত্রি শ্বশুর পরিবারের সেবা করে, নিজের সুখের প্রতি, বিলাসের প্রতি কখন লালসাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পায় না—তাহার জীবন একটী ধারাবাহিক পর সেবা। কিন্তু এই পরসেবা দায় পড়িয়া; এই নিমিত্ত ইহার অধিক মূল্যও নাই। এই নিমিত্ত প্রত্যেক পত্নী পত্নীই রহিয়া যায়, স্বতঃপ্রবৃত্তা পরোপকারীরা দেবীত্ব লাভ করে না। যখন ত্যাগস্বীকারের বিলাসের উভয় পথই অবারিত রহিয়াছে, তখন যিনি স্বেচ্ছায় বিলাসের কুহমাবৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া, ত্যাগস্বীকারের কণ্টকময়পথ অবলম্বন করেন, তিনিই প্রশংসনীয়। কিন্তু যখন কেবল মাত্র পরিসেবা বা ত্যাগস্বীকারের পথ খোলা রহিয়াছে, বিলাসের পথ

একেবারে মারা পড়িয়াছে, তখন যিনি ত্যাগস্বীকারের পথে চলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য কোথায়? যেমন একটা বাঘকে চিরকাল খাঁচায় পুরিয়া রাখিলে সে সাধু হইয়াছে, আপনি বলিতে পারেন না, যেমন কোন ব্যক্তিকে চিরকাল কাজে লিপ্ত করিয়া রাখিলে তাহার চুরি না করার প্রশংসা হইতে পারে না; যেমন পুরুষকে খোজা করিয়া, তাহাকে ইন্দ্রিয় দমনের জন্য প্রশংসা করা শোচনীয় ব্যঙ্গ; তেমনি সমাজ-পদদলিতা সধবাকে তাহার বিলাসত্যাগের জন্য প্রশংসা করা শোচনীয় ব্যঙ্গ, অবোধগম্য নীতি ব্যাখ্যা, পুরুষের স্বার্থমূলক কুহকময় ইন্দ্রজাল বিস্তার। ঘোটকীকে শায়স্ত করিয়া গাড়িতে যুড়িলে, ঘোটকী গাড়ি টানিয়া থাকে, আপত্তি করে না। রৌদ্রে বৃষ্টিতে যত দিন শক্তি থাকে, বেচারা গাড়ি টানিয়া সমাজের কত কাজ করে। তা বলিয়া কি ঘোটকী একটা পবিত্র পতিচর্য্যের দৃষ্টান্ত, একটা মস্ত ত্যাগস্বীকারের আদর্শ? আহাম্মক না হইলে, অবশ্য কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা সধবাকে ঘোটকী সদৃশী বলিতেছি। আমরা এই বলি যে পুরুষ-সমাজ নিজে সুবিধার জন্য রমণীকে ঘোটকীর মত ব্রেক করেন। যেই বিবাহ যোগ্য হয়, সেই শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া শায়স্তা করিয়া, সমাজের সহস্র ভয়, সহস্র তাড়না অচ্ছেদ্য শাসন স্বরূপ সাজ পরাইয়া, মুখে লাগাম দিয়া, পতিচর্য্যের গাড়িতে সধবাকে জুড়িয়া দেওয়া হয়। পুরুষ সমাজ সেই

পতিচর্য্যের গাড়িতে চড়িয়া আরাম করিয়া চলিয়া যায়। কোন দুর্ব্বল সধবা যখন এই পতিচর্য্যের ভারি গাড়ি টানিতে পারে না, গাড়ি টানিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তখন পুরুষ সমাজ নিরুপায় সধবার নির্যাতনস্বরূপ চাবুক চালাইতে থাকে। এই অপূর্ব্ব পতিচর্য্যের মাহাত্ম্য আমরা বুঝিতে পারি না। স্বাধীন পতিচর্য্যকে আমরা পূজা করি, কিন্তু এবম্বিধ পতিচর্য্য আমরা অনুমোদন করি না।”

“যখন কাহাকেও জোর করিয়া ত্যাগস্বীকার করান যায়, তার নাম অত্যাচার। যখন কেহ কর্ত্তব্য জ্ঞানে নিজের ইচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করেন, তাহার নাম পুণ্য। সধবা হওয়া অধিকাংশ স্থলে সমাজের জোর জবরদস্তির ফল; সুতরাং যে পরিমাণে তাহা জোজবরদস্তির ফল, তাহা সেই পরিমাণে অত্যাচার ও নিষ্পীড়ণ, তাহা পুণ্য ও ধর্ম্ম নহে।”

“বিবাহ প্রাথার সৃষ্টি অবধি কত সধবা ব্যভিচারিণী হইয়াছে, কত ভ্রূণহত্যা হইতেছে, তাহা কি কেহ কখন মনে ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? সধবার মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে, তাহারা অবশ্য পুরুষান্তরের কামনা করে, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং কত সধবা, পুরুষান্তর করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা জানিবার জন্য কেবলমাত্র যাহারা পুরুষান্তর করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে গুণিতে হইবে তাহা নহে, যাহারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করিতেছে

সুতরাং তাহাদিগকেও গুণিতে হইবে। এইরূপে গুণিলে পুরুষান্তর-পক্ষপাতিনী সধবার সংখ্যা অনেক হইয়া পড়ে। কোনমতে কম হইতে পারে না। সধবাদিগের মধ্যে যে ভূরি ভূরি ব্যভিচার হইতেছে, অগণ্য ভ্রূণহত্যা হইতেছে, এই জলন্ত শোচনীয় সত্য কথা, সুধীর মহাপণ্ডিত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও কেমন করিয়া বিস্মৃত হয়েন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন যে, সধবারা, পরপুরুষসহবাস করিতে অনিচ্ছুক; কারণ, কই, সধবারা ত তাহার জন্য মা বাপের কাছে বলে না যে 'আমাদিগকে অন্য পুরুষ যুটাইয়া দাও;" অপরূপ যুক্তি, সন্দেহ নাই। বিবাহেচ্ছু বিবাহযোগ্যবয়ঃ, অবিবাহিত পুত্র, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত উপাধিধারী এবং যাহারা উত্থানকারীদিগের নিকট, বড় বেয়াড়া, তাহারাও ত কই বলে না যে, মা আমার বিয়ে দাও, কিম্বা বাবা আমার বিয়ে দাও; ইহার অর্থ কি এই যে, বঙ্গীয় যুবকেরা বিবাহে অনিচ্ছুক?"

"পূর্ব্বে সতীদাহ হইত। অনেকে ইচ্ছা করিয়া সহমরণে যাইতেন। অনেকে আবার দায়ে পড়িয়া লজ্জাভয়ে মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতেন। শুনিয়াছি, যখন চিতা জ্বলিয়া উঠিত, জীবন্ত শরীর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইত, তখন সেই দুর্ভাগ্য বিধবা, আগুনের জ্বালা সহ্য করিতে পারিত না, ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিত: তখন পারিপার্শ্বিক-

পুরুষগণ দুর্ব্বলের বুকে বাঁশ দিয়া, চিতার অগ্নির ভিতরে তাহাকে চাপিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিত, এবং ঢাক ঢোল বাজাইয়া হরিবোলের রোল তুলিয়া দিয়া, বধ্যমানা হতভাগিনী নারীর আর্ত্তনাদ গণ্ডগোলে ডুবাইয়া দিত। যখন দহ্যমানা রমণী চীৎকার করিতেছে "মাগো বাবাগো মলাম গেলাম গো," তখন ঐ নারীহত্যাকারীগণ তাহার অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিত—"মাগো অর্থাৎ সতী মাকালীকে ভাবিতেছেন। "বাবাগো" অর্থাৎ জগৎ পিতাকে স্মরণ করিতেছেন। "গেলাম গো" অর্থাৎ সতী বলিতেছে, স্বর্গে যাইতেছি। "মোলাম গো" কথাটা স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না। এখন ঐরূপে, অনেক সধবা, পতিশয্যায় শুইয়া, পতিপ্রেম অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া পবিত্র হইতে অক্ষম হন, যন্ত্রনায় চিতা হইতে নামিতে চাহেন, পুরুষগণ তাহাদিগের বুকের উপরে সমাজশাসনরূপ বাঁশ চাপিয়া ধরিয়া, তাহাদিগকে পাতিব্রত্যের চিতায় পোড়াইয়া, জুলুম করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া দিতে চাহেন, এবং তাহার সঙ্গে কতকগুলি লোক প্রলাপপূর্ণ অসার কর্কশ ও অশ্রাব্য প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার ঢাক কাঁশি বাজাইয়া "পতিভক্তি পতিভক্তি" এই রোল তুলিয়া দিয়া সাধারণের বিলাপধ্বনি ভুলাইয়া দিতে চায়, এবং দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুবিসর্জ্জন স্বরূপ "মাগো" "বাবাগো" ইত্যাদি শব্দের উপরি প্রদর্শিত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ঈদৃশ অত্যাচারকে আমরা পতিচর্য্যা বলিতে পারি না।'

"বর্ত্তমান সমাজে এক শ্রেণীর হৃদয়বিহীন, লঘুচেতা স্বার্থপর ও কাপুরুষ লোক জন্মিয়াছে, যাহারা পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া ও উৎকৃষ্ট ভোগসুখে নিজেরা থাকিয়া, দুঃখিনী নারীদিগকে উপদেশ দিতেছেন—"তোমরা পতিচর্য্য কর, পতিচর্য্যের সমান গুণ নাই।" পতিচর্য্যের প্রতি ইহাঁদের পরম আদর, স্বার্থত্যাগের মহত্ব ইহাঁরা বিশেষ অনুভব করেন, ভারতের আধ্যাত্মিকতার জন্য ইহাদের প্রাণ কাঁদে, দেশের ধর্ম্মভাব রক্ষা করিবার জন্য ইহাঁরা সর্ব্বদা ব্যস্ত, কেবল মাত্র একটু বিশেষ এই যে, এ সকল গুণকে ইঁহারা স্ত্রীলোকের পক্ষেই প্রয়োজনীয় মনে করেন। অবশ্য ইহাঁদের এই উপদেশ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। লর্ড লিটন একবার লাহোরে পঞ্জাবীদিগকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—"ইংরাজী শিক্ষা দিয়া তোমাদিগকে বিকৃত করা ভাল নয়, দেশীয় ভাষার দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তদ্দারা তোমাদিগের প্রকৃতি তোমাদের প্রাচীন সদ্‌গুণে ভূষিত থাকিবে।" ইহাও নিঃস্বার্থ উপদেশ। প্রজাপীড়ক রাজা বলে, রাজভক্তির অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই; সেও নিঃস্বার্থ উপদেশ।"

"কেহ যেন ভ্রমেও না মনে করেন যে, আমরা পতিচর্য্যের মহত্ত্ব অণুমাত্রও খর্ব্ব করিতেছি। প্রত্যুত ইহা অপেক্ষা দেখিতে অধিক সুন্দর কি, যে একজন লোক, তিনি পুরুষ হউন, বা নারী হউন, নিজ সুখের

আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া ভোগ বাসনা খর্ব্ব করিয়া ও নিজে ভূমিকার অতি স্বল্প স্থান অধিকার করিয়া, নিরন্তর কেবল পারিবারিক উপকার ব্রতে রত রহিয়াছেন? ইহা দেখিলেও সংসারাশক্ত মনটা একটু উন্মত্ত হয়। অতএব পাতিব্রত্যের উপদেশ, স্বার্থনাশের উপদেশ, বৈরাগের উপদেশ যত দিতে ইচ্ছা করদাও, কিন্তু স্বাধীনতা হরণ করিয়া, কঠিন শাসনে রাখিয়া বন্দীর অধম করিয়া এ উপদেশ দিলে—সে উপদেশের মূল্য থাকে না। যে গুণের মূলে স্বাধীনতা নাই, তাহার দাম কি? আমরা আবার বলি, যে কার্য্য না করিয়া গত্যন্তর নাই—তাহার জন্য প্রশংসা কি? পতিসেবা পরম অধর্ম্ম, এরূপ মত আমরা কখনই ধারণ করি নাই। আমরা বলি, নারীদিগকে পতিচর্য্যার উপদেশ দেও, স্বার্থত্যাগ ও বৈরাগ্যকে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া, তাহাদের নিকট ধারণ কর। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এই উপদেশ নরনারীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হউক,—কিন্তু যে রমণী বৈরাগ্যের পথে না চলিয়া, নির্দোষ সুখের উপায়—যাহা তুমি আমি অবলম্বন করিয়াছি—অবলম্বনও করিতে যায়, তখন তুমি বলিবে কেন—"যে তাহা হইবে না; আমরা তোমাকে সুখী হইতে দিব না; তোমার মন যদি না থাকে, তথাপি তোমাকে বলপূর্ব্বক পতিচর্য্যা করাইব।" ইহা কোন দেশের যুক্তি? কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কি ক্ষোভের বিষয়!"

কিন্তু এক পুরুষাশ্রয়ের প্রশংসা করি বলিয়া সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অন্ধ হওয়া কখনই উচিত নহে। একবার স্মরণ করিয়া দেখ, আমরা নিত্য নিত্য কত ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার না প্রত্যক্ষ করিতেছি! শত শত উপন্যাসে দেখিতে পাই যে, প্রেমময়ী রমণী কোন পুরুষকে মনে মনে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, সমাজের অত্যাচারে কুপ্রথার নিষ্পীড়নে মনের কথা মুখে না আসিতে আসিতে সেই পুরুষ চিরন্তনের জন্য অন্য রমণীর সঙ্গে সংযোজিত হইয়া গিয়াছে। আর সেই অবলা সরলা প্রেমময়ী যাবজ্জীবন ক্ষোভের তুষানলে দগ্ধ হইয়াছে। বল দেখি ভাই, সত্যকে সাক্ষী করিয়া বল, এ দৃশ্য কি দেখা যায়? এ যাতনা কি সহ্য যায়? হৃদয় কি বিদীর্ণ হয় না? পাষাণ কি গলিয়া যায় না?

আবার ভাবিয়া দেখ, পারিবারিক চিত্র একবার স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দেখ, শাশুড়ীর গঞ্জনা, ননদীর লাঞ্ছনা, গুরুজনের গর্জ্জন, আত্মীয়ের তর্জ্জন— ইহা কি নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা নয়?

ইতিহাস কি বলিতেছে? মহর্ষির দুই বিবাহ, বড় বউ এবং ছোট বউ। কেন তিনি বড় বউকে হাটে বেচিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন? 'অন্তর্যামী তিনি, পতিচর্য্যার কত কষ্ট তাহা অন্তরে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই কি হাটে বেচিতে চাহেন নাই? কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।", এমন ঋষিও দুইটীকেই 'হাতছাড়া

করিয়া স্বাধীনতা দিতে উদ্যত হইতে পারেন নাই। কুপ্রথার এমনই প্রভাব, কুসংস্কারের এমনই প্রতিপত্তি। কেন, তুই অবলারই কি মনে মনে সাধ হয় নাই? এক দিনের তরেও সাধ হয় নাই?

নবমবর্ষীয়া বালিকা, প্রেম কাহাকে বলে বুঝে না, কেমন করিয়া প্রেম করিতে হয় জানে না, বালিকার পিতা পাপ সমাজের নিয়ম বশে তাহাকে এক আকাট-মূর্খ সেহাখতের মুহুরি মধ্যবয়স্কের হস্তে চিরকালের তরে অর্পণ করিলেন। বল দেখি ভাই, যখন তাহার বয়স হইল, যখন সে সংসার চিনিল, যখন তাহার বিদ্যা বাড়িল, যখন সে কবিতায় মনের আগুন ঢালিতে শিখিল, তখন কি আর সেই বৃষকাষ্ঠে তাহার মন উঠে? জ্ঞান পাইলে কে অজ্ঞানে থাকিতে চায়? স্বাধীনতা বুঝিলে কে বন্ধনে থাকিতে পারে? যখন নব ভাবে চিত্ত বিভোর হয় তখন কে না বলিতে চায়—

"আমিও তোমার কাছে শিখিব আবার
নবপাঠ, মুক্তস্বরে,
প্রচারিব ঘরে ঘরে
সুমঙ্গল বিশ্ব প্রেম, মুক্তির বিধান—
যে শুনিবে, সে হেরিবে স্বর্গের সোপান?"

(ক্রমশঃ)

ভলণ্টীয়রী কাব্য।

গান।

দেখিলাম এক বীর সভার কন্দরে বসি।
ইতালী ভ্রমতে যেন, ভারতে পড়েছে খসি॥
অঙ্গে কোট্ পেণ্টুলান, টেরি কাটা ফূর্ত্তি খান,
আমরি কা'র সন্তান, হ'ল ভারত-হিতৈষী॥
বলে বীর হা বিধাত, বাঙ্গালী সন্তান যত,
হয়ে বাঙ্গালীর মত, চুপ্ করে রয়েছে বসি।
যুদ্ধে কি বাঙ্গালী ডরে, দাও মা বন্দুক করে,
এ মহা রুষ-সমরে, আসিগে বিপক্ষে নাশি॥ (ধ্রু)

(কোরস্)

জয় জয় বাঙ্গালীর জয়!
ইংরেজের শত্রুক্ষয়,
বাঙ্গালীই করিবে নিশ্চয়!
কি ভয়, কি ভয়!
হোক্ বাঙ্গালীর জয়।
গাও বাঙ্গালীর জয়।
জয় বাঙ্গালীর জয়।
জয় জয় বাঙ্গালীর জয়॥

শুনিয়া সমর-বার্ত্তা বিলাতা—আলয়ে
যবে পড়ি গেলা হুলুস্থূল ; মন্ত্রীদল
হইল বদল , যথা তথা সেই কথা ;
হেথা রুষ-ঋক্ষ আগাইছে ধীরে ধীরে
না মানি বারণ ;—যবে ভারত-ভাবনা
ভাবি মহা গোলযোগ , সমর উদ্যোগ
করিবার হ'ল আয়োজন ; প্রতিক্ষণ
লোকজন ভাবিতে লাগিলা ;—ভয়, বুঝি
ভারত-পঙ্কজ-রবি যায় অস্তাচলে !
ডফ্রীন বুদ্ধিক্ষীণ দীন হীন হয়ে
চুপ্টি করিয়া বসিয়া সিমলা পাহাড়ে
কথাটি না সরে মুখে ;—ভাবিতে বসিলা
কেমনে এ ঋক্ষ-মুখ হতে, কি কৌশলে
রক্ষিব ভারত-রাজ্য—এমন সময়
কহ গো, লো কল্পনা সুন্দরি, কেমনে এ
বঙ্গভূম মাঝে পড়ি গেলা ধুমধাম—
ঘুম ছাড়ি মার কোলে কাঁদিয়া উঠিলা
শিশু—হস্ত পদ নাড়ি প্রকাশিলা ভাবে
সখের সৈনিক তারে হইতে হইবে।
পিলা-রোগী যত, শত শত এক মত
হয়ে, মোটা পেট বাঁধিতে লাগিলা,—হায়
বাঁধিবার তরে তার নাহিক কোমর,
সব পেট হয়ে গেছে—উকিল, মোক্তার,
মাষ্টার, কেরাণী, ছাত্র, কত বা গণিব—

নিজ নিজ কাজ ছাড়ি দিলা ; বীরমদে
মত্ত যবে বাবু, পারে কি ভাবিতে কভু
বাড়ীর ভাবনা ?--বীররস মধু সম—
মাতিলে সে রসে, পারে কি থাকিতে মন
সংসার-বন্ধনে ?—তৃণগুচ্ছে কোথা কবে
বেঁধেছে করীরে, মদমত্ত হয়ে যবে
ধায় নলবনে ?—তেমতি এ বাবুদল—
বীরদল এবে—ডাক্ ছেড়ে বাহিরিলা
রঙ্গ ভঙ্গ করি, রণে রক্ষিতে ভারতে।
ঘুমন্ত ভারতমাতা পাশ মোড়া দিলা—
টলিল এ হেন বঙ্গ, বীর পদ ভরে।
কহ, ওলো কল্পনা সুন্দরি, রুচি-মাখা
ও চারু বদনে, কোথা বীরকুলোত্তম
বঙ্গের বিপিনকৃষ্ণ, কেমনে, কি ভাবে
ভারত রক্ষার তরে কি কাজ সাধিছে।
কহ, ওলো খুলে, সব কথা, বাখানিয়া
বীরত্ব কাহিনী সব বঙ্গবাসী কাছে।

বসিয়া বিপিনকৃষ্ণ সভার মাঝারে
বিষাদিত মন,—আহা, ভারত-ভাবনা
ভাবিয়া বাছার মুখ শুকাইয়া গেছে ;
তার পাশে চুপ করি বসেছে সকলে,
নন্দমণি, নণী, ফণী—বীরাগ্রণী যত,—
হবু যে সৈনিক দল সখের লাগিয়া—
অচল অটল ভাবে বীরদল সবে

বসিয়া ভাবিছে, কেহ না কহিছে কথা।
কতক্ষণ পরে তবে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গি,
উন্মেলি সে রাঙ্গা চক্ষু কহিতে লাগিলা
বিপিন ; চমকি উঠে বীরগণ যত ;—
"আফগান্ ভূমে আজি, শুন বীরগণ,
লক্ষ লক্ষ রুষ-ঋক্ষ ভক্ষিতে আসিছে
লক্ষ্য করি মোদের ভারত। রাজভক্ত
মোরা, ব্যক্ত চরাচর ; হইবে সমর
যুঝিব, বুঝিব বল ভল্লুকের কত ;
দাঁড়াইয়া সিংহ পাশে, বাড়াইয়া বাহু
ছুঁড়িব বন্দুক মোরা দুড়ুম্ দুড়ুম ;—
বীরত্ব দেখিয়া সবে চমকিয়া যাবে।
কি কাজে এ গৃহ মাঝে থাকিব বসিয়া ?
বাজিলে তুমুল রণ, সাজে কি বীরের
এ কাজ ? ডমরু ধ্বনি শুনিয়া কি পারে
থাকিতে বিবরে ফণী ? শিক্ষিত যুবক
মোরা, বঙ্গবীরকুল ; মোরা কি ডরাই
যুঝিতে সমরে অরি সনে ? মদমত্ত
করী যথা, পশিব তেমতি অরি মাঝে ;—
কার সাধ্য রোধে বঙ্গবীর-দল-বলে ?
সত্য বটে, অনাহারে দুর্ব্বল বাঙ্গালী ;
সত্য বটে, জ্বরে জ্বরে জর্জ্জরিত দেহ
তার। লেখাপড়া বলে মহাবলী মোরা ;
স্বদেশ উদ্ধার হেতু ক্ষান্ত না হইব,

কভু, ক্লান্ত যদি হয় দেহ। পড়ে শুনে
পারি কি ডরিতে কভু মরিতে সমরে ?
"যে ডরে সে ভীরু" শুনিয়াছি, কোন্ মুখে,
বল, ডরি আর আমি, ডরিবে তোমরা ?
নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ? অবশ্য
যাইব রণে, নতুবা কেমনে ইংরাজ,
রক্ষিতে সক্ষম হবে আমার ভারত ?
সাজ তবে সাজ, সৈন্যগণ, তাড়াতাড়ি
বাড়ীর ভাবনা ছাড়ি, বিলম্ব না সহে!"—
এতেক কহিয়া বীর হাঁপাতে হাঁপাতে,
জল খেয়ে এক পেট বসিয়া পড়িলা ;
বীররস ঘর্ম্মরস রূপে দর দর ধারে
লাগিলা ঝরিতে। কতক্ষণ পরে তবে
নন্দমণি দাঁড়াইয়া উঠিল সাহসে ;
দাড়ি নেড়ে, গলা ছেড়ে আরম্ভিলা তথা ;—
"সত্য যা কহিলা, প্রভু ; মোরাও ডরিনা
কভু মরিতে সমরে। অকলঙ্ক কুলে
কালি দিতে পারি কি আমরা ? প্রাণপণ
করি রণ করিব নিশ্চয়। এক কথা
কিন্তু দাস নিবেদিবে, প্রভু, তব কাছে,—
জানি না মোরা ধরিতে বন্দুক, চালাব
কেমনে ? কেমনে বা শত্রুকুলে খেদাইব
দূরে ? লেখাপড়া শিখিয়াছি, করিয়াছি
দেহ মাটি, খাটিবার শক্তি নাই, তবু

বাঙ্গালী বলেণ্টিয়ার বীর।

আমি বর সেজে দাঁড়য়ে আছি পথেতে।

তোরা হলুদ দেগো গায়েতে।

রোগে ভুগে যোগেযাগে অন্ন করে খাই।
বীর-রস কোথায় শিখিব, কে শিখাবে
বল, বীরকুলমণি ? দেখাও যদ্যপি
প্রভু, শিখাও যতনে, পারিব তখন
দেখে শিখে, বীর-রস দেখাইতে রণে।”—
এত বলি, নন্দমণি বসিয়া পড়িলা
নীরবে। উঠিলা বিপিন তবে গর্জ্জিতে
গর্জ্জিতে, ‘বন্দুক বন্দুক’ করি কহিলা
সঘনে ; সাপটি ওভার-কোট্ বাহিরে
চলিলা। লম্ফে ঝম্ফে চলে বীর প্রাঙ্গণে
বীরদল চলিলা পশ্চাতে ; পদভরে
টলমল সভাতল ; কাঁপিল মেদিনী ;
বিড়াল কুক্কুর যত কাঁপিল সভয়ে ;
অবরোধে কুলবধূ ; শিমলায় রাজা ;
বনে শৃগাল ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
ডুবিল গভীর জলে পুটিমাছ যত ;
তখন,—

বিপিন প্রাঙ্গণে আসি, জোরে পেণ্টালুন কসি,
দাঁড়াইল প্রাঙ্গণ মাঝারে।
আর সব বীর যত, গণা নাহি যায় কত,
ঘেরিয়া রহিল চারি ধারে॥
ফুৎকারি বিপিন কয়, বন্দুক ধরিতে হয়,
এই মত দুই হাতে করি।
এক জন পাখা কর, অন্য জন ছাতি ধর,

নতুবা কষ্টেতে আমি মরি ॥
আর জন কোরে জোর, কোমর ধরহ মোর,
দেখো, ভয়ে ছেড়োনাক যেন।
অন্য এক লোক মাগি, আগুণ দিবার লাগি,
রণ করা সোজা নয়, জেনো ॥
চাকরে ডাকিয়া বল, ব্রাণ্ডি আর সোডা জল,
প্রস্তুত করিয়া যেন রাখে।
পরিশ্রমে ক্ষুধা হবে, খাবার উদ্যোগ তবে,
করিবারে বলহ তাহাকে ॥
বাঙ্গালী মণ্ডা মিঠাই, উহাতে বিশ্বাস নাই,
ডিম্ আর কট্‌লেট্ ভাল।
যোগাড় আছেই তার, ব্যাগেতে আছে ডিনার,
ভাবনার দরকার কি বল ॥
এই সব আয়োজন, হইল, তবে এখন
বন্দুক ছুঁড়িব, দেখ সবে।
কবি বলে,—রহ ভাই, আমি আগে সরে যাই,
ছুঁড়িহ বন্দুক তুমি তবে ॥
ইতি শ্রীভলণ্টীয়ারী কাব্যে উপসর্গো নাম
প্রথম সর্গঃ। *

রাজটপ্পা।

(দরবারী কানেড়া)

আমীর, তুমি কয়েছিলে সকলি কথায়।
সাহেব, আমি তোমা বই আর কা'র নই হে,
তবে নাথ, রুষ কেন আইল হেথায় ॥

আপনি করিলে প্রেম, রাখিতে নারিলে
প্রাণবধুঁ ; পিণ্ডির খরচ সুধু মোর ঘাড়ে
চাপাইলে ;
নজর নিয়ে, কেবল জুতা দিয়ে করিলে বিদায় ॥ *

দুর্ভিক্ষ।

(তিরস্কার)

এত বড় দুর্ভিক্ষটা মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, অথচ পঞ্চানন্দ দু কথা বলিবেন না ; ইহা বড় অসঙ্গত। বরং এত দিন কিছু না বলাই সমূহ অন্যায় হইয়াছে। কেবল রঙ্গরসের জন্য পঞ্চানন্দ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। হাসি তামাসা, ফক্কুড়ি সকলেই সকল সময়ে করিয়া থাকে এবং করিতেও পারে, তাহাতে বাহাদুরি নাই। যার বাহাদুর যাহাতে নাই তাহা করা না করা সমান, করিলে বরঞ্চ দোষ আছে ;—তা ধর্ম্মই বলো, আর অধর্ম্মই বলো, দেশের উপকারই বলো লোকের সর্ব্বনাশই বলো, যে বিষয়ই কেন হউক না, বাহাদুরি নহিলে

---

* * আপশোষ যে পঞ্চানন্দ রত্নাকর হইয়াও এই দুইটি রত্ন খাস সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। তবু এ কৌস্তুভ ছাড়াও যায় না। মালিক দিয়াছেন, গৌরব বৃদ্ধির আশায় পাঁচ ইহা হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পঞ্চানন্দ।

সবই বৃথা। এই সে দিন মহর্ষি জ্ঞানান্ধ বলিয়াছেন যে, গুরুগঞ্জনার ভয়ে কি লোকলাঞ্ছনার দায়ে সতী সাধ্বী হইয়া থাকার চেয়ে বুক ঠুকিয়া বেশ্যা হওয়া ভাল; কেন না এতে বাহাদুরি আছে, তাতে বাহাদুরি নাই। তবেই দেখ, বাহাদুরির কত গুণ।

কি কথা বলিতে বলিতে কিসে আসিয়া পড়িলাম? দুর্ভিক্ষের কথায় পঞ্চানন্দ কিছু বলেন নাই, সেটা ভারি অন্যায় হইয়াছে, এখন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক, ইহাই আমার প্রস্তাব। পঞ্চানন্দের মুখের কথা খসিলেই যে উপবাসীর অন্ন যুটিবে, কিম্বা ম্রিয়মাণের প্রাণ বাঁচিবে, মানুষ ফিরিয়া আসিবে, কিম্বা লাট তামশানের মন গলিবে; তাহা নহে। তবে কি না, লেখার মত লেখা হইলে বেশ্ বাহাদুরি আছে, দশ জনের কাছে বাহবা পাইবার আশা আছে, সেই জন্যই এ কথা তোলা হইয়াছে। হনু ভানু সকলেই দশকথা লিখিয়াছে, এখনও লিখিতেছে, কেবল পাঁচুই একা মাঠে মারা যাইবে, ইহা ত ভাল কথা নয়।

(দোষক্ষালন)

লেখা কিছু হয় নাই, সত্য; না লেখা অন্যায় হইয়াছে, তাহাও মানি। কিন্তু তার কি কারণ নাই? কারণ আছে বৈকি, বিলক্ষণ কারণ আছে। দুটি কারণ বলি শোনো।

এক কারণ, লিখিতে হইলেই লাট সাহেবকে গালা গালি দিতে হয়। তাহাতে শর্ম্মা নারাজ। লাটকে যদি গালি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোকের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। তবেই এক দিকে রাম, এক দিকে রাবণ—কাহার মন রাখিতে গিয়া কাহার কোপে পড়ি? এমন সঙ্কটেও কেহ কলম ধরিতে চায় কি? তুমি হয়ত বলিবে যে, ধর্ম্মে যাহা হয় তাহাই লেখো, ধর্ম্মপক্ষে থাকিলে কোনও বালাই নাই। কথাটি কিন্তু ঠিক নয়, ধর্ম্মের কথা তুলিলে বিস্তর গোল আসিয়া পড়ে। সেকালে সুবিধা ছিল, ধর্ম্ম জানিবার বিষয়ে কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল না। যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ ধর্ম্ম সেই দিকে। কিন্তু এখন এই স্বাধীন শিক্ষার সময়ে, অবাধ যুক্তির দিনে, ননসান্স-বিরোধী কন্‌সান্সের হাওয়ায় খোলা প্রাণে সে কথা স্থান পায় না! ধর্ম্ম কি পদার্থ, মোটে ধর্ম্ম আছে কি নাই, ধর্ম্ম মানিয়া চলা উচিত কিনা, ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে গেলে সমাজের ইষ্ট অনিষ্টের তুলনায় কোন্ দিকটা ভারি হয় ইত্যাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা করিবার জন্য অগ্রে একটা সভা সংস্থাপন, তাহার পর সেই সভার কার্য্যকরী সমিতি নিরূপণ, তাহার পর সভার কর্ম্মচারী এবং সম্পাদক মনোনীত করণ, তাহার পর সভা আহ্বানের দিন স্থির পূর্ব্বক প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, তাহার পর সাধারণ সভার সভাপতি নির্ব্বাচন,

তাহার পর রিজোলিউসন প্রকটন, তাহার পর বাক্-পটুতা প্রদর্শন, তাহার পর একটি একটি প্রস্তাবের দ্বিতয়ন, তাহার পর সংশোধন, তাহার পর সংশোধ-নের দ্বিতীয়ন, তাহার পর এক এক পক্ষে এক একবার হস্তোতোলন, তাহার পর ভোটগণন, তাহার পর মিমোরিয়াল করণ, তাহার পর বিলাতে আন্দোলন, তাহার পর পার্লিয়ামেণ্টে উত্থাপন—এইরূপ পর পর কত প্রকরণই করা আবশ্যক, অথচ ইহার একটিও এখনও হয় নাই। তবে বলো দেখি, ধর্ম্মপক্ষে থাকি কি প্রকারে? সুতরাং হয় দেশের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, না হয় লাট সাহেবকে গালি দাও, শেষে ফলটা এইরূপই দাঁড়াইতেছে। তুমি বোকা বাঙ্গারাম, হয় ত বলিয়া বসিবে, দেশসুদ্ধ লোকের মতামত কি কখনও জানা যায়, সাত কোটি লোকের অভিপ্রায় একটি করিয়া স্থির করিয়া কেহ কি কাজ করিতে পারে, তবে আর দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার একটা মিছা কথা তুলিয়া জ্যাঠামি করো কেন?—বাবু, তুমি বুঝ না, আমি ভুক্তভোগী, অনেক ঠেকিয়া অনেক শিখিয়াছি, তোমারও শেখা উচিত। দেশের লোক বলিলে বাস্তবিক সাত কোটি লোক বুঝায় না, অনেক গুলিকেই হিসাবে বাদ দিতে হয়। প্রথমত, পাড়া-গেঁয়ে লোক মাত্রই বাদ পড়িয়া যায়, তাহারা দেশে বাস করে সত্য, কিন্তু আসল কাজের বেলায় তাহা-দিগকে দেশের লোক কখনই বলা যাইতে পারে না,

তবে, চাষ করা, টেক্স দেওয়া, কি পরিবার প্রতিপালন করা, কি ছেলে মানুষ করা, কি এই রকম যত বাজে কাজ আছে তাহাতে তাহাদিগকে ধরো না ধরো, সে আলাহিদা কথা। তাহার পর, যাহারা ইংরেজী জানে না, তাহাদিগকেও বাদ দিতে হইবে, ইহাতেই মহাপাতক-নাশন পঞ্চ কন্যা ছাড়া বাকি সমস্ত স্ত্রী জাতিও বাদ পড়িয়া গেল। আবার, পুরুষ দলের যে কয়টা থাকে, তাহার ও ছাঁটাই করিতে হইবে,— যাহারা "উন্নতি" বোঝে না, "সংস্কার" খোঁজে না, "ভারতের," তরে মজে না, কোমৎ স্পেন্সর ভজে না, মোক্ষমূলর পূজে না,—তাহারা দেশের লোকের মধ্যে ধর্ত্তব্যই নহে। সুতরাং তাহাদিগকেও বাদ দাও। তাহা হইলেই বাদসাদ দিয়া, কোটীর "শূন্য" গুলা কাটিয়া ফেলিয়া যাহা থাকে, তাহাই হইল দেশের লোকের সংখ্যা, এবং ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেই অবশ্য দেশেরও বিরুদ্ধাচরণ করা হইল। তাহা ত আমি পরিব না। কাজে কাজেই লেখাও কিছু হইতে পারে না।

এই ত গেল না লিখিবার পক্ষে একটা কারণ, আরও একটা কারণের উল্লেখ করিব বলিয়াছি, তাহা এই যে, উপস্থিত দুর্ভিক্ষটী—বঙ্গবাসীর। আমি ধার্ম্মিক লোক, তাহা সকলেই জানে, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমি মনুষত্ব হারাইব? ক্রুর প্রভাব প্রতিপত্তি, প্রসার সম্পত্তি দেখিয়া শুনিয়াও আমার

চক্ষু টাটাইবে না, বুক চচ্চ্‌র করিবে না? একটু দ্বেষ, একটু হিংসা, একটু রাগ, এসব কিছুই হইবে না? তাও কি কখন হয়? যাউক! বলিতে গেলে অনেক কথা বলিয়া ফেলিব, অতএব কিছু না বলাই ভাল। আমি দেশহিতৈষী পরোপকার উপজীবিকা-ধারা, ধার্ম্মিক ব্যক্তি, যে কাজে একা আমার খোশ-নাম কিম্বা বাহাদুরী নাই, তাহাতে আমি কেন লিপ্ত হইব? অতএব না লেখাই ঠিক। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কথা লিখিতে গেলেও অনেক গোল; কারণ গোড়াতেই সন্দেহ,—

দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি হয় নাই।

দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না, ইহা যুক্তির দ্বারাই নিরূপণ করা উচিত। আমার যুক্তিতে দুর্ভিক্ষ না হওয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহার হেতুবাদ বিস্তর দেখান যাইতে পারে;—

(১) দুর্ভিক্ষ হইলে লড়াই হয় না। লড়াই হউক না হউক, লড়ায়ের হুজুক হয় না, পিণ্ডির দরবার হয় না; মহাবীর লোমশধনের সেই বিরাট নর-দৌড় হয় না, ভারতসীমা রক্ষা করিবার কথা হয় না, সুতরাং ভারত থাকে না। দুর্ভিক্ষে ভারতের ধ্বংস হইবার কথা, সেই ধ্বংস নিবারণের জন্য বর্ষে বর্ষে চাঁদা আদায় হইতেছে। দেখিতেছি, ভারতের এখনও ধ্বংস হয় নাই, ভারত আজিও আছে, অধিকন্তু ভার-

ত্বের অস্তিত্ব খাঁটি করিবার জন্য ভারতরক্ষার আরও নূতন নূতন উপায় হইতেছে। সুতরাং বোঝা গেল যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(২) দুর্ভিক্ষ হইলে মহারাণীর ধর্ম্ম নষ্ট হয়। মন্ত্রীর মুখ, প্রতিনিধির মুখ, আর মহারাণীর মুখ একই কথা। এ মুখে যাহা হয়, ও মুখেও তাহাই ধরিয়া লওয়া যায়। সকলেই জানে যে প্রতিনিধি-মুখে মহারাণী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য লাইসেন্সি করিয়া যাহা মজুত হইবে, মহারাণী কোনও মতেই সে তহবিল তছরুপাৎ করিবেন না। অতএব ধরিতে হইবে যে, সে তহবিলের টাকা নি-নাড় আছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(৩) বিলাতের মহাসভার সকল সভাই দিব্য চক্ষে দেখিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ হয় নাই। অসভ্যদের মধ্যে যদি দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যই নহে।

(৪) দুর্ভিক্ষ হইলে সরকারী সেরেস্তা মিছা হয়। সরকারী সেরেস্তায় দুর্ভিক্ষ প্রকাশ নাই। যাহা প্রকাশ নাই, তাহা সাধারণের জানিবার বা আলোচনা করিবার অধিকার নাই। যদি কোনও ছোট লোকের ঘরের কোণে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে, তাহা প্রাইবেট ব্যাপার; গুপ্ত-কথা। মফুজ্জ সেখের হাঁড়ি চড়ে নাই, ইহা যদি কেহ স্বচক্ষে দেখিতে যায়, সে অনধিকার প্রবেশের অপরাধী। অপরাধীর কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেহ স্বচক্ষে না দেখিয়া কোনও কথা বলিলে,

প্রমাণবিষয়ক আইন অনুসারে তাহা অগ্রাহ্য। অতএব আইনে কানুনে, দলিলে দস্তাবেজে, যে দিক দিয়াই দেখ— দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(৫) দুর্ভিক্ষ হইলে অন্নাভাব হয়, অন্নাভাব হইলে নাম থাকে না, দশের কাছে খাটো হইতে হয়, মাথা হেঁট করিতে হয়। "আমি খেতে পাই না পাই তোর কি? তুই যদি আমার অন্নাভাবের কথা রটাইয়া আমার মানহানি করিস, তবে আমি চাঁদা তুলিয়া হউক, ভিক্ষা করিয়া হউক, আমার মান বাঁচাইবার জন্য তোর নামে লাইবেলের নালিশ করিব।" দুর্ভিক্ষের তদন্ত করিতে যাওয়াতে এক জন এই কথা বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছিল। কাজ কি বাবা অত হাঙ্গামে— অন্নাভাব হয় নাই ত হয় নাই। অতএব দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(৬) দুর্ভিক্ষ হইলে মানুষ মরিত। কিন্তু মানুষের মত মানুষ একটাও মরে নাই। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(৭) দুর্ভিক্ষ হইলে কেহ বারিষ্টর প্রতিপালন করিত না, সেই টাকা দিয়া কাঙ্গাল দুঃখীর প্রাণ বাঁচাইত, অতএব দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(৮) দুর্ভিক্ষ হইলে গলার তেজ থাকিত না, চিঁ চিঁ করিত। কিন্তু সভাসমিতি সমান চলিতেছে, বক্তার বিরাম নাই; অতএব দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

আরও অনেক যুক্তি আছে, নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন

হয় যে, দুর্ভিক্ষ হয় নাই। বিরুদ্ধ পক্ষে একটী মাত্র যুক্তি আছে; অনেকেই বলিবেন যে, দুর্ভিক্ষই যদি হয় নাই, তবে পঞ্চানন্দ এমন রসে-মরা কেন? তাহার উত্তরে আমি এই বলি যে, রসের কথা না তোলাই ভাল।

শ্রীকুঞ্জসরকার,
সাং নবজীবনপুর।

একটা উপাসনা।

উপাসনা-প্রণালীতেই কাহার কেমন ধর্ম্ম তাহা বুঝা যায়। সমস্ত ভারতবর্ষ আমার ধর্ম্ম জানিবার জন্য আজ কাল ভাবিয়া আকুল। সেই সমবেত নয়ন-জলে সংপ্রতি দেশ ভাসিতেছে। এই যে আমার ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা, এ কেবল পরোপকার করিবার ভয়ঙ্কর প্রলোভনবশত। আর, আমি নাকি গোটা ভারতবর্ষের "পর," সুতরাং আমার উপকার করিলে চূড়ান্ত পরোপকারও হইল। কিন্তু ধর্ম্মের কথা কি মুখ ফুটিয়া বলা যায়? তা কখনই যায় না। যেহেতু, বিনয় এবং নম্রতাই ধর্ম্মের সদর দেউড়ীর ধ্বজা। তা, ধর্ম্মের কথাটা বলিব না, আমি যা বলিয়া উপাসনা করি, তাই বলি। ইহাতেই আমার ধর্ম্ম বুঝিয়া লইবে।

ব্রহ্মানন্দের খুড়ো পঞ্চানন্দ,
ওরফে পাঁচু খুড়ো।

হে ঈশ্বর

তুমি ধন্য! যে, আমাকে সৃষ্টি করিতেও তোমার ভয় হয় নাই, এবং এখন পর্য্যন্ত আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ।

তুমি খুব বুদ্ধিমান। আমাকে দুনিয়াতে পাঠাইয়া তুমি নিরাকার হইয়াছ। বাস্তবিক এমন দুষ্কর্ম্মের পর সভ্য সমাজে কোন ভদ্রলোকই বাহির হইতে পারে না। তোমার চক্ষু নাই, ইহা ডবল ভাল। এক, তুমি চক্ষুলজ্জার দায় এড়াইয়াছ, দুই, তোমার চোক্ রাঙ্গানির ভয় হইতে আমিও খালাস পাইয়াছি। আমি যত যা করি, তা যদি তুমি দেখিতে পেতে, তাহা হইলে তোমারই হউক বা আমারই হউক, একটা এস্পার ওস্পার যাহা হয় হইত, আর, তোমার চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। তোমার মুখ নাই, সে আরও ভাল, কারণ, তুমি মুখ সামালে চল্‌তে পারতে না, আর, আমারও এখন যে রকম ইস্পিরিট—অর্থাৎ স্বাধীনতা ভাবাক্রান্ত তেজ—অর্থাৎ যাকে সোজা কথায় বলে, 'মরাল-ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্‌স্' তাতে আমিও বর্দ্দাস্ত করিতে পারিতাম না, নিশ্চয় শান্তিভঙ্গ হইত, দুজনকেই পুলিসে ধরিয়া লইয়া যাইত, আমার শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রচারে বাধা পড়িত, সুতরাং ভারতবর্ষ গোল্লায় যাইত। তোমার হাত নাই, সে জন্য তুমি বিশেষ পুরস্কারের পাত্র হইয়াছ, (হাতও পাতিতে পারিবে না, কাজেই

পুরস্কারও দিতে হইবে না, তাতেই পুরস্কারের চোট্‌টা এত) হাত থাকিলে আমার অনেক কাজেই তুমি বাধা দিতে, খপ্‌ করিয়া চাপিয়া ধরিতে। তাহা হইলে (এইখানে নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইবে) হে প্রেমময়! দুঃখিনী ভগিনীর উদ্ধারলীলা কে করিত, কেমন করিয়া তাহা সাঙ্গ হইত! তবেই দেখ হাত থাকিলে কি বিভ্রাটই উপস্থিত হইত। তোমার পা নাই, সে বহুৎ আচ্ছা। এই বর্ষাকালে জুতার খরচটা খুব বাঁচিয়া গিয়াছে। আর আমিও কম বাঁচি নাই, আমি যে যেরকম দুর্ব্বৃত্ত, সে জুতাশুদ্ধ লাথি ত আমারই পিঠে পড়িত। কিন্তু মনে করিও না যে, আমি ভয় পাইয়াছি,—আমার কাছে বাবারও খাতির নাই,—আমি পুলিস কোর্টে তখনই তোমার নামে সফিনা বাহির করাইতাম।

কিন্তু নাথ, তোমার খাতিরেও আমি সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। নিরাকার সাজিয়া তুমি যে একটু বোকামি করিয়াছ, ইহা আমি সত্যের অনুরোধে, ন্যায়ের অনুরোধে, যুক্তির অনুরোধে, জগৎ সমক্ষে অবশ্যই প্রকাশ করিব। ভগিনীরা যখন সমবেত হইয়া হারমোনিয়ম সহযোগে তোমার গুণগান করিতে করিতে (মরি মরি,) সুকণ্ঠে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকেন, তাহা তুমি একটুকুও শুনিতে পাও না। কাণ ত নাই, শুনিবে কিসে ?

মাপ করিও, আমি তোমাকে পিটি করি : (বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা করিতেছি, সেটা আমার দেশভক্তি, ইংরেজির বুকনি যে মাঝে মাঝে দিতেছি, সে আমার রাজভক্তি। আর এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বৃটিশ-ইণ্ডিয়াতে বাস করিয়া তুমি যে এক লক্ষও ইংরেজি জান না, ইহা আমি কোন্ প্রাণে বিশ্বাস করিতে পারি ? অধিক বলা বাহুল্য, ইংরেজিটা বুঝিয়া লইবে।) আর তোমার যে নাক নাই, সেটিও বোকামি। সংসারের সৌন্দর্য্যখনি, মনোহর কুসুমগুচ্ছ, রমণী-হস্তে সজ্জিত হইয়াও তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, হা হরি, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা, ইহা অপেক্ষা ঘৃণার কথা, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা, আর কি হইতে পারে ? (ঘন ঘন করতালি) তুমি যখন নিরাকার, তখন তুমি স্ত্রী, কি পুরুষ, তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা বৃথা। তবু মনে কেমন একটু ভাবনা হয় ; যদি তুমি সাকার হইতে, তাহা হইলে ধুতি পরিতে কি পেণ্টুলান পরিতে, সাড়ী পরিতে কি গাউন পরিতে—অর্থাৎ তোমার টেষ্টটা কেমন, রুচিখানা মার্জ্জিত, কি সেই সাবেক-কেলে জবড়জঙ্গ গোছ, তা একবার একবার ভাবি বই কি ? যখন সমস্ত দিন ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া, গভীরা রজনীতে শান্তির কোলে, খাটে বা মাদুরে, বিছানায় বা ধূলায়, চতুর্দ্দশ পাদ পরিমিত সটান হইয়া, শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নিদ্রাদেবীকে গাঢ়তর

আলিঙ্গনের চেষ্টা করি, তখন ব্যাকরণ প্রকরণ ঘটিত সে কথা একবার একবার ভাবি বই কি !

ফলত নাথ ! তুমি বড় উপাদেয় ভদ্রলোক। বকেয়া দেবতাদের মত নরনারীপুঞ্জকে তুমি যে চব্বিশ ঘণ্টা খেঁচকাও না, এ তোমার ভারি মহৎ গুণ ; তোমার সুশিক্ষার পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ পাওয়া যায়। আর, তোমার মনে যে কুসংস্কারজনিত সংকীর্ণতা নাই, তাহার পরিবর্তে ষোল আনা উদারতা আছে, ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হই, এবং তজ্জন্য মাসে চারিবার করিয়া তোমাকে বার বার নমস্কার করি। বলিহারি তোমার বন্দোবস্তে ! তোমারও বাড়ী নয়, আমারও বাড়ী নয়, মাঝামাঝি একটা জায়গা ঠিক করা আছে, ধার্য্য দিনে তুমি সেইখানে হাজির, আমার জন্য অকাতরে অপেক্ষা করিতেছ ; আমিও ফুরসুৎ মতে যথাকালে সেই থানে উপস্থিত। আমারও সময় নষ্ট হয় না, তোমারও সময় নষ্ট হয় না ; অথচ তোমার সৃষ্টি সার্থক হয়, আমার শ্রম সার্থক হয়, হপ্তা খানেকের জন্য আমি নূতন করিয়া পাপ করিবার পাট্টা পাই, তোমারও সেই সঙ্গে চৈতন্য হয়

তুমি দয়াময়, ইহাতে আমি খুব রাজি ; সুবিচার আর দয়া, এক প্রকার দা-কুমড়া সম্পর্ক। আগাগোড়া দয়া না হইলে আমার পিটের চামড়া ত থাকিত না। যাই হউক, তোমাকে লইয়া আমি অধিক সময়

নষ্ট করিতে পারি না ; কারণ আমার হাতে অনেক কাজ, সদাইত উকীল বাড়ীতে এক কন্‌সল্‌টেসন আছে। সংক্ষেপে বলি, তোমার অসীম ক্ষমতা, এমন যে তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ পৌত্তলিকদের তেত্রিশ কোটী দেবমূর্ত্তির ভিতর একবার তুমি প্রবেশ কর না, এ বাহাদুরী একা তোমারই সম্ভবে। অতএব, অধিক আর কি বলিব, তুমি অদ্বিতীয়। কিন্তু তাও বলি, তুমি দিন রাত্রি একা থাক কেমন করিয়া ? অপর শুভ—ইতি।

আইনের কথা।

(পঞ্চম বর্ষীয় একটী শিশুর সম্পাদিত নিম্নলিখিত দলিল কোন এক ব্যক্তি আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আইন মতে এই দলিল মাতব্বর হইবে কি না ? উপযুক্ত ফী না পাঠানতে আমি ওপিয়ম দিলাম না।)

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত আমি—

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী আমি—পিতার নাম জানিবার প্রয়োজন নাই, পেসা বিদ্যে শিক্ষে ও বয়াটেগিরি, হাল সাকিম সহর কলিকাতা।

কস্য চরিত্রনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে সম্প্রতি আমার চরিত্র হরিয়েক লোকের দৌরাত্ম্যে নানান্ মতে দায়গ্রস্ত হইয়াতে আমার চরিত্র বজায় করা

নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় মহাশয়ের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি অদ্যকার তারিখ হইতে দান বিক্রয় হেবা বা অন্য কোন প্রকারে আমার চরিত্রের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না এই সর্ত্তে আমি আপন চরিত্র নিজের জিম্মাদারিতে লইলাম, কোন প্রকারে এ চরিত্র নষ্ট হয়, কি তাহাতে কোন প্রকার ক্ষতি খেসারৎ হয়, তাহার দায়ী আমি সম্পূর্ণরূপে রহিলাম, চরিত্রের উন্নতি অবনতি ইত্যাদির সহিত আপনার কোন এলাকা রহিল না, সন সন মাস মাস দিন দিন মোতাবেক চলিত আইন এবং ভবিষ্যতে যে সকল আইন জারি হইবেক তদনুসারে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে চরিত্র আঞ্জাম দিতে থাকিব, ইহাতে অনাথা করি বা করে, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর, এবং আমা কর্ত্তৃক চরিত্রের কোন অংশ নষ্ট হইলে তাহা সরকারে গ্রাহ্য হইবে না। যদি মহাশয়ের সততা বা ক্রুটী বা শৈথিল্য প্রযুক্ত আমার চরিত্রে কোন প্রকার দোষ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে মহাশয় মায় সুদ ক্ষতি পূরণের দায়ী হইবেন, এবং এই দলিলের সমস্ত সর্ত্তে ও অঙ্গীকারে ও নিয়মে আমরা উভয় পক্ষ ও আমাদের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত সকলেই তুল্যরূপে বাধ্য হইব ও হইবেক, এতদর্থে আপন খুসিতে সুস্থ শরীরে কায়েম মেজাজে বিনা জবরদস্তিতে বাহালসবাহাল তবিয়তে কেতাবহস্তে পশ্চাব্যস্তে খাতেরহস্তে দীর্ঘে প্রস্থে এই

চরিত্রনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ৭২৪৯ হিজড়া তাং (ফাঁক)।

ইসাদ।

শ্রীকল্পনা গাঙ্গুলি
শ্রীম্যাটসিনি বড়ুয়ো
শ্রীঅমুক শাস্ত্রী
(বাঙ্গালা দলিলে ঢেরাসই)
শ্রীমতী ফুলকুমারী ওস্তাগর
(চুড়ী সই)
শ্রীজ্ঞানান্ধ শর্ম্মা
(নিশান সই)
শ্রীমতী স্বাধীনতা দাস
(তাই সই)
শ্রীমতী পি, দেব
(টিপ সই)
শ্রীসাম্যধন মৈত্র
শ্রীরুচিরমণ আকুল
শ্রীমতী কুসুম পেসাকর
(সব সই)

বন্যা ব্যাপার।

(পিতার বরাবর পুত্রের চিঠি)

আমার প্রিয় বাবা,

তোমার পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিবার সম্মান আমি রাখি। বন্যাতে তোমাদের ঘর সকল পড়িয়া গিয়াছে এবং তুমি ও তোমার পরিবার এক্ষণ গাছের তলায় বাস করিতেছে, এজন্য ভারি দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ইহাতে তোমার একটা কুসংস্কার নষ্ট হইবে তজ্জন্য আমি অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ দিতেছি। শূদ্রে দেখিলে ব্রাহ্মণের ভোজন হয় না.. একথা অতঃপর, ভরসা করি, আর তুমি বলিবে না। বাস্তবিক জাতিভেদই সকল উন্নতির বিরোধী, তাহা এক্ষণকার তোমার অবস্থা ও আমার অবস্থা তুলনা করিলে, বুঝিতে পারিবে। ফলতঃ অদ্য তোমাকে এ সকল উপদেশ দেওয়া আমি উচিত বিবেচনা করিনা; কারণ তোমার পত্রে বিশ্বাস করিলে, এক্ষণ তোমাদের বিশেষ কষ্ট হইতেছে। অবশ্যই তুমি এরূপ বুঝিবে না যে, আমি তোমার সকল কথাই আক্ষরিকরূপে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত। যেহেতু বঙ্গবাসী প্রভৃতি বাঙ্গলাসংবাদ পত্রের বাহুল্যউক্তি দেখিয়া আমাদের দেশীয় ভ্রাতৃগণের লজ্জাজনক মিথ্যাবাদিতা আমি যথেষ্টই বুঝিয়াছি।

তথাপি কিছুতেই আমার তত আনন্দ হইত না, যত এক্ষণ যাইতে পারিলে তোমাদের নিকট তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিতে, এবং ইহা আমি গুরুতর আনন্দের সহিত করিতাম, যদি এক্ষণ আমার যাইবার সুবিধা ঘটিত। প্রায় আগামী সপ্তাহ ভরিয়া আমাদের সভার উপবেশন হইবার কথা আছে; তদ্ভিন্ন শ্রীমতী কুমারী লাঞ্ছনা ঘোষাল, যাঁহার সহিত আমি সম্প্রতি আদালতগিরি করিবার আনন্দ এবং ইজ্জত উপভোগ করিতেছি, তিনি তোমার পত্র শুনিয়া আমার যাওয়া আশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়াছে।

এবং আমার নিকট গত কল্যই মাথা ধরার অভিযোগ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে অসহায় রাখিয়া আমি কি প্রকারে যাইতে পারি? ক্ষমা করিবে, আমি এজন্য বড় দুঃখিত হইলাম। ইহা বলাও মাপ করিবে যে, বন্যার কথা শুনিয়া আমার যাইতে নিজেরও কিছু ভয় হইতেছে। প্রচুর বস্ত্রপরিবর্ত্তন লইয়া যাওয়া সম্ভব বোধ হইতেছে না। বিশেষতঃ তোমাদের দেশ এখন অত্যন্ত সোঁতা হওয়া সম্ভব, তাহাতে জুতা ভিজিয়া আমার সর্দ্দি হইলে আমি আশ্চর্য্য হইবনা। তোমার মনে থাকিতে পারে, এই গত শীতকালে আমার এক দিবস কিছু কাশির আশঙ্কা হইয়াছিল। আমি আশা করি কিন্তু যে, এক্ষণ তোমাদের অঞ্চলে বন্যা হওয়াতে খুব মনোহর দৃশ্য হইয়া থাকিবে, যাহা তোমরা অবশ্যই খুব আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেছ, এবং বিশ্বরাজ্যের বিশাল ভাব উপলব্ধি করিতেছ। যদ্যপিস্যাৎ তোমাদের অঞ্চলে এক্ষণ জলচর পক্ষী সকল অধিক হইয়া থাকে, যাহা হওয়া সম্ভব, এবং এখান হইতে বরাবর ছোট কলের নৌকা যাইতে পারে, তাহা হইলে ফেরত ডাকে আমাকে চিঠি লিখিবে; আমি শ্রীমতী লাঞ্ছনাকে সম্মত করিতে পারিলে, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শীকারের ছলে তোমাদের সাক্ষাৎকারের সুখ অনুভব করিতে চেষ্টা করিতে পারি।

তোমার গৃহিণীকে আমার সম্ভাষণ জানাইবে এবং আমার প্রিয় ভাগিনীকে হৃদয়ের ভালবাসা দিবে।

বিশ্বাস করো, তোমার স্নেহমাখা পুত্র,

উপাধিগ্রস্ত লাহিড়ী।

ভাবুক ভ্রমণকারীর পত্র।

কাল রেলের গাড়ীতে আসিতেছিলাম, সেওড়াফুলি ষ্টেসনে কতকগুলি দুঃখী মেয়েমানুষ, গাড়ীতে উঠিবার জন্য হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাদের জিনিসপত্র গুলি প্লাটফরমে এমন জায়গায় রাখিয়াছে যে, গাড়ী লাগিবামাত্র সুবিধা করিয়া, সেগুলি গাড়ীতে তুলিয়া দিবে। গাড়ী লাগিল। একখানি গাড়ীতে উঠিবার মনন করিয়া, জিনিস গুলি একে একে তুলিতে লাগিল, কিন্তু সে গাড়ী খানি একটু দূরে ছিল, কাজেই সব জিনিস গুলি উঠিল না, সব মেয়ে মানুষগুলিও উঠিতে পারিল না। পোঁ করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল, একটা বিলাতী কুমড়া, একটা পোঁটলা, আর একটী মেয়েমানুষ ষ্টেসনে পড়িয়া থাকিল। আমি তার কান্নার স্বর শুনিতে শুনিতে গাড়ীর সঙ্গে যাত্রা করিলাম। তখন অন্ধকার হইয়াছে, রাত্রি সাড়ে সাতটা।

মনে নানা চিন্তা উঠিতে লাগিল। বুড়ী মাগী হয়ত

হাট বাজার করিতে আসিয়াছে, হয়ত হাটের বেসাতি লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলে, ঘরে দুটো ছেলেপিলে খাইতে পাইবে। আজ তাহাদের দশায় হইবে কি? মাগী ষ্টেসনে একা থাকিল। হয়ত তার টীকিট খানি সঙ্গীদের কাছে আছে, গাড়ী থেকে নামিল বলিয়া পাহারাওয়ালা তাহাকে পুলিশে দিবে নাকি? পুলিশে যেন নাই দিলে; সে বেটী থাকে কোথা? এ রাত্রিকাল! স্থানটা যদি তার অপরিচিতই হয়! তা যাহা হইবে হউক গিয়া। মাগী মরে মরুক্। তার জন্য আমার কিসের মাথা ব্যথা? রেলে এমন কত জনের কত দুর্গতি হয়, সবগুলা যদি আমি ভাবি তাহা হইলে বেশী দিন করিয়া-কর্ম্মিয়া খাইতে হইবে না, নিশ্চয় পাগল হইব।

কিন্তু মাগী যদি গোরা হইত? ন্যাকড়া-পরা দেশী-মাগী না হইয়া, সে যদি গাউনপরা বিলাতি মহিলা হইত, আর তার কুমুড়া গুলি, পোঁটলাটী,—তোরঙ্গ, বাক্‌স, ঝুড়ি, সাজি, নাট্‌কি ফাট্‌কি—এই সব জগৎ যোড়া নানা নিধি হইত, তাহা হইলে গাড়ী ছাড়িত কি না? ভগবান জানেন, গাড়ী ছাড়িত কি না; কিন্তু কেমন কু মন,মনে হয়, যেন ছাড়িত্ত না,ছাড়িতে পারিত না! সেই রেলভাঙ্গা ঘণ্টা কিছুতেই ঘণ্টিত হইত না, সেই কান ঝালপালা ভোঁ শব্দ কলের বাঁশির ভিতরে থাকিয়াই, গুম্‌রে গুম্‌রে শোঁ শোঁ করিত। অন্ততঃ মনে ত তাই হয়।। কেন হয় বলুন দেখি?

গাড়ী আটকাইয়া রাখিয়া সময় নষ্ট করিয়া অনিয়ম করিয়া, সেই মাগীকে গাড়ির গর্ভস্থ হইতে দেওয়াই যে কর্ত্তব্য ছিল, তাইবা কোন্ প্রাণে বলি? মাগীর বয়স ত মাগীর জন্যও দাঁড়াইয়া নাই, গাড়ীইবা দাঁড়াবে কেন? কালের কঠোর নিয়ম, সকলেই মাথা হেঁট করিয়া মানে। রাজার নিয়ম রাজার জাতির নিয়ম, সে ত মহাকালের নিয়ম, না মানিবে কেন? মাগীর জন্য এক মিনিট গাড়ী দাঁড়াইলে আর এক মিনসে ছুটা ছুটী আসিতেছে, তাহার জন্যও আর তিন মিনিট দাঁড়ান উচিত; অমনি, কেউ পোঁটলা পুঁটলি বাঁধিতেছে, কেউ একটান তামাক টানিয়া লইতেছে, কেহ তাড়াতাড়ি আঁচাইতেছে, কেহ নাকে মুখে দুটা শুক্না ভাত গুঁজিতেছে, সকলকারই খাতির করিয়া, গাড়ী দাঁড়াইয়াই থাকুক; তাহা হইলে আর গাড়ী চলে না, রেল উঠাইয়া দিতে হয়, একের জন্য শতেককে কষ্ট পাইতে হয়—গাড়ী দাঁড়াইবে কেন? চলিয়াছে, সে ভালই করিয়াছে? অশিক্ষিত মাগী নিয়মের মাহাত্ম্য শিক্ষা করে নাই, নিজের কর্ম্মফল ভোগ করুক। আমার কি?

গুলিখোর, এই নিয়মমাহাত্ম্য বুঝিয়াছিল। উভ হইয়া, হাঁটু দুটী যোড় করিয়া, পা দুখানি সম্মুখে একটু বাড়াইয়া, হাঁটুতে মাথা দিয়া, চক্ষু বুজিয়া, গুলিখোর বসিয়া আছে। পায়ের উপর, একটু সুড়সুড় করিতেছে। গুলিখোর চক্ষু চাহিয়া দেখিল। দেখে.

একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা পায়ের উপর উঠিয়াছে। তখন শান্তভাবে গাম্ভীর্য্যের সহিত নির্নিমেষ লোচনে পিপীলিকার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, গুলিখোর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দেখ বাবু! তুমি ক্ষুদ্র, তুমি আমার পায়ের উপর দিয়া গেলে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। হয়ত তোমার বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্তু আজি তুমি যাইবে, কালি একটী ফড়িঙ যাইবে, পরশ্ব একটী ব্যাঙ, তারপর দিন ইন্দুর যাইবে, ক্রমে ক্রমে গাড়ী পাল্কী, হাতী ঘোড়া, লোক লস্কর, সিপাই শান্ত্রী, ফৌজ, পল্টন সকলেই যাইতে আরম্ভ করিবে। আমার পা দুখানি সদর রাস্তার অধম হইয়া দাঁড়াইবে। তোমাকে ছাড়িয়া দিলে, অন্যকেও ধারন করিতে পারিবনা—এই বলিয়া পিঁপ্ড়াটীকে দুটী আঙ্গলে ধরিয়া, দু রশী পথ তফাতে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া, গুলিখোর পূর্ব্ববৎ বসিল, এবং নয়ন মুদিয়া নিয়ম-মাহাত্ম্য অনুভব করিতে লাগিল। রেলে যে এই নিয়মমাহাত্ম্য দেখিলাম, তাহাতে রেলের কর্ত্তাদের গুলিখুরি অনুমান করিতে পারি, কি না? দর্শনশাস্ত্রের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এই ভাবেরইত? আবার ভাবনা হইল, গুলি কেবল কালার জন্য, না গোরার জন্যও প্রয়োগ হয়? ভাবি, কিন্তু কিছু ঠিক করিতে পারি না। গুলিও খাই, তাহাতে সুধু মরি, বিজ্ঞতা ত বাড়ে না,—তবে গুলিখুরীতে ত এ কথার মীমাংসা হইল না।

ভাবনা, না জঙ্গল। আদিও পাওয়া যায় না, অন্তও পাওয়া যায়না। তবে আর ভাবিয়াই বা হইবে কি? হউক না হউক, আমি একা ভাবিলেত কিছুই হইবে না। দোসরই বা পাই কোথায়?

হঠাৎ গাঢ় তীব্রস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল,—"ব্যাবু টিকেট্।" টকা ভাঙ্গিল। গাড়ী থামিয়াছে, আমি তখন হাবড়ায়। বাজে খরচ করিলাম না, অর্থাৎ একটিও বাক্যব্যয় করিলাম না, টীকিটখানি দিয়া বাড়ী আসিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে বসিলাম। প্রবন্ধ শেষ হইল। চিন্তার চিতা ধৌত হইল। চিত্ত উৎফুল্ল হইল। আজ ভারতের কাজ করিলাম বলিয়া, জন্মসার্থক মনে করিয়া প্রবন্ধটীকে ছাপার সাজে সাজাইতে, আপনার কাছে সমর্পণ করিয়া, গৃহিণীর সহিত গহনালাপে মগ্ন হইলাম।

পাঁচুর পত্র।

ব্যস্তসমস্ত পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ।

শ্রীমান লাট ডভরীণ রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবা। শশব্যস্ত হইয়া পিণ্ডি-উদ্দেশে তুমি যাত্রা করায়, আমার শ্রীচরণদর্শন করিয়া যাইতে পার নাই। ফলত তজ্জন্য আমি রাগত নহি। উপস্থিত হুলস্থূল ক্ষেত্রে দুটা বেখরচা উপদেশ না পাইলে তুমি বিব্রত

হইয়া জানিয়া চুম্বকে তোমাকে জানাইতেছি যে, সম্প্রতি নিম্নের লিখিত মত কার্য্য কয়টী করিয়া, আগতে কার্য্য আঞ্জামের সংবাদ পাইলে, সবিস্তর উপদেশ দেওয়া যাইবে।

১ দফা। আমীরকে কয়েদ করিয়া মুচিখোলায় আনিবা। তাহাবে ধর্ম্ম অর্থ দুই হইবে। যেহেতু আত্ম নিয়েই ধর্ম্ম, সুতরাং ধর্ম্ম। এদিকে নজর সববে এবং অন্য আববাবে যে টাকাগুলা আমীরসাৎ করিতে হইতেছে, তাই রাখিতে পারিলেই প্রচুর অর্থ।

২ দফা। নেহাৎ যদি ইহা না ঘটে, তবে অস্ত্র শস্ত্র টাকা কড়ি যা কিছু আছে, সবই আমীরকে দিবা। তাহা হইলে অসহায় বুঝিয়া আমীরের দয়া হইতে পারিবে। বন্ধুলাভেই স্বর্গ লাভ। আমীর যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, নরকেও তাহার স্থান হইবে না।

৩ দফা। কাশ্মীর কাড়িয়া লইবা। গোলযোগ অবসানে পশ্চাৎ উপদেশের লফ জানিবা। লাভ হইলে—— এঁড়ে শুদ্ধ; যায়, পোকা নিয়েই যাবে।

৪ দফা। রাজা প্রজাঘটিত নূতন আইনখানি যেমন চালাইয়াছ, এমনি আর খান কতক আইন চালাইবা। তাহা হইলে আহার ঔষধ দুই হইবে, লোক জব্দ থাকিবে, টাকারাও টান ঘুচিবে।

৫ দফা। দেশী লোককে বাদ দিয়া ফিরিঙ্গীগুলিকে সকের সিপাইগিরিতে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি দিয়া যে রাজবুদ্ধির বিস্তার হইয়াছে, তাই আর একটু বাড়াইয়া,

বাগবাজার, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি আড্ডার গুলিখোর-গুলিকেও ভর্ত্তির ব্যবস্থা করিয়া আসিবে। কাজে ইহারাও সমান ফল দেখাইবে। বরং ফিরিঙ্গী চেয়ে এরা ভাল, এদের গুলি খাওয়া অভ্যাস আছে। ফিরিঙ্গীদের তা নাই।

—:—

পঞ্চতত্ত্ব।

(১)

পিণ্ডিতে যদি দোষ না ঘটে, তবে আমাদের মহারাণীর সঙ্গে আমীরের সম্বন্ধ নির্ণয় নিঃসন্দেহ।

(২)

একটা পাশ ফিরিবার কথা উঠিয়াছে। "খাইবার পাশ" হয়ত "শুইবার পাশ" হইবে,এইরূপ কেহ কেহ বলিতেছে। পাশ অর্থে গিরিসঙ্কট ; সঙ্কটে সবই সম্ভব।

(৩)

সভা হইয়া লালমোহন বিলাতে থাকিলে আর তাঁহাকে এখানে পাওয়া দুষ্কর। কেহ কেহ শঙ্কা করিতেছে যে, ক্রমে মুড়ি মুড়কি পর্য্যন্ত এদেশে অপ্রাপ্য হইবে।

(৪)

মেঘে জল নাই, জলাশয়েও জল নাই; যা কিছু এখন আছে, লোকের চোখে! আর কিছু দিন এই ভাবে চলিলে, তাহাও থাকিবে না।

(৫)

কলের জল থাকিলে অন্য জলের প্রয়োজন হয় না; বোধ করি সেই জন্যই বর্দ্ধমানে কলের জল হওয়াতে জেলায় অন্ন জলের অভাব হইয়াছে।

গলা ও তলা—মিল নাই।

প্রশ্ন। তাদের অত বিদ্রূপ কর কেন?

উত্তর। আমি তদ্রূপ করি না, গোলে। যদি তদ্রূপ করিতাম, তা হইলে বিদ্রূপ করিতাম না।

তৃতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।